বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 03 Vol >>257 >>15 Ashar 1430 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৩ অংক >> ২৫৭ >> << ১৫ই, আষাঢ় ১৪৩০>>

চীনের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করতে চায় যুক্তরাষ্ট্র

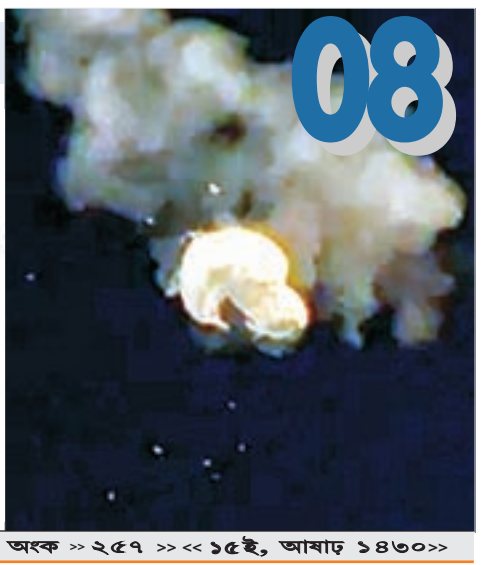

নিউ ইয়র্ক ঃ বুধবার যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিংকেন বলেন, যুক্তরাষ্ট্রকে তীব্র প্রতিযোগিতার মধ্যে চীনের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করার একটি উপায় খুঁজে বের করতে হবে। তিনি উল্লেখ করেন, ওয়াশিংটন অর্থনৈতিকভাবে বেইজিং থেকে বিচ্ছিন্ন হচ্ছে না এবং গত বছর দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য রেকর্ড পরিমাণ উচ্চতায় পৌঁছেছে। ব্লিংকেন ঊর্ধ্বতন চীনা কর্মকর্তাদের সাথে বেইজিংএ তার বৈঠক শেষ করার কয়েকদিন পর তিনি বলেন, চীনের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক একটি স্পষ্ট সমাপ্তি রেখা ছাড়াই দীর্ঘমেয়াদী প্রতিযোগিতা। যুক্তরাষ্ট্রের অর্থমন্ত্রী জ্যানেট ইয়েলেনের আগামী সপ্তাহে বেইজিংএ প্রত্যাশিত সফরের আগে ব্লিংকেন এই মন্তব্য করলেন। তিনি এই সত্য তুলে ধরেন যে, উন্নত সেমিকন্ডাক্টর এবং উইঘুরদের ওপর বেইজিংএর নিপীড়নের মতো ইস্যুতে উত্তেজনা থাকা সত্ত্বেও দুই দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য প্রসারিত হচ্ছে। ইয়েলেন চীনের সাথে বিচ্ছিন্ন হওয়ার অর্থনৈতিক ক্ষতি সম্পর্কে সতর্ক করেছেন এবং বিশ্বের বৃহত্তম দুটি অর্থনীতির মধ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক গভীর করার আহ্বান জানিয়েছেন।

বাজার দর
SENSEX : 64718.56 +803.14
NIFTY : 19189.05 +216.95

রাঁচি PARA UPDATE
সর্বোচ্চ 32.00 °C | সর্বনিম্ন 25.00 °C
সূর্যাস্ত (আজ) >> 18.39 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 05.05 টা

গহনার বাজার
সোনা (বিক্রী) 58,650 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 61,580 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 83,700 টাকা./কিলো

অ্যামেরিকার কলেজে জাতিগত সংরক্ষণ বাতিল

নিউ ইয়র্ক ঃ অ্যামেরিকার কলেজে জাতি বা বর্ণের ভিত্তিতে সংরক্ষণ বাতিল করে দিল সুপ্রিম কোর্ট। হতাশ ওবামা, খুশি ট্রাম্প।

প্রধান বিচারপতি সহ ছয়জন বিচারপতি অ্যামেরিকার কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে জাতি ও বর্ণের ভিত্তিতে সংরক্ষণ বাতিলের পক্ষে ছিলেন। তিনজন বিপক্ষে ছিলেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ বিচারপতিদের সিদ্ধান্ত হলো, এই সংরক্ষণ বিভেদ তৈরি করছে। বহুত্ববাদের নামে কৃষ্ণাঙ্গ, হিস্প্যানিক ও অন্য সংখ্যালঘুদের এই সংরক্ষণ দেয়া উচিত নয়।

অ্যামেরিকার সবচেয়ে পুরনো কলেজ হার্ভার্ড ও সবচেয়ে পুরনো বিশ্ববিদ্যালয় নর্থ ক্যারোলিনা ইউনিভার্সিটির বিরুদ্ধে রায় দিয়ে প্রধান বিচারপতি জন রবার্টস বলেছেন, ''পড়ুয়াদের জাতি হিসাবে নয়, একজন মানুষ ও তার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে যাচাই করতে হবে।''

বাইডেন বলেছেন, ''এই রায়ের ফলে দীর্ঘদিন ধরে চলা সংরক্ষণের সুযোগ বন্ধ হয়ে গেল। গত ৪৫ বছর ধরে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলি র এই বিষয়ে স্বাধীনতা ছিল। একটা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যত বেশি জাতিগত বিভিন্নতা থাকবে, ততই সে শক্তিশালী হবে।''

বাইডেন বলেছেন, ''অ্যামেরিকায় এখনো বৈষম্য আছে। এই রায়ের ফলে তা শেষ হয়ে যাবে না। বহুত্ববাদ অ্যামেরিকার শক্তি। এই রায়কে আমরা শেষ কথা বলে এখানেই থেমে যেতে পারি না।''

সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা টুইট করে বলেছেন, ''প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে যারা অ্যামেরিকার প্রধান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ঢোকার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে, এই সংরক্ষণ তাদের সেই সুযোগ দিচ্ছিল। সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর আমাদের সেই চেষ্টা দ্বিগুণ করতে হবে।''

আর সাবেক প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের মতে, ''এটা অসাধারণ রায়। অ্যামেরিকার ইতিহাসে দিনটি বিশেষ দিন হিসাবে চিহ্নিত হবে।'' ট্রাম্পের সময় ভাইস প্রেসিডেন্ট থাকা মাইক পেন্স বলেছেন, ''অ্যামেরিকায় জাতির ভিত্তিতে কোনো বৈষম্য থাকতে পারে না।'' ডেমোক্র্যাট নেতারা বলেছেন, জাতিগত ন্যায়ের পথে এই রায় বিরাট একটা ধাক্কা।

আর্থিক সংকটাপন্ন শ্রীলঙ্কার জন্য ৭০ কোটি ডলার অনুমোদন করেছে বিশ্বব্যাংক

কলম্বো ঃ বৃহস্পতিবার বিশ্ব ব্যাংক শ্রীলঙ্কার জন্য ৭০ কোটি ডলারের বাজেট এবং কল্যাণ সহায়তা অনুমোদন করেছে। মার্চ মাসে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) চুক্তির পর থেকে সংকটবিধ্বস্ত দ্বীপ রাষ্ট্রের জন্য এটি সর্ববৃহৎ অর্থায়ন।

প্রায় ৫০ কোটি ডলার তহবিল বাজেট সহায়তার জন্য বরাদ্দ করা হবে এবং অবশিষ্ট ২০ কোটি ডলার আর্থিক সংকটের ফলে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য নির্ধারিত কল্যাণে বরাদ্দ করা হবে। বিশ্বব্যাংকের শ্রীলঙ্কার কান্ট্রি ডিরেক্টর ফারিস হাদাদজারভস এক বিবৃতিতে বলেন, একটি পর্যায়ক্রমিক পদ্ধতির মাধ্যমে বিশ্বব্যাংক গ্রুপের কৌশলটি প্রাথমিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা,কাঠামোগত সংস্কার এবং দরিদ্র ও দুর্বলের সুরক্ষার ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।

শ্রীলঙ্কা ১৯৪৮ সালে ব্রিটেনের কাছ থেকে স্বাধীনতার পর থেকে সবচেয়ে খারাপ আর্থিক সংকটের সাথে লড়াই করছে। দেশটির বৈদেশিক মুদ্রা রেকর্ড সর্বনিম্নে চলে যায় এবং গত বছর প্রথম বিদেশী ঋণ খেলাপি শুরু করে।

মার্চ মাসে আইএমএফ প্রায় ৩০০ কোটি ডলার বেইলআউট অনুমোদন করেছে। শ্রীলঙ্কা আশা করে এটি বিশ্বব্যাংক, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক এবং অন্যান্য বহুপাক্ষিক সংস্থা থেকে ৪০০ কোটি ডলার পর্যন্ত অতিরিক্ত তহবিল আনবে।

চীন, জাপান এবং ভারতসহ বন্ড হোল্ডার ও দ্বিপাক্ষিক ঋণদাতাদের সাথে ঋণ নতুন করে সমন্বয় করার জন্য দ্বীপরাষ্ট্রটি এই সপ্তাহে একটি দেশীয় ঋণ পুনর্গঠন কর্মসূচি প্রকাশ করবে।

আশ্রয় প্রার্থীদের রুয়ান্ডায় ফেরত পাঠানোর পরিকল্পনা অবৈধ ঃ ব্রিটেনের আপিল আদালতের রায়

লন্ডন ঃ ব্রিটেনের একটি আদালত বৃহস্পতিবার রায় দিয়েছে যে সরকার আশ্রয়প্রার্থীদের রুয়ান্ডায় কেবল মাত্র ফেরত যাওয়ার ব্যবস্থা করে যে পাঠানোর পরিকল্পনা করেছে তা অবৈধ। আদালতের ঐ রায়ে রক্ষণশীল প্রশাসন যে ইংলিশ চ্যানেল দিয়ে ঝুঁকিপূর্ণভাবে আশ্রয়প্রার্থীদের প্রবেশ বন্ধ করার অঙ্গীকার করেছে তাকে দুইএক রায়ে বিভক্ত আপিল আদালতের তিন বিচারক বলেছেন, রুয়ান্ডাকে নিরাপদ তৃতীয় দেশ' হিসেবে এমন বিবেচনা করা চলে না যেখানে অভিবাসীদের পাঠানো যেতে পারে । তবে বিচারকেরা বলেছেন, আশ্রয়প্রার্থীদের অন্য দেশে ফেরত পাঠানোর নীতি অবশ্যই অবৈধ নয়। সরকার এই রায়কে যুক্তরাজ্যের সুপ্রিম কোর্টে চ্যালেঞ্জ করতে পারে। আপিল করার জন্য ৬ জুলাই পর্যন্ত সময় দেওয়া হয়েছে।

ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক অভিবাসন প্রার্থীদের নৌকাগুলোকে আসা বন্ধ করার অঙ্গীকার করেছেন। ফ্রান্সের উত্তরাঞ্চল থেকে ব্রিটেনে বসবাসের আশায় আসা অভিবাসী বহনকারী ডিঙ্গি এবং অন্যান্য ছোট জাহাজের কথা তিনি উল্লেখ করেন। ২০২২ সালে ইংলিশ চ্যানেল পেরিয়ে ৪৫ হাজারেরও বেশি মানুষ ব্রিটেনে প্রবেশ করেছিল এবং ঐ সময় সেই প্রচেষ্টায় বেশ কয়েকজন প্রাণ হারায়।

এক বছরেরও বেশি সময় আগে ব্রিটেন এবং রুয়ান্ডার সরকার একমত হয় যেসব অভিবাসী পালিয়ে বা ছোট নৌকায় যুক্তরাজ্যে আসবে তাদেরকে রুয়ান্ডায় ফেরত পাঠানো হবে এবং সেখানে তাদের আশ্রয়ের দাবির প্রক্রিয়ার কাজগুলো করা হবে। যারা আশ্রয় পেয়ে যাবেন তারা ব্রিটেনে ফিরে না গিয়ে পূর্ব আফ্রিকার দেশটিতে থাকবেন। ব্রিটিশ সরকার যুক্তি দেখায় যে এই নীতি গ্রহণের ফলে অপরাধী চক্রগুলি যে বিপজ্জনক ভাবে অভিবাসীদের নিয়ে আসার জন্য (ইংশিল চ্যানেলে) একটি ব্যবসায়িক মডেল তৈরি করে নিয়েছিল তা ভেঙে দেয়া আর ওটাই হচ্ছে বিশ্বের ব্যস্ততম জাহাজ চলাচলের পথ।

মানবাধিকার গোষ্ঠীগুলো বলছে, অভিবাসনপ্রার্থীদের এমন একটি দেশে পাঠানো অনৈতিক ও অমানবিক যেখানে তারা বসবাস করতে চায় না। বিশেষত ৬,৪০০ কিলোমিটার দূরত্বের দেশটিতে। মানবাধিকার গোষ্ঠীগুলো যুক্তি দেখিয়েছে যে বেশিরভাগ চ্যানেল দিয়ে আসা অভিবাসীরা একরকম মরিয়া মানুষ যাদের ব্রিটেনে আসার কোনও বৈধ উপায় নেই। তারা রুয়ান্ডার দুর্বল মানবাধিকার রেকর্ডের কথাও উল্লেখ করেছেন, যার মধ্যে রয়েছে সরকার বিরোধী লোকজনের উপর নির্যাতন ও হত্যার অভিযোগ।

চুক্তিটির আওতায় ব্রিটেন ইতোমধ্যে রুয়ান্ডাকে ১৭ কোটি ডলার প্রদান করেছে কিন্তু এখনও কাউকে সেখানে ফেরত পাঠানো হয়নি।

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

মালয়েশিয়ার উচিত ওয়াং কেলিয়ানে আবিষ্কৃত রোহিঙ্গাদের গণকবরের বিষয়ে নতুন করে তদন্ত করাঃফরটিফাই রাইটস

মালয়েশিয়া ঃ মানবাধিকার সংস্থা ফরটিফাই রাইটস বলেছে, মালয়েশিয়ার কর্তৃপক্ষের উচিত ওয়াং কেলিয়ানে আবিষ্কৃত রোহিঙ্গাদের গণকবরের বিষয়ে একটি নতুন তদন্ত শুরু করা এবং মানব পাচারকারী সিন্ডিকেটের শনাক্তকরণ, তদন্ত ও বিচারের ক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই অবহেলার প্রমাণ পাওয়া কর্মকর্তাদের বিচার করা। ২৯ জুন সংস্থাটি এ দাবি জানিয়েছে। গত সপ্তাহে, মালয়েশিয়ার উত্তরাঞ্চলীয় রাজ্য পারলিসের একটি আদালত মালয়েশিয়ার অ্যান্টিট্রাফিকিং ইন পার্সনস এবং অ্যান্টি স্মাগলিং অব মাইগ্রেন্টস অ্যাক্টের অধীনে অপরাধের জন্য থাইল্যান্ডের ৪ জন নাগরিককে অভিযুক্ত করেছে, যাদেরকে থাই সরকার মালয়েশিয়া সরকারের কাছে প্রত্যর্পণ করেছে। ফরটিফাই রাইটস ও মালয়েশিয়ার জাতীয় মানবাধিকার কমিশন সুহাকামএর ২০১৯ সালের এক তদন্তে জানা যায়, ২০১২ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে মালয়েশিয়ায় রোহিঙ্গাদের পাচার বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই ঘটনা মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ গঠন করেছে। মালয়েশিয়ার একটি রাজকীয় তদন্ত কমিশন (আরসিআই) পরবর্তীতে ২০২০ সালে দেখতে পায় যে, মালয়েশিয়ার কর্মকর্তারা রোহিঙ্গাদের পাচার এবং ২০১৫ সালে ওয়াং কেলিয়ানে আবিষ্কৃত গণকবরগুলো রোধ করতে পারতেন। অভিযোগগুলো ২০১৫ সালে মিয়ানমার থেকে মালয়েশিয়ায় জাতিগত নিধনের সময় রোহিঙ্গাদের পাচারের সঙ্গে সম্পর্কিত। বৃহস্পতিবার জারি করা এক বিবৃতিতে, মালয়েশিয়ার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় উল্লেখ করেছে যে, মালয়েশিয়ার কর্তৃপক্ষ তাদের থাই প্রতিপক্ষের কাছে ২০১৭ সালের জানুয়ারি মাসে প্রত্যর্পণের অনুরোধে নাম দেওয়া ১০ জনের মধ্যে চারজন প্রত্যর্পিত ব্যক্তি। প্রত্যর্পিত ওই চার ব্যক্তি হলেন জেহপা লাপিই (৫৬), সোমফোন এড্যাম (৫১), অরুণ কাইওফাইনোক (৩০) এবং আমরি নেসালেহ (৫৮)। তারা একটি আন্তর্জাতিক অপরাধ সিন্ডিকেটের সঙ্গে জড়িত থাকার সন্দেহে ফৌজদারি অভিযোগের মুখোমুখি হয়েছেন। এই সিন্ডিকেট ২০১২ ও ২০১৫ সালের মধ্যে মিয়ানমার ও বাংলাদেশ থেকে দক্ষিণ থাইল্যান্ড হয়ে মালয়েশিয়ায় আনুমানিক ১ লাখ ৭০ হাজার নারী, পুরুষ ও শিশুদের পাচার করেছিল। বহু বছরের তদন্ত এবং বেঁচে যাওয়া ও অন্য প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছ থেকে পাওয়া ২৭০টিরও বেশি বিবরণের ওপর ভিত্তি করে ফরটিফাই রাইটস ও সুহাকাম ২০১৯ সালে তাদের ১২১ পৃষ্ঠার প্রতিবেদনে ২০১২ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত মিয়ানমার ও বাংলাদেশ থেকে মালয়েশিয়ায় পাচার হওয়া রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের নথি অন্তর্ভুক্ত করেছে। ফরটিফাই রাইটস ও সুহাকামএর প্রতিবেদন ব্যাপক ও পদ্ধতিগত অপব্যবহার উন্মোচন করেছে। যার মধ্যে রয়েছে কারাবাস, নির্যাতন, চাঁদাবাজি, বঞ্চনার মাধ্যমে মৃত্যু, ধর্ষণ এবং স্থল ও সমুদ্রে হত্যা।

দাদাগিরি মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিক্সনের সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল আদায় কাঁচকলায়

ভারতের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য দাদাগিরি এখন অতীত

গৌতম হোড়

নয়াদিল্লি ঃ একটা সময় ছিল, যখন ভারতকেও দাদাগিরি সহ্য করতে হয়েছে। তবে সেই সময় এখন অনেকটাই বদলেছে।

কী বলা যাবে একে? উলটপুরাণ নাকি অবাক করা ঘটনা? না হলে যে অ্যামেরিকার বিরুদ্ধে অতীতে বারবার অভিযোগ উঠত, তারা আমাদের দেশের বিষয়ে নাক গলাচ্ছে, ভোটের ফল প্রভাবিত করতে চাইছে, সিআইএকে দিয়ে রাজনৈতিক খেলা করছে, সেই অ্যামেরিকার সাবেক রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প ভারতে এসেছিলেন একটাই উদ্দেশ্য নিয়ে। উদ্দেশ্যটা হলো, অ্যামেরিকার সেই ভোটদাতাদের খুশি করা, যারা একসময় ভারত থেকে গেছিলেন, যাদের পোশাকি নাম এখন ইন্ডিয়ান অ্যামেরিকান। গুজরাটে 'নমস্তে ট্রাম্প' অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তো প্রায় ট্রাম্পের হয়ে ভোট দেয়ার আবেদন জানিয়ে ফেলেছিলেন বলে বিরোধীরা অভিযোগ করেছিলেন।

সেটাই বলছিলাম উলটপুরাণ। ভোটের আগে ট্রাম্পের ছেলে হিন্দু মন্দিরে গেছেন, ট্রাম্প বলছেন, ভারতীয়রা তার সবচেয়ে কাছের বন্ধু। বাইডেন এসব করছেন ভোটের পর। হোয়াইট হাউসে ভোটের পর কমলা হ্যারিসকে পাশে নিয়ে সবচেয়ে ধুমধাম করে দেওয়ালি পালন করেছেন জো বাইডেন। সবচেয়ে বেশি ইন্ডিয়ান অ্যামেরিকানদের প্রশাসনে নিয়ে এসেছেন তিনিই। এরপর কয়েকদিন আগে নরেন্দ্র মোদী যখন গেছেন, তখনও তাকে বিপুলভাবে স্বাগত জানিয়েছেন বাইডেন।

এ শুধু অ্যামেরিকায় এক শতাংশ ইন্ডিয়ানঅ্যামেরিকান ভোটদাতাদের কথা মনে রেখে নয়, এটা বিপুল পরিমাণ ভারতীয় বাজারের কথাও মাথায় রেখেও। তাই এখন ভোটের সময় দূরস্থান, সাধারণ সময়েও ভারতের সমালোচনা করা, প্রকাশ্যে চাপ দেয়ার রাস্তায় যায় না অ্যামেরিকা এবং অন্য কোনো পশ্চিমা দেশ। ভিতরে ভিতরে কী চেষ্টা হয়, সেটা তো আলাদা কথা, তা তো আর প্রকাশ্যে দেখা যায় না। যে কাণ্ডটা এখন বাংলাদেশে হচ্ছে, কখনো অ্যামেরিকা, কখনো ইউরোপের কোনো দেশ নির্বাচন নিয়ে কথা বলছে, কখনো শাসকদের সমালোচনা করছে, সেটা এখন ভারতে অভাবনীয়। অথচ, কয়েকদশক আগেও মানবাধিকার নিয়ে, কাশ্মীর নিয়ে, দাঙ্গা নিয়ে সোচ্চার হত পশ্চিমা দুনিয়া।

ইন্দিরা গান্ধী যখন প্রধানমন্ত্রী, তখন তো মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিক্সনের সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল আদায় কাঁচকলায়। নিক্সন যে শুধু ইন্দিরা সম্পর্কে অশোভন উক্তি করতেন তাই নয়, তিনি বলেছিলেন, ভারতীয় নারীরা হলেন বিশ্বের সবচেয়ে কম আকর্ষনীয়। নিক্সন ও কিসিঙ্গার যে ইন্দিরা ও ভারতীয় সম্পর্কে কী বলেছিলেন, তার একটি নথি কিছুদিন আগে প্রকাশিত হয়েছে। সে সব গালাগালি লেখার মতো নয়। ফলে সেসময় ভারত সম্পর্কে, ভারতের ভোট এলে নানা ধরনের অশোভন মন্তব্য, দাদাগিরির চেষ্টা সবই হয়েছে। আর ছিল সিআইএ ও কেজিবি নিয়ে নানা অভিযোগ। সিআইএ হলো মার্কিন গোয়েন্দা বিভাগ ও কেজিবি ছিল সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের গোয়েন্দা শাখা। তখন ভারতে কিছু হলেই বলা হত, হয় তা কেজিবি করেছে বা সিআইএ। অমিতাভ চৌধুরির একটা মজার ছড়া আছে এনিয়ে, ''হাঁড়ির মধ্যে অনেক ভাততার একটি টিপিয়াই,কোনটি আসল সিআইএর বলতে পারেন সিপিআই।'' সিপিআই মানে কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া, যারা ছিল রুশপন্থি এবং সিআইএ নিয়ে সবচেয়ে সোচ্চার।

নরসিমহা রাও যখন প্রধানমন্ত্রী, তখন তিনি এবং সেসময়ের অর্থমন্ত্রী মনমোহন সিং ভারতের দরজা খুলে দিলেন বহুজাতিক সংস্থার কাছে।উদার অর্থনীতির পথে হাঁটলেন। ভারতে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে কড়াকড়ি উঠে গেল। এবার ছবিটা বদলে গেল। রাষ্ট্রসংঘের হিসাব অনুযায়ী, ১৯৯১ সালে ভারত ও অ্যামেরিকার মধ্যে বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ৫৪২ কোটি ডলার। ১৯৯৬ সালে তা হয়ে গেল ৯৮৬ কোটি ডলার। ২০০৪ সালে দুই হাজার ২৪৬ কোটি ডলার। ২০১৪ সালে ছয় হাজার ৮৫৯ কোটি এবং ২০২২-২৩ এ ১২ হাজার ৮০০ কোটি।

ভারত বোয়িং ও এয়ারবাস কিনলে ঋষি সুনাক ও বাইডেন বলেন, তাদের দেশে কর্মসংস্থান বাড়বে, অর্থনীতি জোরদার হবে। রাশিয়া থেকে তেল কিনলেও ভারতের সাত খুন মাফ। বাইডেনের দূত প্রথমে এসে বলে গিয়েছিলেন, ভারত যেন সীমার মধ্যে থেকে তেল কেনে। সীমা মানে ইউক্রেন যুদ্ধের আগের বছরের থেকে সামান্য বেশি। জার্মানির পররাষ্ট্রমন্ত্রী বেয়ারবক, ইইউ প্রধান থেকে শুরু করে অনেকে বলেছিলেন, রাশিয়া থেকে ভারতের তেল কেনা উচিত নয়। ভারত তাদের কথা কানে নেয়নি। এখন আর কেউ তেল নিয়ে কেউ বিশেষ কথা বলেন না। বললে, জয়শঙ্কর হিসাব দিয়ে দেখিয়ে দেন, কীভাবে ইইউ ভারতের তুলনায় অনেক বেশি পরিমাণ তেল রাশিয়া থেকে কিনছে।

ভারতে যখন গণপিটুনিতে হত্যার খবর প্রায়ই খবরের কাগজে প্রথম পাতায় থাকত, দিল্লিতে অভাবনীয় দাঙ্গা হলো, নূপুর শর্মা বিতর্কিত মন্তব্য করলেন, তখনো অ্যামেরিকা বা ইউরোপের দেশ থেকে কোনো সাড়াশব্দ আসেনি। কেন? একজন বিদেশি কূটনীতিক একবার ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় বলেছিলেন, ''আমরা ভারতের বাজারকে হারাতে চাই না। তাই দেখবেন, ইউরোপ বা অ্যামোরিকা এখন ভারতের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে কোনো কথা বলে না।'' করোনাপরবর্তীকালে চীনের বিকল্প একটা বাজার ও বিনিয়োগের জায়গা খুলে রাখতে চাইছে পশ্চিমা দেশগুলি যেখানে কম দামে দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিক পাওয়া যাবে। তাই ভারতকে তারা চটাতে চায় না। কে না জানে, এখন অর্থনীতিই রাজনীতির চালিকাশক্তি। সেই শক্তিটা ভারতের বেড়েছে বলেই আগের অবস্থা আর নেই। এখন কোনো বিদেশি রাষ্ট্র দিল্লিতে এসে বা নিজের দেশে বসে একথা বলে না যে ভারতের নির্বাচনকে স্বচ্ছ করতে হবে। বলে না যে, ভারতের নির্বাচন নিয়ে তাদের মনে প্রশ্ন আছে, তারা নির্বাচনে পর্যবেক্ষক নিয়োগ করবে। এসব কথা বললে, হয় তার উপযুক্ত জবাব দেবে নয়াদিল্লি। অথবা এমন কিছু সিদ্ধান্ত নেবে, যার প্রভাব তাদের সংস্থার উপর, তাদের বাণিজ্যের উপর পড়বে।

বাজপেয়ী যখন প্রধানমন্ত্রী, তখন পোখরানে দ্বিতীয় পরমাণু বিস্ফোরণ করে ভারত। তারপর অ্যামেরিকা ও পশ্চিমা দেশগুলি ভারতের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। তাতে ভারতের খুব একটা ক্ষতিবৃদ্ধি হয়নি। কিন্তু ক্ষতির মুখে পড়েছিল পশ্চিমা দেশগুলি। তারপর তারা সেই নিষেধাজ্ঞা চুপচাপ তুলে নেয়। সেই জায়গা থেকেও অনেকটা আগে চলে এসেছে ভারত।

তাই বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে পশ্চিমা দেশগুলি যখন এরকম মন্তব্য করছে, তখন ভারতের বর্তমান প্রজন্ম অবাক হয়ে যাচ্ছে। কারণ, এখনকার ভারতে এই ঘটনা তো ঘটে না।

বিজেপির দখলে থাকা, ইংলিশ বাজার পঞ্চায়েত সমিতির ৩১ নম্বর আসনে বিগত পাঁচ বছরে উন্নয়ন হয়নি। এই অভিযোগ তুলে ভোট প্রচারে তৃণমূল প্রার্থীকে কাছে পেয়ে বিজেপির বিদায়ী পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যের বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উগড়ে দিলেন পিঁয়াজ বাড়ি,নার্সারি ভেস্ট পাড়া সহ বিভিন্ন এলাকার মানুষজন

মালদা ঃ বিজেপির দখলে থাকা, ইংলিশ বাজার পঞ্চায়েত সমিতির ৩১ নম্বর আসনে বিগত পাঁচ বছরে উন্নয়ন হয়নি। এই অভিযোগ তুলে ভোট প্রচারে তৃণমূল প্রার্থীকে কাছে পেয়ে বিজেপির বিদায়ী পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যের বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উগড়ে দিলেন পিঁয়াজ বাড়ি,নার্সারি ভেস্ট পাড়া সহ বিভিন্ন এলাকার মানুষজন। বৃহস্পতিবার দলীয় কর্মী সমর্থকদের নিয়ে এক নির্বাচনী মিছিলের আয়োজন করা হয়েছিল। ইংলিশ বাজার পঞ্চায়েত সমিতির ৩১ নম্বর আসনের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী কাজোল ঘোষের সমর্থনে আয়োজন করা হয়েছিল এই মিছিলের। ইংলিশ বাজার পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত এ কে গোপালন কলোনি থেকে থেকে শুরু হয়ে এই নির্বাচনী মিছিল খাসিমারি, দিঘিপাড়া, পিয়াজ বাড়ি, নার্সারি ভেস্টপাড়া সহ একাধিক এলাকা পরিক্রমা করে। এই বিষয়ে তৃণমূল প্রার্থী কাজল ঘোষ জানান, পঞ্চায়েত সমিতির এই আসনটি বিজেপির দখলে ছিল। ফলে এলাকাবাসীদের মধ্যে একটা ক্ষোভ রয়েছে। রাস্তাঘাট, পানীয় জল কিছু হয়নি। তবে আমি যদি ভোটে জয়যুক্ত হয় তাহলে মা মাটি মানুষের সরকারের নেতৃত্বে উন্নয়নের জোয়ার বইবে গোটা এলাকা জুড়ে বলে প্রতিশ্রুতি দেন তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী কাজোল কোষ।

বীরপাড়া থানার অন্তগত দলমোড় চা বাগানে অভিযান চালিয়ে প্রচুর পরিমাণে ভুটানি মদ উদ্ধার করল আবগারি দফতর

আলিপুরদুয়ারঃ বীরপাড়া থানার অন্তগত দলমোড় চা বাগানে অভিযান চালিয়ে প্রচুর পরিমাণে ভুটানি মদ উদ্ধার করল আবগারি দফতর। গোপন সুত্রে খবরের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার দুফুরে আবগারি দফতর দলমোড় চা বাগানের বড়া লাইনে অভিযান চালিয়ে প্রায় লক্ষাধিক টাকা মূল্যের ভুটানি মদ বাজেয়াপ্ত করে।

এদিন দলমোড় চা বাগানে আবগারি দফতরের বীরপাড়া,জয়ঁগা ও কালচিনি টিম একসাথে অভিযান চালায়।

কালচিনি ব্লকের দলসিংপাড়া এলাকায় বৃহস্পতিবার সাংবাদিক সম্মেলন করল জয়ঁগা এলাকার জেলা পরিষদ নির্দল প্রার্থী প্রশান্ত থুলুং রাই

আলিপুরদুয়ারঃ কালচিনি ব্লকের দলসিংপাড়া এলাকায় বৃহস্পতিবার সাংবাদিক সম্মেলন করল জয়ঁগা এলাকার জেলা পরিষদ নির্দল প্রার্থী প্রশান্ত থুলুং রাই। পেশায় শিক্ষক প্রশান্ত বাবু এবার জেলাপরিষদের আসনে নির্দল প্রার্থী। এদিন সাংবাদিক সম্মেলন করে তিনি জানান এলাকার বহু সমস্যা যেমন হাসপাতালের সমস্যা আছে, চা বাগানের শ্রমিকদের সমস্যা আছে সেগুলো হচ্ছে এবছর নির্বাচনের ইস্যু।

বাংলা ভারত সীমান্তবর্তী তৃণমূল কংগ্রেসের নির্বাচনী প্রচার শুরু করলেন উত্তর দিনাজপুর জেলা পরিষদের ৪ নম্বর জেলা পরিষদের প্রার্থী মৌসুমী খাতুন

উত্তর দিনাজপুর বাংলা ভারত সীমান্তবর্তী তৃণমূল কংগ্রেসের নির্বাচনী প্রচার শুরু করলেন উত্তর দিনাজপুর জেলা পরিষদের ৪ নম্বর জেলা পরিষদের প্রার্থী মৌসুমী খাতুন । এদিন সুজালী গ্রাম পঞ্চায়েতের নানদি, রআধআরগজ, গোপালগঞ্জ সীমান্তবর্তী এলাকায় এই প্রচার শুরু করেন তৃণমূল প্রার্থী। সাংবাদিক মুখোমুখি হয়ে মৌসুমী খাতুন বলেন আজ তার প্রচারের দ্বিতীয় দিন মানুষ তাকে দুহাত তুলে আশীর্বাদ করবেন তিনি একশ শতাংশ আশাবাদী ।

মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার পর্ব শেষ হতেই জোরদার নির্বাচনী প্রচারে তৃণমূল কংগ্রেস

কোচবিহার ঃ মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার পর্ব শেষ হতেই জোরদার নির্বাচনী প্রচারে তৃণমূল কংগ্রেস। আজ সকাল থেকেই কোচবিহারের বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় গ্রাম পঞ্চায়েত এর বিভিন্ন প্রার্থীদের নিয়ে নির্বাচনী প্রচারে দেখা গেল তৃণমূল নেতা তথা বিশিষ্ট গায়ক বাবুল সুপ্রিয় কে।কোচবিহার এক নম্বর ব্লকের ফলিমারী গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে আজ তিনি নির্বাচনী প্রচার শুরু করেন। নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প গুলি সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরেন বাবুল সুপ্রিয় এবং তৃণমূল কর্মীদের আবেদন জানান।একই সঙ্গে তৃণমূলের প্রার্থীদের শুভেচ্ছাও জানান তিনি।

দার্জিলিংয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতির আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ীদের সংবর্ধনা

দার্জিলিং ঃ পাহাড়ে পঞ্চায়েত নির্বাচনে ৫১টি গ্রাম পঞ্চায়েত ও ১০টি পঞ্চায়েত সমিতির আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হলো ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা দল।দার্জিলিংয়ে জয়ী প্রার্থীদের সংবর্ধনা জানালো দল।উপস্থিত ছিলেন দলের সভাপতি অনিত থাপা।দীর্ঘ প্রায় ২২ বছর পর পাহাড়ে পঞ্চায়েত নির্বাচন হচ্ছে। তবে এই পঞ্চায়েত নির্বাচনেও জয় শুরু হয়ে গেল ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা দলের।ইতিমধ্যে BGPM দল পাহাড়ে ৮৭৯টি গ্রাম পঞ্চায়েতের আসনের মধ্যে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ৫১টি আসনে জয়ী হয়েছে। যার মধ্যে ৪০টি দার্জিলিং জেলায় ও বাকি ১১টি কালিম্পং জেলায়।অন্যদিকে পাহাড়ে ২৩২টি পঞ্চায়েত সমিতির আসনের মধ্যে ১০টি আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছে ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা দল। বৃহস্পতিবার দুপুরে দার্জিলিং এ BGPM দলের কেন্দ্রীয় কমিটির কার্যালয় একটি অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতির আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী প্রার্থীদের সংবর্ধনা জানালো দল। এদিন সভাপতি তথা ক্সগুক এর চিফ এক্সিকিউটিভ অনিত থাপা জয়ীদের খাদা পড়িয়ে সংবর্ধনা জানান।

দার্জিলিংয়ে GNLF দলের প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত সুভাষ ঘিসিংয়ের ৮৮ তম জন্মজয়ন্তী উদযাপন করা হল

দার্জিলিং ঃ গোর্খা ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট দলের প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত সুভাষ ঘিসিংয়ের ৮৮ তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে দিনটিকে উদযাপন করা হলো দার্জিলিংয়ে।ক্সগগ্নক্স দলের কেন্দ্রীয় কমিটির কার্যালয় সুভাষ ঘিসিংয়ের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন দলের নেতৃত্বরা।গোর্খা ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রান্স দলের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তৎকালীন পাহাড়ের সম্রাট সুভাষ ঘিসিং। দার্জিলিং গোর্খা হিল কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ছিলেন তিনি। বৃহস্পতিবার প্রয়াত সুভাষ ঘিসিংয়ের ৮৮তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে পাহাড় জুড়ে দিনটিকে উদযাপন করছে ক্সগগ্নক্স দলের নেতা কর্মীরা। এদিন দুপুরে দার্জিলিংয়ে দলের কেন্দ্রীয় কমিটির কার্যালয়ে দলের প্রতিষ্ঠাতা সুভাষ ঘিসিংয়ের প্রতিকৃতিতে খাদা অর্পণ করে প্রদীপ জ্বালিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন দলের সভাপতি মন ঘিসিং। এরপর একে একে দলের নেতৃত্বরা সুভাষ ঘিসিংয়ের প্রতিকৃতিতে খাদা অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এরপর সুভাষ ঘিসিংয়ের জীবনী ও তার দলের প্রতিষ্ঠার নানা কাহিনী তুলে ধরা হয় দলীয় নেতৃত্বদের কাছে।

শিলিগুড়ির রেগুলেটেড মার্কেটে যানজটের সমস্যা রয়েছে, একের পর এক গাড়ি সেখানে দাঁড় করানো থাকে ফলে প্রতিদিন ব্যাপক যানজটের মুখে পড়তে হয় ব্যবসায়ীদের

শিলিগুড়ি শিলিগুড়ির রেগুলেটড মার্কেটে যানজটের সমস্যা রয়েছে, একের পর এক গাড়ি সেখানে দাঁড় করানো থাকে ফলে প্রতিদিন ব্যাপক যানজটের মুখে পড়তে হয় ব্যবসায়ীদের। তাদের আরো অভিযোগ বাইরে থেকে বেশ কিছু ব্যবসায়ীরা এসে লাইসেন্স ছাড়া বেআইনিভাবে এই মার্কেটে ব্যবসা করছে। এরও বিরুদ্ধে যাতে মার্কেট কমিটি পদক্ষেপ গ্রহণ করে তার দাবি তোলা হয়। এর পাশাপাশি আরো বেশ কিছু দাবি তুলে ধরে বৃহস্পতিবার দুপুরে মার্কেট চত্বরে অবস্থিত রেগুলেটড মার্কেট কমিটির কার্যালয়ে গিয়ে স্বারকলিপি তুলে দেয় ব্যবসায়ীরা। সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন সম্পাদক তমাল দাস।

ঝড় , বৃষ্টির কারণে প্রায় এক সপ্তাহ ধরে হবিবপুর থানার কেন্দুয়া গ্রাম বিদ্যুৎহীন হয়ে রয়েছে বলে অভিযোগ

মালদা ঃ ঝড় , বৃষ্টির কারণে প্রায় এক সপ্তাহ ধরে হবিবপুর থানার কেন্দুয়া গ্রাম বিদ্যুৎহীন হয়ে রয়েছে বলে অভিযোগ। বিদ্যুৎ ব্যবস্থা স্বাভাবিক না হওয়ায় অসন্তুষ্ট স্থানীয় আদিবাসী গ্রামবাসীরা মালদা - নালাগোলা রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন। বৃহস্পতিবার হবিবপুর থানার আইহো গ্রাম পঞ্চায়েতের কেন্দুয়া এলাকায় রাজ্য সড়ক অবরোধের ঘটনার খবর পেয়ে এলাকায় পৌঁছায় পুলিশ। দীর্ঘক্ষন আলোচনার পর বিক্ষোভকারীদের আশ্বস্ত করতেই অবরোধ উঠে যায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, হবিবপুর থানার ওপরট কেন্দুয়া গ্রাম গত এক সপ্তাহ ধরে বিদ্যুৎহীন অবস্থায় রয়েছে। ফলে সমস্যায় পড়েছ গ্রামের বাসিন্দারা। বার বার বিদ্যুৎ দপ্তরে জানিয়ে কোন লাভ হয় নি। বাধ্য হয় গ্রামের বাসিন্দিরা বিদ্যুত্তের দাবিতে মালদা নালাগোলা রাজ্য সড়ক গ্রামবাসিরা হাতে তীর ধনুক, ধামসা, মাদল বাজিয়ে ঘোষপাড়া ব্রিজ মোড়ে অবরোধ ও বিক্ষোভ শুরু করে।ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে বিক্ষোভকারী গ্রামবাসীরা জানিয়েছেন, গ্রামে গত শুক্রবার থেকে বিদ্যুৎ নেই। বিদ্যুৎ না থাকায় সমস্যায় পড়তেতে হচ্ছে। পাওয়া পাচ্ছে না পানীয় জল। তীব্র গরমে থাকা যাচ্ছে না। বিদ্যুৎ দপ্তরে জানিয়ে আসে নি বিদ্যুৎ। বাধ্য হয়ে আমরা পথ অবরোধ করেছি।এদিকে হবিবপুর ব্লক প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, ঝড় , বৃষ্টির কারণে ওই গ্রামের বেশ কয়েকটি এলাকায় বৈদ্যুতিক তাঁর ছিড়ে পড়েছে। ট্রান্সফরমার বিকল হয়ে গিয়েছে। তার কারণেই এই সমস্যা তৈরি হয়েছে। ইতিমধ্যে বিদ্যুৎ বন্টন কোম্পানির স্থানীয় কর্মীরা বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়ার ক্ষেত্রে কাজ শুরু করে দিয়েছেন।

জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল কলেজে রোগীর মরন ঝাঁপ।পরে মৃত্যু হয় যুবকের

জলপাইগুড়ি গত মঙ্গলবার জ্বর ও পেটব্যথা নিয়ে জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল কলেজের অধীনে থাকা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল ভর্তী হন বানারহাট এলাকার বছর ২৮ এর যুবক সন্তোষ শা। চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে যায়। আজ তার ছুটি হবার কথা ছিল। কিন্তু বৃহস্পতিবার সকালে হাসপাতালের ৬ তলার বাথরুমের জানালা ভেঙে নিচে ঝাঁপ দেয়।এরপর তাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় ওটি তে।সেখানে চিকিৎসার পর তাকে ওয়ার্ডে নিয়ে গেলে সেখানেই তার মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ। খবর পেয়ে হাসপাতালে ছুটে আসেন মেডিক্যাল কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল ডাক্তার কল্যান খাঁ। বিষয়টি নিয়ে তিনি পুলিশি তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। পরিবার সুত্রে জানা গেছে সন্তোষ আগে থেকেই নেশায় আসক্ত ছিল।

বর্ষার মরশুমের প্রাক্কালে সাধারণ মানুষের সুবিধার জন্য নিকাশি ব্যবস্থা আধুনিকরণের উদ্যোগ নিল পুরাতন মালদা পুরসভা কর্তৃপক্ষ

মালদা ঃ বর্ষার মরশুমের প্রাক্কালে সাধারণ মানুষের সুবিধার জন্য নিকাশি ব্যবস্থা আধুনিকরণের উদ্যোগ নিল পুরাতন মালদা পুরসভা কর্তৃপক্ষ। শুক্রবার পুরাতন মালদা পুরসভার ২০ নম্বর ওয়ার্ডের মির্জাপুর এলাকায় প্রায় ১৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে, নতুন হাইড্রেন তৈরির কাজের শিলান্যাস করলেন ভাইস চেয়ারম্যান সফিকুল ইসলাম। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল দলের আরেক কাউন্সিলর বিভূতি ঘোষ, স্থানীয় তৃণমূল নেতা নবরঞ্জন সিনহা সহ বিশিষ্ট জনেরা। দীর্ঘদিন ধরেই মির্জাপুর এলাকায় সামান্য বৃষ্টিতে জল জমতে বলে অভিযোগ উঠছিল। এমনকি নিকাশি ব্যবস্থার বেহাল হয়ে পড়েছিল। সেই পরিস্থিতির দিকে লক্ষ্য রেখেই এলাকার বাসিন্দারা বারবার আবেদন করে আসছিলেন নিকাশি ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য। এরপরই পুরো ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের আর্থিক সহযোগিতায় ১৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মির্জাপুর এলাকায় নতুন একটি হাইড্রেন তৈরির কাজের উদ্যোগ নেই পুরাতন মালদা পুরসভা কর্তৃপক্ষ । এদিন এটির শুভ শিলান্যাস করা হয় । আর এই কাজ শুরু হওয়াতেই খুশি এলাকার বাসিন্দারা। পুরাতন মালদা পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সফিকুল ইসলাম জানিয়েছেন, বৃষ্টির জল যাতে এলাকায় না জমে সেজন্যই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। দীর্ঘ কয়েক দশকের পুরনো এই নিকাশি নালাটি ছিল । সেটাকে এখন বড় করে তৈরি করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর ফলে বর্ষার মরশুমে আর এলাকায় জল জমার কোনো সম্ভাবনা থাকবে না।

চলন্ত ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যু হল এক যুবকের। উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য মেডিকেল কলেজের মর্গে

মালদা ঃ চলন্ত ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যু হল এক যুবকের। উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য মেডিকেল কলেজের মর্গে। মর্মান্তিক ঘটনাটি করেছে শুক্রবার সকালে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকায়। পরিবার ও রেল পুলিশ সূত্রে জানা যায় যুবকের নাম অরুণ বিশ্বাস বয়স ২৪ বছর। বাড়ি ইংরেজবাজার থানার বাগবাড়ি চন্দন পার্ক এলাকা। পরিবারের রয়েছে বাবা অনন্ত বিশ্বাস মা মমতা বিশ্বাস। পরিবার জানা যায় আজ সকালে পাল্লা মেডিকেল সংলগ্ন এলাকায় মালা শীলের বাড়ি এসেছিল ভাই অরুন বিশ্বাস। এরপরে দিদির সাথে কথা বলে ওই যুবক মালদা মেডিকেলের সামনে চলন্ত ট্রেনের সামনে আত্মহত্যা করে বলে জানা যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় রেল পুলিশ। ঘটনায় শোকের ছায়া নেমেছে মৃত যুবকের পরিবারসহ গোটা এলাকায়।

প্রয়াত শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির ৬৯ তম প্রয়াণ দিবস পালন। জেলা বিজেপির উদ্যোগে শুক্রবার সকালে মালদা শহরের পোস্ট অফিস মোড়ে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির পূর্ণবয়ব মূর্তিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে পালন করা হয় প্রয়াণ দিবস

মালদা ঃ প্রয়াত শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির ৬৯ তম প্রয়াণ দিবস পালন। জেলা বিজেপির উদ্যোগে শুক্রবার সকালে মালদা শহরের পোস্ট অফিস মোড়ে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির পূর্ণবয়ব মূর্তিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে পালন করা হয় প্রয়াণ দিবস।উপস্থিত ছিলেন, বিজেপির দক্ষিণ মালদা সাংগঠনিক জেলার সভাপতি পার্থসারথি ঘোষ, সহসভাপতি অজয় গাঙ্গুলী, বিজেপি যুব মোর্চার জেলা সভাপতি শুভঙ্কর চম্পটি সহ অন্যান্য বিজেপি নেতৃত্ব।মাল্যদানের পর স্মৃতিচারণ করেন বিজেপির নেতানেত্রীরা। এছাড়াও জেলার বিভিন্ন প্রান্তে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে বিজেপির উদ্যোগে পালন করা হয় শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির প্রয়াণ দিবস।

শিলিগুড়ি ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের ডাবগ্রাম এলাকায় বিজেপির পার্টি অফিসে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা

শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়ি ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের ডাবগ্রাম এলাকায় বিজেপির পার্টি অফিসে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা। বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে বিজেপি কর্মী সমর্থকরা দেখতে পায় তাদের পার্টি অফিসে আগুন জ্বলছে। খবর দেওয়া হয় দমকল বিভাগের পাশাপাশি এলাকার সমস্ত বিজেপি কর্মীদের খবর দেওয়া হলে তারা ছুটে এসে আগুন নেভানোর চেষ্টা করে। আগুনের তীব্রতা এতটাই ছিল যে অফিসের ভেতরে থাকা সমস্ত কিছু জ্বলে ছাই হয়ে যায়। এই ঘটনায় অফিসের ভেতরে থাকা একটি মোটর সাইকেল সম্পূর্ণভাবে জ্বলে গিয়েছে। পরবর্তীতে ঘটনাস্থলে দমকলের দুটি ইঞ্জিন আসে এবং আগুন নেভানোর কাজ করে।বিজেপির পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয় এই ওয়ার্ডে যাতে বিরোধীদের কোনরকম অফিস না থাকে সেই কারণেই আমাদের এই কার্যালয় জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। এর প্রতিবাদে আজ থানায় লিখিত অভিযোগ করা হবে।

ঘোষণা হয়েছে পঞ্চায়েতের নির্ঘন্ট।শেষ হয়েছে মনোনয়ন প্রক্রিয়া।ইতিমধ্যেই প্রচার শুরু করেছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল

মালদা ঃঘোষণা হয়েছে পঞ্চায়েতের নির্ঘন্ট।শেষ হয়েছে মনোনয়ন প্রক্রিয়া।ইতিমধ্যেই প্রচার শুরু করেছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল।বৃহস্পতিবার বিজেপির প্রার্থীদের হয়ে চাঁচল বিধানসভা এলাকায় প্রচারে আসেন উত্তর মালদার সাংসদ খগেন মুর্মু। কলিগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় প্রার্থীদের নিয়ে মিছিল করে বাড়ি বাড়ি গিয়ে জনসম্পর্ক অভিযান সারেন সাংসদ। কলিগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৭৩ নং বুথে বিজেপির হয়ে নির্বাচনে লড়ছেন নুরুল ইসলাম। কলিগ্রাম এলাকায় এই প্রথম সংখ্যালঘু মুখকে সামনে নির্বাচন লড়ছে বিজেপি। নুরুলের বুথে প্রচার করতে গিয়ে সাধারণ মানুষের বিস্তর অভিযোগ শুনতে হয় সাংসদ কে। ওই বুথে বহু সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের বসবাস। প্রচার কর্মসূচিতে সাংসদকে কাছে পেয়ে পঞ্চায়েতের পরিষেবা নিয়ে তারা তাদের ক্ষোভ উগড়ে দেন।খগেন মুর্মু আশ্বাস দেন বিজেপি পঞ্চায়েতে এলে সকল সমস্যার সমাধান হবে।স্থানীয় বাসিন্দা দুলাল হোসেন বলেন, আমাদের রাস্তা এবং নিকাশি নিয়ে প্রচন্ড সমস্যা রয়েছে। বিগত পাঁচ বছরে তেমনভাবে কোন কাজ হয়নি। যিনি স্থানীয় সদস্য রয়েছেন তিনি সিপিআইএম থেকে জিতে তৃণমূলে যোগ দিয়েছিলেন।

স্থানীয় বাসিন্দা তারিকত আলীর অভিযোগ, সঠিকভাবে এখানে আমরা কোন সরকারি পরিষেবা পায়না। তৃণমূল সেই ভাবে কোন কাজ করতে পারেনি। লোকমান আলীর দাবী, সাংসদ প্রচারের জন্য এসেছিলেন। আমাদের বহু সমস্যা রয়েছে সেইসব সমস্যার কথা আমরা উনাকে জানালাম।এখানে যাদের কাঁচা বাড়ি তারা ঘর পায়নি অথচ যাদের পাঁকা বাড়ি তারা পেয়ে গেছে। উত্তর মালদার বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু জানান, বিরোধীরা সব সময় চক্রান্ত করে বিজেপির সঙ্গে সংখ্যালঘুদের দূরত্ব তৈরি করার চেষ্টা করে এসেছে। কিন্তু এখন আর সেটা হচ্ছে না।আজ সংখ্যালঘু এলাকাতে এসে দেখলাম মানুষের বহু সমস্যা রয়েছে।আমাকে তারা সমস্যার কথা জানিয়েছে। আমি বলেছি চোর মুক্ত পঞ্চায়েত হলে সব সমাধান হবে।যদিও খগেন মুর্মুকে পরিযায়ী সাংসদ বলে কটাক্ষ করেছে তৃণমূল।ব্লক তৃণমূল সভাপতি আফসার আলী বলেন, উনাকে যে আমরা ভোটের প্রচারে দেখতে পেয়েছি এটাই ভাগ্য। সারা বছর তো মানুষের খোজ নেন না। ভোটের আগের এসব নাটক মানুষ গ্রহণ করবে না।

ট্রাকের চাকায় পৃষ্ঠ হয়ে মৃত্যু হল এক গৃহবধুর

মালদা ট্রাকের চাকায় পৃষ্ঠ হয়ে মৃত্যু হল এক গৃহবধুর।শুক্রবার এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বেশ চাঞ্চল্য ছড়ালো মালদার রতুয়া দুই ব্লকের সম্বলপুর অঞ্চলের ডাঙ্গা মোড় এলাকায়।ট্রাক এবং বাইকের সংঘর্ষ হতেই ট্রাকের চাকার নিচে পড়ে যাই ওই গৃহবধূ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকা জুড়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়তেই কুমারগঞ্জ নৌগামা রাজ্য সড়কে যান চলাচল স্তব্ধ হয়ে যায়।তড়িঘড়ি পুখুরিয়া থানার পুলিশ পৌঁছে ট্রাক এবং ট্রাক চালককে আটক করেছে। এদিকে দেহ ময়নাতদন্তে পাঠায় পুলিশ।স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে মৃত গৃহবধুর নাম,রেণুকা বিবি। ঘটনাই গুরুতর আহত হয়েছেন মোটরবাইকে থাকা তার স্বামী মজাম্মিল ওকে ও একটি সন্তান অড়াডাঙ্গা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। সম্বলপুর অঞ্চলের রামচন্দ্রপুর এলাকার বাসিন্দা তারা। মোটরবাইকে কোরে রুতুয়ার চাঁদমুনিতে আত্মীয় বাড়িতে যাচ্ছিলেন। একটি ট্রাককে পাস করতে গিয়ে মোটরবাইকের সংঘর্ষ হয়ে যায়। ঘটনায় মোটর বাইকের সকলেই রাস্তার উপরে পড়ে যান। তখনই ওই গৃহবধূর ওপর দিয়ে ট্রাকের চাকা চলে যায়। মুহূর্তের মধ্যে এলাকা জুড়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয়দের সহযোগিতায় আহত স্বামী ও সন্তানকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অন্যদিকে পুখুরিয়া থানার পুলিশ পৌঁছে দেহ উদ্ধারের সাথে যান চলাচল স্বাভাবিক করে।

নির্বাচনে প্রচারে এখন আর নাম শোনা যায় না মালদার রূপকার গনিখান চৌধুরী এবং বাম আমলের মালদার মন্ত্রী শৈলেন সরকারের

মালদা ঃ নির্বাচনে প্রচারে এখন আর নাম শোনা যায় না মালদার রূপকার গনিখান চৌধুরী এবং বাম আমলের মালদার মন্ত্রী শৈলেন সরকারের। তারা দলের কাছে এখন ব্রাত, এমনই অভিযোগ শাসক দল তৃণমূলের। যদিও তৃণমূল নেতৃত্ব জানিয়েছে, গনিখান চৌধুরী আজও মানুষের মনে জড়িয়ে রয়েছে। তাই অনেক নেতানেত্রীরা নির্বাচন বলে নয়, সবসময় প্রয়াত প্রাক্তন রেলমন্ত্রী গণিখান চৌধুরী নাম মনে রেখেছেন। কিন্তু আজকের দিনে অধিকাংশ কংগ্রেস নেতৃত্বের মধ্যে শোনা যায় না গনিখানের নাম। নির্বাচনী প্রচারেও উঠে আসে না গনিখানের উন্নয়নমূলক প্রসঙ্গ। একইভাবে বাম আমলে মালদার মন্ত্রী ছিলেন শৈলেন সরকার। তিনিও যে সাধারণ মানুষের জন্য উন্নয়নমূলক কাজ করেছিলেন, তার সূত্র ধরেই একসময় মালদায় চলেছিল সিপিএম পার্টি। কিন্তু আজ সেই পার্টির মুখে নাম নেই প্রয়াত বাম আমলের মন্ত্রী শৈলেন সরকারের বলেও অভিযোগ একাংশ নেতাকর্মীদের। উল্লেখ্য, নির্বাচন আসতেই বিগত দিনে কংগ্রেস এবং বামেরা কখনো গনিখান চৌধুরী আবার কখনো শৈলেন সরকারের নামকে সামনে রেখেই বহু প্রচার করেছেন। কিন্তু এবারের ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রচারটা অনেকটাই অন্যরকম। কারণ, প্রার্থী হওয়া নিয়েই দলাদলির কারণেই ভুলে গিয়েছেন এইসব প্রবীণ নেতাদের নাম এমনই অভিযোগ সংশ্লিষ্ট দলের একাংশ নেতাকর্মীদের। তৃণমূলের প্রার্থী হতে না পেরেই দল ছেড়ে কংগ্রেসে কেউ যোগ দিচ্ছেন। আবার কেউ যোগ দিচ্ছেন সিপিএমে। কিন্তু তৃণমূলের জেলা নেতৃত্বের সাফ কথা, রাজ্য নেতৃত্ব স্বচ্ছভাব মূর্তি এবং সামাজিক গঠনমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত এমনই নেতা,কর্মীদের প্রার্থী করার উদ্যোগ নিয়েছে। ফলে যার স্বার্থে আঘাত লাগছে সে দল ছেড়ে চলে যাচ্ছে। তাতে কিছু যায় আসে না। কিন্তু তৃণমূল আজও গনিখান চৌধুরীকে স্মরণ করে, এমনই দাবি তৃণমূলের জেলার সহ সভাপতি শুভময় বসুর। বলাবাহুল্য, একটা সময় নির্বাচনী প্রচার শুরু হওয়ার আগেই কোতোয়ালি ভবনের গনিখানের মাজারে চাদর চড়িয়ে, ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়েই বহু প্রার্থীরা নির্বাচনী প্রচারে নামতেন। যদিও এবারে তেমনভাবে প্রার্থীদের দেখা যায় নি গনিখানের মাজারে চাদর চরিয়ে শ্রদ্ধা জানাতে বলেও অভিযোগ। একইভাবে জেলার সিপিএম পার্টি অফিস মিহির দাস ভবনেও আর চর্চা শোনা যায় না প্রয়াত নেতা শৈলেন সরকারকে নিয়ে। সিপিএমের প্রার্থী হয়েছে বহুজন। কিন্তু কারোর মুখে শৈলেন সরকারকে নিয়েও প্রচার করতে দেখা যায় নি এখনো, এমনই অভিযোগ রয়েছে দলের একাংশ কর্মী , সমর্থকদের। সিপিএমের জেলা সম্পাদক অম্বর মিত্র জানিয়েছেন, এই ধরনের কথার কোন ভিত্তি নেই। আমাদের নেতা আমাদের মধ্যেই আছেন। শৈলেন সরকারের অবদান দলের নেতাকর্মীরা কোনদিন ভুলবে না । আসলে ভোটের আগে নির্বাচনী প্রচারে একটু মুখরোচক হতে চাইছে তৃণমূল। তাদের কথার কোন ভিত্তি নেই। কংগ্রেসের জেলার কার্যকরী সভাপতি কালী সাধন রায় বলেন, আমাদের প্রিয় নেতা গনিখান চৌধুরী আমাদের মধ্যেই রয়েছেন। এখন কে কি অভিযোগ করলো তা বলতে পারব না।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

শিলিগুড়ির উন্নয়নে ভিশন ২০৪৫ নিয়ে মেয়রের সঙ্গে বৈঠক SJDA চেয়ারম্যানের

শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়ি শহরের উন্নয়নে ভিশন ২০৪৫ প্রকল্পের পরিকল্পনা নিয়েছে শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি উন্নয়ন পর্ষদ। সেই উদ্দেশ্যেই বুধবার শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেবের সঙ্গে বৈঠক সারলেন শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তী।শিলিগুড়ি শহরের উন্নয়নের জন্য একাধিক প্রকল্প নিয়েছে শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি উন্নয়ন পর্ষদ। শহরকে নতুনভাবে গড়ে তুলতে ভিশন ২০৪৫ প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। তার মধ্যেই বিভিন্ন কাজ করা হবে। বুধবার, সেই লক্ষ্যেই শিলিগুড়ির গুচ্ছ ইন্সপেক্সন বাংলোতে মেয়র গৌতম দেবের সঙ্গে বৈঠক সারলেন স্কখত্ত্বক চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তী। উন্নয়নের কাজ কিভাবে হবে এবং ২০৪৫ শিলিগুড়ি কোন জায়গায় পৌঁছবে তা নিয়ে আলোচনা হয়। এদিন কলকাতার একটি সংস্থার সদস্যরাও বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। এদিন বৈঠক শেষে সৌরভ চক্রবর্তী জানান বর্ধমান রোডে অবস্থিত অসমাপ্ত ফ্লাইওভারের কাজ দ্রুত শেষ করার প্রচেষ্টা করা হচ্ছে।পঞ্চম মহানন্দা সেতু থেকে বিকল্প রাস্তা তৈরির কাজ দ্রুত শুরু হবে। ইস্টার্ন বাইপাস এলাকার রেলগেটে যানজটের সমস্যা মোকাবেলায় ফ্লাইওভার তৈরি করার পরিকল্পনা করা হচ্ছে।

পঞ্চায়েত ভোটের মুখে ফের উত্তপ্ত হয়ে উঠলো দিনহাটার গিতালদহ

কোচবিহার ঃ পঞ্চায়েত ভোটের মুখে ফের উত্তপ্ত হয়ে উঠলো দিনহাটার গিতালদহ।আজ সকাল ১১টা নাগাত নির্দল প্রার্থীর দাদা জামিরুল হক কে মারধরের অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে। জানা যায় বুধবার সকালে ওই নির্দল প্রার্থী হামিদুল হকের দাদা জামিরুল হক বাড়ির বাইরে বের হন। তখন তৃণমূলের কর্মী সমর্থকরা তার উপর চড়াও হয় এবং ব্যাপক মারধর করে এমনটাই অভিযোগ জামিরুল হকের। ঘটনার খবর পেয়েই দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় গিতালদহ ফাঁড়ির পুলিশ। ইতিমধ্যেই পুলিশ জামিরুল হক কে উদ্ধার করে দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। বর্তমানে জামিরুল দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বলে জানা গিয়েছে।জামিরুলের স্ত্রী জানান আমার স্বামীকে তৃণমূলের দুস্কৃতীরা মারধর করেছে।জামিরুল জানান, আমার ভাই এলাকায় নির্দল প্রার্থী হিসেবে ভোটে দাঁড়িয়েছে। আমি রাজনীতির আগে পিছে নেই।জামিরুল হক জানান, আমি সকালে বাড়ি থেকে বাইরে বের হলে সেই সময় তৃণমূলের দুস্কৃতীরা আমাকে মারধর করে।পুলিশি সহায়তায় পরে আমাকে হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়।

উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহের ফেসবুক পোস্টকে ঘিরে ফের বিতর্ক রাজনৈতিক মহলে

কোচবিহার ঃ উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহের ফেসবুক পোস্টকে কেন্দ্র করে ফের বিতর্ক রাজনৈতিক মহলে।উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ তার ফেসবুক একাউন্টে লিখেছেন দীপক ভট্টাচার্য সহ ১২জন অঞ্চল সভাপতি ও অন্যান্য নেতাদের কাছে আমার দাবি বিরোধী শূন্য ব্লক চাই। উদয়ন গুহর এই ফেসবুক পোস্টের পর স্বাভাবিক ভাবেই বিরোধীদের অভিযোগ নির্বাচনে অশান্তি সৃষ্টি করতেই নির্বাচনের আগে উদয়ন গুহ এই উস্কানিমূলক ফেসবুক পোস্ট করেছেন। মনোনয়নপত্র জমার দিন থেকে শুরু করে স্কুটনির দিন পর্যন্ত বিজেপি প্রার্থীদের বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। বিজেপি প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র তুলে নেওয়ার জন্য হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে, সেই জায়গায় তৃণমূলের ব্লক সভাপতি এবং অঞ্চল সভাপতিদের উদয়ন গুহের এই ধরনের নির্দেশ এলাকায় আরও অশান্তি বাড়াবে বলে দাবি বিরোধীদের। বিজেপির জেলা সভাপতি সুকুমার রায় বলেন, উদয়ন গুহ ভয় পাচ্ছে। প্রথমেই বিজেপি প্রার্থীরা যাতে মনোনয়নপত্র জমা দিতে না পারে তার জন্য বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছে। উত্তরবঙ্গের মন্ত্রী গোটা উত্তরবঙ্গ ছেড়ে শুধু দিনহাটা দুই নম্বর ব্লকে পড়েছিল যাতে বিরোধীরা প্রার্থী দিতে না পারে। কিন্তু তারপরেও বিজেপি সেখানে প্রার্থী দিয়েছে। সেখানে নির্বাচন হবে। আর বিজেপি সেখানে অনেক ভোটের ব্যবধানে জয়লাভ করবে। আর সেই কারণেই উদয়ন গুহ এই ধরনের পোস্ট করছে। যদিও এই বিষয়ে উদয়ন গুহ জানিয়েছেন, আমার বিধানসভা কেন্দ্রে আমার দলের কর্মীদের উজ্জীবিত করবো, তাদের টার্গেট ঠিক করে দিবো এতে অস্বাভাবিকের কি রয়েছে? আমাদের কর্মীরা যেভাবে কাজ করছে যেভাবে মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গরিব মানুষের জন্য কাজ করছে প্রতিটি এলাকায় উন্নয়ন করছে তাতে এটা আশা করায় অন্যায় কি রয়েছে। আমার সেই আশাটাই সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে আমাদের কর্মীদের উদ্দেশ্যে জানিয়েছি।

আন্তর্জাতিক যোগা দিবস পালন করল ভারতীয় জনতা পার্টি

শিলিগুড়ি সারা দেশের পাশাপাশি শিলিগুড়িতে আন্তর্জাতিক যোগা দিবস পালন করল ভারতীয় জনতা পার্টি। বিজেপি কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাসন করলেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা, শিলিগুড়ির বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ।বুধবার, নকশালবাড়ি, মাটিগাড়া, খড়িবাড়ী, বিধাননগর, ফাঁসিদাওয়া, শিলিগুড়ি সহ আশেপাশের এলাকার কর্মকর্তাদের নিয়ে শিলিগুড়ির মাল্লাগুড়ি এলাকায় অবস্থিত বিজেপির দলীয় কার্যালয়ে আন্তর্জাতিক যোগা দিবস পালন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা, শিলিগুড়ির বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ, জলপাইগুড়ির সাংসদ ডাঃ জয়ন্ত রায় সহ অন্যান্যরা। যোগার গুরুত্ব ও তার উপকারিতা নিয়ে আলোচনা করেন সাংসদ রাজু বিস্তা।

খাবারের দোকানের আড়ালে চলছিল ব্রাউন সুগারের চোরা ব্যবসা

শিলিগুড়ি খাবারের দোকানের আড়ালে চলছিল ব্রাউন সুগারের চোরা ব্যবসা। ঘটনা সামনে আসতেই শোরগোল পড়েছে শিলিগুড়ির ৩১ নং জাতীয় সড়কের শালুগাড়ার থুথতে বাজার এলাকায়।জানা গিয়েছে, শালুগাড়া বাজার এলাকায় খাবারের দোকানের আড়ালে ব্রাউন সুগার ছোট ছোট ক্যাপসুলের মতো বানিয়ে বিক্রি করত। বেশ কয়েক মাস ধরেই এই অবৈধ ব্যবসা চালাচ্ছিল এক মহিলা।গোপন সূত্রে খবর পেয়ে আজ সেই অবৈধ ব্যবসার পর্দা ফাঁস করল শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের ভক্তিনগর থানার সাদা পোশাকের পুলিশ। খবর পাওয়া মাত্রই পুলিশ অভিযান চালিয়ে হাতেনাতে পাকরাও করে অভিযুক্ত মহিলাকে । সাথে দোকানের ভেতর থেকে উদ্ধার হয়েছে প্রায় ৫৮ গ্রাম ব্রাউন সুগার। ধৃত মহিলার নাম গীতা শেরপা। গত্ত্বগুঙ্ক আইনে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা নথিভুক্ত করা হয়েছে। আগামীকাল তাকে জলপাইগুড়ি আদালতে তোলা হবে।

প্রয়াত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বরকত গনি খান চৌধুরীর মাজারে শ্রদ্ধা নিবেদন করে ভোট প্রচারে নামলেন কংগ্রেসের জেলা পরিষদের প্রার্থী লিজা খাতুন

মালদা প্রয়াত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বরকত গনি খান চৌধুরীর মাজারে শ্রদ্ধা নিবেদন করে ভোট প্রচারে নামলেন কংগ্রেসের জেলা পরিষদের প্রার্থী লিজা খাতুন। মালদার রতুয়া ২ ব্লকের ২৩ নম্বর জেলা পরিষদ আসনের জাতীয় কংগ্রেসের মনোনীত প্রার্থী লিজা খাতুন। বুধবার দলীয় নেতাকর্মীদের সাথে নিয়ে মালদার রূপকার তথা প্রয়াত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বরকত গনি খান চৌধুরীর মাজারে পৌঁছন। সেখানেই দুয়া শ্রদ্ধা নিবেদন করেন দলীয় নেতাকর্মীদের সাথে নিয়ে। পাশাপাশি মালদার পিরানা পীরের মাজারে পৌঁছে দোয়া পাঠ করা হয়। আর এভাবেই শুরু করলেন প্রচার পর্ব। সাধারণ মানুষের কাছে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দুর্নীতি সহ মিথ্যে প্রতিশ্রুতি তুলে ধরে প্রচার চালাবেন বলে জানালেন তিনি। এর সাথে কংগ্রেস জেলা পরিষদের ক্ষমতায় আসলে এলাকার যে সার্বিক উন্নয়ন করতে পারবে সে বিষয়েও বার্তা রাখলেন প্রার্থী লিজা খাতুন। মানুষের জনসমর্থনের মধ্য দিয়ে জেলা জুড়ে কংগ্রেসের যাতে পঞ্চায়েত নির্বাচনে জয়জয়কার হয় তার জন্য দল সর্বত্রই সঠিকভাবে কাজ চালাবে আগামী দিনে সে বার্তা রাখলেন কংগ্রেসের প্রাক্তন বিধায়ক ঈশা খান চৌধুরী

সারা দেশের পাশাপাশি শিলিগুড়িতে সাড়ম্বরে পালিত হয় যোগা দিবস

শিলিগুড়ি আজ আন্তর্জাতিক যোগা দিবস। সারা দেশের পাশাপাশি শিলিগুড়িতে সাড়ম্বরে পালিত হয় যোগা দিবস। একইভাবে রেড রক ফিটনেস জিম ও যোগা একাডেমির পক্ষ থেকে দিনটি পালিত হয়। বুধবার শিলিগুড়ির বলাকা ক্লাবের মাঠে যোগ ব্যামের মধ্য দিয়ে দিনটি পালন করা হয়। এদিন যোগাশনের উপকারিতা, ও যোগ ব্যামের মধ্য দিয়ে সুস্থ্য রাখার উপায় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

তেলের বদলে পেট্রোল পাম্প থেকে মিলছিল জল, পেট্রোল পাম্পে বিক্ষোভ গাড়ি চালকদের

জলপাইগুড়ি ঃ তেলের বদলে পেট্রোল পাম্প থেকে মিলছিল জল। জলপাইগুড়ি শহর সংলগ্ন পাহাড়পুরের একটি পেট্রোল পাম্পে তেলের বদলে জল দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। এর ফলে বিপাকে পড়েন মোটরবাইক আরোহী ও গাড়ি চালকরা।পেট্রোল পাম্পে এসে বিক্ষোভ দেখান তারা। সকাল থেকেই পেট্রোলের বদলে জল দেওয়া হচ্ছিল জলপাইগুড়ি শহর সংলগ্ন একটি পেট্রোল পাম্প থেকে। সেখান থেকে পেট্রোল কিনে গন্তব্যের দিকে রওনা হতেই মাঝ রাস্তায় স্টার্ট বন্ধ হতে থাকে একের পর এক মোটরবাইক ও স্কুটির।তারপরেই সকলের নজরে আসে বিষয়টি। বৃহস্পতিবার সকালে চাঞ্চল্যকর এই ঘটনায় হইচই পড়ে যায় জলপাইগুড়ির পাহাড়পুর এলাকায়। অভিযোগ, ওই পেট্রোল পাম্প থেকে তেলের বদলে জল দেওয়া হচ্ছিল। স্থানীয় ওই পেট্রোল পাম্প কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ, বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই পেট্রোলের বদলে গ্রাহকদের জল দেওয়া হচ্ছিল। এমন ঘটনায় মাথায় হাত পড়ে মোটরবাইক মালিকদের। অনেকেই মোটরবাইকের ইঞ্জিন নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করছেন। শহরের বিভিন্ন গ্যারেজেও ভিড় পড়ে যায়। গ্রাহকরা বলেন, পাহাড়পুর এলাকার ওই পেট্রোল পাম্প থেকে তেল কিনে বাড়ি ফেরার পথে মাঝ রাস্তায় গাড়ির স্টার্ট বন্ধ হয়ে যায়। অভিযোগ পেয়ে পরীক্ষা করে দেখার পর পেট্রোলের সঙ্গে জল মিশে থাকার বিষয়টি স্বীকার করে নিয়েছেন পেট্রোল পাম্প কর্তৃপক্ষ। প্রচণ্ড বৃষ্টির জন্য এই ঘটনা ঘটেছে বলে মনে করছেন তিনি। ঘটনার পর সমস্ত গ্রাহকদের গাড়ির ট্যাঙ্ক থেকে জল বের করে নতুন করে পেট্রোল ভরে দেওয়া হয়। মাঝ রাতে হঠাৎই দুর্ঘটনায় কেঁপে উঠলো ধূপগুড়ি শহর, লরি ঢুকলো দোকানে আহত মোট চার জন

প্রায় ২ ঘন্টার চেষ্টায় উদ্ধার হয় চালক ও খালাসি

জলপাইগুড়ি বুধবার মাঝ রাতে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়ি শহরের মিলপাড়া এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আনুমানিক ১১ টা নাগাদ হঠাৎ বিকট শব্দে ঘুম ভাঙে এলাকার মানুষের। হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পরে পাকা প্রাচীর। ঘটনায় ব্যাপক আতঙ্ক ছড়ায়। একটি লরি গুয়াহাটির দিক থেকে শিলিগুড়ির দিকে যাচ্ছিলো। সেই সময় হঠাৎ ধূপগুড়ি মিলপাড়া এলাকায় আসতেই লরিটি সোজা এশিয়ান হাইওয়ের পাশে থেকে একটি দোকানে ঢুকে পরে। দোকান ভেঙে বাড়ির অর্ধেক চলে যায়। পাকা প্রাচীর ভেঙে গাড়িতেই আটকে ছিলো চালক এবং খালাসি। তাঁদেরকে প্রায় ২ ঘন্টার চেষ্টায় ধূপগুড়ি দমকল বাহিনী এবং ট্রাফিক গার্ড পুলিশ কর্মীরা উদ্ধার করে। দুর্ঘটনার সময় দোকানের ভেতরে ছিলেন ওই দোকানের মালিক এবং এক টোটো চালককে তড়িঘড়ি উদ্ধার করে ধূপগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করে। ঘটনায় মোট চারজন গুরুত্বর আহত হয়েছেন। মাঝরাতে মুষলধারে সেই সময় বৃষ্টি শুরু হয়। এই বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে ধূপগুড়ি দমকল বাহিনীর কর্মীরা অতি তাৎপরতার সঙ্গে আটকে থাকা আহতদের উদ্ধার করে।পাশাপাশি যানজট তৈরি হয় এশিয়ান হাইওয়েতে। ট্রাফিক গার্ড ধূপগুড়ি থানার পুলিশকর্মীরা এশিয়ান হাইওয়েকে যানজট মুক্ত করেন। কিন্তু ঠিক কি কারনে এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে তা কিন্তু এখনো পর্যন্ত পরিষ্কার নয়। গোটা ঘটনার তদন্ত করছে পুলিশ।

পঞ্চায়েত ভোটের দুই সপ্তাহ আগে বোমা উদ্ধারের ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ালো এলাকায়

মালদা পঞ্চায়েত ভোটের দুই সপ্তাহ আগে বোমা উদ্ধারের ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ালো এলাকায়।ঘটনার পরে আতঙ্কে পুরো এলাকার।সবে শেষ হয়েছে মনোনয়ন প্রক্রিয়ার কাজ।এখনো প্রচার অনেকটা বাকি।তারমধ্যেই বোমা উদ্ধারে ত্রাস সৃষ্টি হল এলাকায়।বৃহস্পতিবার মালদহের রতুয়া থানার চাঁদমনি বালুপুর এলাকায় চাষের জমি থেকে প্রচুর পরিমাণে বোমা উদ্ধার।ঘটনাস্থলে রতুয়া থানার পুলিশ এবং বোম স্কোয়াড টিম পৌঁছান।বোমা গুলি নিস্ক্রিয় করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে,৪০ টি কৌটা বোমা উদ্ধার করে নিস্ক্রিয় করা হয়েছে।কে বা কারা বোমা মজুত করেছিল খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

শিলিগুড়ির SF রোডে রাস্তা দখলমুক্ত করতে অভিযানে নামলো পুরনিগম

শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়ির SF রোডে রাস্তা দখলমুক্ত করতে অভিযানে নামলো শিলিগুড়ি পুরনিগম। ভেঙে ফেলা হয় সমস্ত অবৈধ নির্মাণ।বৃহস্পতিবার, সকাল থেকেই ফুটপাত দখলমুক্ত করতে অভিযান শুরু করে শিলিগুড়ি পুরনিগম। SF রোডে রাস্তার ওপরে তৈরি অবৈধ নির্মাণ JCB এর মাধ্যমে ভেঙে দেওয়া হয়। ড্রেনের স্ল্যাব বন্ধ করেও বেশ কিছু ব্যবসায়ীরা অবৈধভাবে নির্মাণ করেছিল সেই সমস্ত নির্মাণ এদিন ভেঙে দেওয়া হয়। পুর আধিকারিকের উপস্থিতিতে পুরনিগমের কর্মীরা এই নির্মাণ ভেঙে দেয়।অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে সেখানে মোতায়ন ছিল শিলিগুড়ি থানার বিশাল পুলিশবাহিনী।ব্যবসায়ীদের অভিযোগ আগাম কোন বিজ্ঞপ্তি ছাড়া হঠাৎই পুরনিগমের তরফে দোকান গুলি ভাঙ্গা হচ্ছে।

কুয়ো থেকে এক বৃদ্ধার মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো শিলিগুড়ি পৌরনিগমের ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের ভারতনগরে

শিলিগুড়ি কুয়া থেকে এক বৃদ্ধার মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো শিলিগুড়ি পৌরনিগমের ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের ভারতনগরে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে মিতা ঐ বৃদ্ধার নাম অনুরাধা মজুমদার। বৃহস্পতিবার সকালে বৃদ্ধাকে খুঁজে পাচ্ছিলেন না পরিবারের লোক। এরপর বহু খোঁজাখুঁজির পর কুয়র মধ্যে ওই বৃদ্ধার দেহ দেখতে পাওয়া যায়। এরপর খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় শিলিগুড়ি থানার পুলিশ ও দমকল। দমকল কমিয়া কুয়া থেকে দেহটি তুলে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে শিলিগুড়ি থানার পুলিশ।

নদী ভাঙনের ভয়ে রাতের ঘুম উড়েছে উল্লার খাওয়াঘাট এলাকার বাসিন্দাদের

কোচবিহার ঃ যেকোনও দিন নদীগর্ভে বিলীন হতে পারে বাড়িঘর। আতঙ্কে ভুগছেন তুফানগঞ্জ ১ নম্বর ব্লকের উল্লার খাওয়াঘাট এলাকার বাসিন্দারা। সামান্য বৃষ্টিতে শুরু হয় নদী ভাঙন। ইতিমধ্যে নদী গর্ভে বিলীন হয়ে গিয়েছে বিঘার পর বিঘা চাষের জমি।বার বার প্রশাসনের কাছে বিষয়টি জানানো স্বত্বেও কোনো পদক্ষেপ নেই প্রশাসনের। এমনই ছবি ধরা পড়লো কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জ ১ নং ব্লকের অন্দোরান ফুলবাড়ী ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের উল্লার খাওয়া ঘাট এলাকায়।আশঙ্কা ও আতঙ্কে প্রহর গুনছেন এলাকাবাসীরা।জানা গিয়েছে, বহুবার দাবি জানানোর পরেও পাড় বাঁধ দেওয়া হয়নি রায়ঢাক নদীতে। ফলে ভিটেমাটি ছাড়ার আশঙ্কায় রয়েছে বহু পরিবার। রায়ডাক নদীতে বাড়ি ঘর তলিয়ে যাওয়ার আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন অনেকেই। এই নদীর পাড়েই বসবাস কয়েকশো পরিবারের। স্থানীয়দের অভিযোগ প্রশাসনের কোন পদক্ষেপ না থাকায় প্রতিবছর , গাছ বাগান সহ কৃষিজমি বাড়ি তলিয়ে যাচ্ছে নদী গর্ভে।

রাতভর ভারী বৃষ্টিপাতের ফলে জলমগ্ন শহর জলপাইগুড়ি

জলপাইগুড়ি ঃ রাতভর ভারী বৃষ্টি। জলমগ্ন জলপাইগুড়ি। পরেশ মিত্র কলোনি সহ পুরসভার বেশ কয়েকটি ওয়ার্ড জলমগ্ন।রাতভর ভারী বৃষ্টির জেরে জলমগ্ন হয়ে পড়লো জলপাইগুড়ি পুরসভার বেশ কয়েকটি ওয়ার্ড। তিস্তার পাশাপাশি করলা নদীর জল আচমকা বেড়ে যাওয়ায় জল ঢুকে গেল শতাধিক বাড়িতে। বুধবার রাতভর অতি ভারী বৃষ্টি হয়েছে জলপাইগুড়ি জেলাজুড়ে। বৃষ্টি হয়েছে বৃহস্পতিবার সকালেও।এছাড়া বৃষ্টির জল জমে জলমগ্ন হয়েছে শহরের মহমায়া পাড়া, চুনিলাল রোড, বাতাসা গলি, সার্ফ মোড়, হরিজন বস্তি সহ বিভিন্ন এলাকা। রাস্তায় ও ঘরে জল জমে যাওয়ায় চরম অসুবিধার মধ্যে পড়তে হচ্ছে বিভিন্ন ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের। তিস্তা নদীর জল অনেকটাই বেড়েছে। করলা নদীর জল ঢুকে পড়ে জলপাইগুড়ি শহরের পুরসভার ২৫ নম্বর ওয়ার্ড নেতাজিপাড়া, পরেশমিত্র কলোনি এলাকায়। করলা নদীর পাশে বাঁধ না থাকায় এই দুর্ভোগ বলে অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের। করলা নদীর জল বেড়ে যাওয়ায় বৃহস্পতিবার জলমগ্ন হয়েছে পুরসভার ২৫ ও ১ নম্বর ওয়ার্ডের বেশ কিছু এলাকা। এখানে শতাধিক বাড়িতে ঘরের ভেতরে করলা নদীর জল ঢুকে গেছে। লাগাতার বৃষ্টির জেরে জলপাইগুড়িতে ফুঁসছে তিস্তা, করলা ও জলঢাকা নদী। ভোর থেকেই জলমগ্ন হয়ে পড়েছে জলপাইগুড়ির শতাধিক বাড়ি। গত কয়েকদিনের লাগাতার বৃষ্টির জেরে উপচে পড়েছে জলপাইগুড়ি শহরের ওপর দিয়ে বয়ে চলা করলা নদী। এর ফলে জলমগ্ন হয়ে পড়েন শহরের বিভিন্ন এলাকার কয়েকশো মানুষ।তবে এবিষয়ে পুরসভার ভাইস চেয়ারপারসন পাপিয়া পালকে একাধিকবার টেলিফোনে যোগাযোগ করতে চাইলে তিনি ফোন রিসিভ করেননি।

মালদায় মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক গাড়ি চালকের আহত হয়েছেন আরো একজন

মালদা মালদায় মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক গাড়ি চালকের আহত হয়েছেন আরো একজন। পথ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার গভীর রাতে মালদা জেলার পুরাতন মালদা থানার নারায়নপুর বিএসএফ ক্যাম্প সংলগ্ন এলাকায়। পরিবার ও পুলিশ সূত্রে জানা যায় মৃত গাড়ি চালকের নাম রাশেদ বয়(৩৭)বছর। বাড়ি সামসেরগঞ্জ থানার হাসুল নগর এলাকায় আহত হয়েছেন গাড়ির খালাসী সেরাজুল শেখ বয়স(৩০) বছর। বাড়ি পাকুর এলাকায়। পরিবার ও পুলিশ সূত্রে আলো জানা যায় লরি গাড়িতে পাথর লুট করে বীরভূমের রাজ গ্রাম থেকে কাটিহার যাওয়ার পথেই গভীর রাতে পুরাতন মালদা থানার নারায়ণপুর বিএসএফ ক্যাম্প এলাকায় দাঁড়িয়ে থাকা একটি লরিতে গিয়ে ধাক্কা মারে পাথর বোঝাই লরি।

ভোট দিলে দিতে হবে জরিমানা।দশ হাজার টাকা জরিমানার নিদান দিয়েছেন গ্রামবাসীরা

মালদা ঃ ভোট দিলে দিতে হবে জরিমানা।দশ হাজার টাকা জরিমানার নিদান দিয়েছেন গ্রামবাসীরা। গ্রামে সালিশি করে গ্রামবাসীরা এমন নিদান দেওয়া হয়েছে। ঘটনাটি মালদার গাজল ব্লকের দেওতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘটনা। এই অঞ্চলে বড় জগদীশপুর ,দোআঁশ এলাকায় নেই কোন পাকা রাস্তা। সামন্য বৃষ্টিতেই চলাফেরার অযোগ্য হয়ে ওঠে এই রাস্তা। দীর্ঘ ৫০বছরের বেশী সময় ধরে পরিস্থিতি পরিবর্তন হয় নি। নেই পানীয় জলের ব্যবস্থা। পুকুরের জল একমাত্র ভরসা। বহুবার আবেদন করা হয়েছে পঞ্চায়েত থেকে গাজল ব্লকে। আঃদোলনও হয়েছে। কিন্তু সমস্যার সমাধান হয় নি। ভোট আসলেই রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা প্রতিশ্রুতি দিয়ে যান। ভোট মিটতেই কথা রাখেন না কেউ। তাই এবার গ্রামবাসীরা একত্রিত হয়ে ভোট বয়কটের ডাক দিয়েছেন। সালিশি করে নিদানও দিয়েছেন গ্রামবাসীরা কেউ ভোট দিতে গেলে দিতে হবে ২০হাজার টাকা জরিমানা। এলাকার বাসিন্দা সন্তোষী মন্ডল বলেন এমন পরিস্থিতি দীর্ঘদিনের। তাই এবার এমনই ভাবনা।গ্রামের আরো এক বাসিন্দা বলেন ৪৫বছর ধরে বসবাস করছি। চারিদিকে বড় বড় ঝা চকচকে রাস্তা হয়েছে। কিন্তু তাদের গ্রামের হাল আজও ফেরে নি। বর্ষাকালে দুর্বিসহ হয়ে ওঠে এএ পথ দিয়ে চলতে। আজ তাই পথে নেমেই ভোট বয়কটের সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

চোপড়ার মৃত CPIM নেতাকে শিলিগুড়িতে শেষ শ্রদ্ধা জানালো CPIM

শিলিগুড়ি ঃ ১৫ জুন মনোনয়ন দিতে যাওয়ার সময় বাম ও কংগ্রেসের মিছিলে গুলি চালানোর ঘটনায় উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল চোপড়া।এই ঘটনায় আহত CPIM কর্মী মনসুর আলমের মৃত্যু হল শিলিগুড়ির বেসরকারি নার্সিংহোমে। মৃতের পরিবারের সঙ্গে দেখা করলেন সিপিআইএমের নেতৃত্ব। জানানো হল শেষশ্রদ্ধা।।ঘটনার পর আহত CPIM কর্মী মনসুর আলম ও তার কাকা নৈমূল হককে শিলিগুড়িতে নিয়ে আসা হয়েছিল।মনসুর আলমকে প্রথমে শক্তিগড়ের একটি নার্সিংহোমে ও পরে খালপাড়ার নার্সিংহোমে স্থানান্তরিত করা হয়।সেখানে ছয়দিন লড়াই করার পর মঙ্গলবার গভীর রাতে মৃত্যু হল মনসুর আলমের।অন্যদিকে নৈমূল হক বর্তমানে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এদিন CPIM কর্মী মনসুর আলমের মৃত্যুর খবর পেয়েই নার্সিংহোমে পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে যান CPIM এর দার্জিলিং জেলা সম্পাদক সমন পাঠক, অশোক ভট্টাচার্য সহ অন্যান্য বাম নেতৃত্ব ও সমর্থকরা। জানাগেছে বিকেলে ময়নাতদন্তের পর তার দেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে। তবে এদিন মৃতদেহ নার্সিংহোম থেকে বের করার পরেই CPIM এর তরফে মৃতকে শেষ শ্রদ্ধা জানানো হয়।এই বিষয়ে বাম নেতা অশোক ভট্টাচার্য বলেন, সারা পশ্চিমবঙ্গ ব্যাপী পঞ্চায়েতের যে অধিকার তা নিয়ে সংগ্রাম চলছে।তৃণমূল কংগ্রেসের গুন্ডাদের হাতে আমাদের মনসুর আলম শহীদ হল।এর দায় সম্পূর্ণ তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বদের।

তৃণমূল ছেড়ে নির্দলে ভালুকায় শতাধিক

মালদা ঃমন্ত্রী এবং জেলা সভাপতির ওপর ক্ষোভ জানিয়ে হরিশ্চন্দ্রপুরের ভালুকা অঞ্চলের জগন্নাথপুরে দল ছাড়লেন শতাধিক তৃণমূল কর্মী এবং প্রাক্তন জেলা পরিষদ সদস্য।দল ছেড়ে ওই প্রাক্তন জেলা পরিষদ সদস্য এবারে নির্দল হিসেবে লড়াই করার সিদ্ধান্ত নিলেন।এই ঘটনায় রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে।হরিশ্চন্দ্রপুরের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে শাসকদলের টিকিট না পেয়ে একের পর এক পদাধিকারীদের দল ছাড়ার ঘটনা সামনে আসছে।দলীয় নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন হরিশ্চন্দ্রপুরের শাসকদলের কর্মী সমর্থকরা।দলের একাংশ অভিযোগ করছেন টাকা পয়সার বিনিময়ে এ বছর পঞ্চায়েত নির্বাচনে অযোগ্য প্রার্থীদের টিকিট দিয়েছে দল।তাই এবার তারা নির্দল হিসেবে লড়াই করছেন।এদিন হরিশ্চন্দ্রপুরের ভালুকা জগন্নাথপুর এলাকায় জেলা পরিষদের প্রাক্তন সদস্য সাবিনা পারভীন নেতৃত্বে প্রায় শতাধিক কর্মী নির্দলে যোগদান করেন।তারা জানালেন সক্রিয়ভাবে এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেস করেও কোন মূল্য পাননি তাই নির্দল হিসেবে লড়াই করবেন।মানুষ তাদের পাশে রয়েছে বলে জানান সাবিনা পারভিন।স্থানীয় কর্মীদের বক্তব্য তৃণমূল এলাকায় কোন কাজ করেনি।এলাকায় তারা তোলাবাজি করছে।এবার নির্বাচনে তারা এলাকায় ভোট পাবেন না।

মালদায় বাজ পড়ে মৃত সাতজন আহত ১০ জন স্কুল পড়ুয়া

মালদা মালদায় বাজ পড়ে মৃত সাতজন আহত ১০ জন স্কুল পড়ুয়া । বুধবার বিকেলে মালদা জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টিপাত হয়। বাজপরে সাতজনের মৃত্যু হয় ।আহত হয় কালিয়াচক ২ নম্বর ব্লকের বাঙ্গিটোলা হাই স্কুলের ১০ জন ছাত্রছাত্রী তাদের মধ্যে একজনকে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আনে পরিবারের লোকেরা বর্তমানে সে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। অন্যদিকে স্কুল পড়ুয়াদের বাঙ্গিটোলা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চিকিৎসা চলছে। এদিকে সময় যত বাড়তে থাকে তত মালদা জেলার বিভিন্ন ব্লক থেকে বাজপরে মৃত্যুর সংখ্যা ক্রমশ বাড়তে থাকে। বাজপরে মৃত্যু হয়েছে সাত জনের। এদের মধ্যে তিনজন নাবালক, নাবালিকা সহ অত্যন্ত পাঁচজন ব্যক্তির। পুলিশ সূত্রে জানা যায় বাজ পড়ে যাদের মৃত্যু হয়েছে তাদের মধ্যে পুরাতন মালদা ব্লকের কৃষ্ণ চৌধুরী বয়স ৬৫ বছর, কালিয়াচক ১ নম্বর ব্লকের উম্মে কুলসুম বয়স ৬ বছর , নামে এক কিশোরীর মৃত্যু হয়েছে।, বাজের আঘাতে মৃত্যু হয়েছে কালিয়াচক তিন নম্বর ব্লকের দেবশ্রী মন্ডল বয়স ২৭ বছর, কালিয়াচক ২ নম্বর ব্লকের কমলপুর বাবলা এলাকার পাঠানপাড়ায় বাজ পড়ে মৃত্যু হয়েছে নজরুল শেখ বয়স ৩৩ আম পাড়তে গিয়ে বজ্রঘাতে শিকার হন তিনি। কালিয়াচক ২ নম্বর ব্লকের সুমিত মন্ডল বয়স ১০ বছর, কালিয়াচক ২ নম্বর ব্লকের রবি জুন বিবি ৫৪ বছর, ও কালিয়াচক ২ নম্বর ব্লকের ইশা সরকার আট বছর বাজ পড়ে মৃত্যু হয়েছে।

ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন ঘোষণা হতেই ব্যস্ত প্রশাসনের কর্তারা। আর সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে পুরাতন মালদা পুরসভা এলাকার ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের একমাত্র বিশাল পুকুর ভরাটের অভিযোগ উঠেছে জমি মাফিয়াদের বিরুদ্ধে

মালদা ঃ ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন ঘোষণা হতেই ব্যস্ত প্রশাসনের কর্তারা। আর সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে পুরাতন মালদা পুরসভা এলাকার ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের একমাত্র বিশাল পুকুর ভরাটের অভিযোগ উঠেছে জমি মাফিয়াদের বিরুদ্ধে। এই ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এলাকার বেশ কয়েকজন প্রভাবশালী ব্যক্তির নামও উঠে এসেছে বলে অভিযোগ । পুরাতন মালদা পুরসভার ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের পালপাড়া এলাকার একাংশ বাসিন্দাদের বক্তব্য, এলাকার নিকাশি ব্যবস্থার অন্যতম মাধ্যম রয়েছে এই পুকুরটি। কিন্তু ধীরে ধীরে বেআইনিভাবে পুকুর ভরাট হতে শুরু করেছে। বর্তমানে পুকুরের মাঝখান দিয়ে মাটি ফেলে রাস্তা তৈরীর কাজ চলছে। এব্যাপারে পুরাতন মালদার ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের কোনও হেলদোল নেই বলেও অভিযোগ তুলেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তবে বিষয়টি জানতে পেরে চরম অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন পুরাতন মালদা পুরসভার চেয়ারম্যান কার্তিক ঘোষ। তিনি বলেন, কোনভাবেই এই বেআইনি কাজ করতে দিব না। পুরসভার পক্ষ থেকে ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তর এবং জেলাশাসকের কাছে ইতিমধ্যে লিখিত অভিযোগ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। পুরাতন মালদা পুরসভার ব্যস্তবহুল এলাকা হিসেবে পরিচিত মঙ্গলবাড়ি। সেখান থেকেই মৌলপুর গ্রামীণ হাসপাতাল যাওয়ার পথেই রাজ্য সড়কের এক পাশে পালপাড়া এলাকায় পাঁচ বিঘারও বেশি একটি পুকুর বেআইনিভাবে ভরাট করা হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

সম্পাদকীয়

নগ্ন হয়ে পরিচিতি বাড়াচ্ছেন স্পেনের গ্রামের মানুষ

স্পেনের এক লুপ্তপ্রায় গ্রামের মানুষ বহির্বিশ্বের নজর আকর্ষণ করতে এক অভিনব পথ বেছে নিয়েছেন। ক্যালেন্ডারের জন্য ক্যামেরার সামনে নগ্ন অবস্থায় হাজির হয়েছেন তাঁরা। ইতিবাচক সাড়া পেয়ে পরের বছরও সেই কাজ করতে চান গ্রামবাসীরা। খুয়ানখো পেরেসের মতো গ্রামের অনেকেই জামাকাপড় খুলেছেন। ৬৮ বছর বয়সি মানুষটি আবার ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়েছেন। এক বছর আগে সেই জায়গায় গ্রামের প্রায় সব মানুষ বিবস্ত্র হয়ে ছবি তুলিয়েছিলেন। খুয়ানখো বলেন, ''অংশ না নিয়ে পারিনি। ওরা বলল, মানুষ কম পড়ছে। জনসংখ্যা এত কম হওয়ায় অন্য কোনো উপায় ছিল না।'' জায়গাটির নাম । মাত্র ১৬ জন বাসিন্দা টিকে রয়েছেন। গ্রামটিকে মৃত্যুর মুখ থেকে বাঁচাতে মরিয়া হয়ে তাঁরা ক্যালেন্ডারের জন্য নিজেদের নগ্ন ছবি

তুলিয়েছিলেন। স্পেনের রক্ষণশীল দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে এমন ঘটনা বেশ আলোড়ন তুলেছিল। আন্তোনিয়া পেরেয়াও সেই শুটিংয়ে অংশ নিয়েছিলেন। সেখানকার মানুষ যে অনেক খোলা মনের অধিকারী ও অগ্রগতির পক্ষে, ৬৪ বছর বয়সি এই নারী তা দেখাতে চান। আন্তোনিয়া বলেন, ''আমাদের ভাবমূর্তি বেশ খারাপ। আমরাও বড় জনপদের মানুষের মতো ইমেজ চাই। আমরাও তো কর দেই। অথচ আমাদের ছোট এই জায়গা যেন কিছুটা অবহেলিত।'' ফটোগ্রাফার দাবিদ কান্তো ও খুয়ানখো রামিরেস গ্রামের বাসিন্দাদের সহজেই বোঝাতে পেরেছিলেন। দাবিদ বলেন, ''গ্রামে মুখেমুখেই খবর ছড়িয়ে পড়ে। প্রতিবেশীরা কী করছে, কত ভালো করছে, মানুষ তা দেখে। এভাবে তারা একে অপরের পথ অনুসরণ করে।'' গ্রামের মেয়রের মথায় নগ্ন ক্যালেন্ডারের আইডিয়া আসে। তিরিশ বছর বয়সি লুসিয়া নিকোলাস গ্রামের অন্যতম তরুণদের মধ্যে পড়েন। তিনি প্রতিবেশীদের সাহস দেখে গর্বিত। তিনি মনে করেন, ''এটা শুধু এক ধরনের মুক্তি নয়। আমরা অনেক বদ্ধমূল ধারণাও ভেঙে দিচ্ছি। শারীরিক কসরত করা মানুষের ছবি তোলা হয়নি। এরা সাধারণ মানুষ। এখানে সবাই নিজেকে নিজের মতো করেই দেখাতে পারে। আমাদের দেখা অন্যান্য নগ্ন ছবির মতো নয়। আমি নিজেও এভাবে ছবি তুলিয়েছি। ফটো দারুণ হয়েছে।'' লুসিয়া ও তাঁর সতীর্থরা এই সব ছবির মাধ্যমে অন্য একটি বার্তাও দিতে চেয়েছেন। গত শতাব্দীর ষাটের দশক থেকে সেই অঞ্চলে বালু ও মার্বেল পাথর সংগ্রহ করা হচ্ছে। এককালের সুন্দর গ্রাম আজ পাথর ভাঙার বিকট শব্দ, ধুলা ও নোংরার ভারে আক্রান্ত। লুসিয়া বলেন, ''এ ছাড়াও অনেক সম্পদ রয়েছে। আমাদের একটা সংস্কৃতিও আছে। আমরা সেটাই দেখাতে চাই। ওয়াইন সেলার আছে, পাইন গাছ আছে ⁻ যেটির বয়স নিশ্চয় আমাদের সবার চেয়ে বেশি। আমাদের আশেপাশের সবকিছুর থেকেও আমাদের নিজস্ব মূল্য রয়েছে। সেটাই আমরা দেখাতে চাই।'' ইতোমধ্যে সেই ক্যালেন্ডার স্পেনের সীমানার বাইরেও পরিচিতি পেয়েছে। কুমড়ো চাষি হিসেবে খুয়ানখো পেরেস তাতে খুশি। তিনি নিজের সম্পূর্ণ এক নতুন দিক আবিষ্কার করেছেন। খুয়ানখো বলেন, ''আগে কখনো এমনটা না করলেও আমার আর কোনো সঙ্কোচ নেই। পরের বারও অবশ্যই সঙ্গে থাকবো।'' পেনিয়া সাফরা দে আবাখো গ্রামের মানুষ এরই মধ্যে পরের বছরের জন্য নতুন ক্যালেন্ডারের পরিকল্পনা করছেন। তখন গ্রামের আরও মানুষ নগ্ন হতে চান।

জানা অজানা

মা সারদা স্বয়ং কালী ছিলেন

সুনীল কুমার দে

ভগবান বা ভগবতী যখন মানব দেহে অবতীর্ন হন,তখন তাঁরা তাঁদের দেব ভাব কে যথা সম্ভব লুকিয়ে রাখেন।কারন দেব ভাব বেশী প্রকাশিত হলে মানুষ হয়তো তাদের সমীহ করবে কিন্তু আপনার করে নেবে না।আর তাহলে যে জগৎ কল্যানের জন্য তাঁদের আসা তা ব্যাহত হবে।মা সারদা দেবী তাঁর দেবীত্ব কে যথা সম্ভব লুকিয়ে রাখতেন।তবুও অজ্ঞাত সারে কখন কখন তাঁর স্বরূপ প্রকাশ পেয়েছে।কখন বা ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূরণ করার জন্য নিজেই দেবী রূপে প্রকাশিত হয়েছেন। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের ভাইপো শিবু দাদা ছিলেন মায়ের অনুগত।ঠাকুরের দেহ ত্যাগের পর একবার মা সারদা দেবী কামারপুকুর থেকে জয়রামবাটি আসছিলেন,সঙ্গে শিবু দাদা।জয়রামবাটির প্রায় কাছে মাঠের মধ্যে এসে শিবু দাদার হঠাৎ কি মনে হওয়ায় তিনি দাঁড়িয়ে পড়লেন।
মা বললেন, ও কি রে শিবু,এগিয়ে আয়।
শিবু দাদা বললেন, একটা কথা বলতে পার,তাহলে আসতে পারি।
মা বললেন, কি কথা।
শিবু দাদা বললেন, কে তুমি,বলতে পার।
মা বললেন, আমি কে,আমি তোর খুড়ি।
শিবু দাদা বললেন, তবে যাও।এই তো বাড়ির কাছে এসেছো।আমি আর যাব না। এদিকে বেলা শেষ হয়ে এসেছে।মা উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন, দেখ দেখি আমি আবার কে। আমি মানুষ,তোর খুড়ি। শিবু দাদা জেদ ভরে উত্তর দিলেন, বেশ তো, তুমি যাও না। শিবু দাদা কে না যেতে দেখে মা অবশেষে আত্ম প্রকাশ করে বললেন, লোকে বলে আমি নাকি কালী।শিবু দাদা বললেন, কালী তো। ঠিক। মা বললেন, হ্যাঁ। শিবু দাদা বললেন, তবে চলো। এইভাবে বহু ঘটনা আছে মায়ের জীবনে যেখানে মা বহু ভক্ত কে তাঁর দেবী ভাব প্রকাশ করে বলেছেন, আমিই দুর্গা আমি কালী,আমি লক্ষ্মী,সরস্বতী আমিই জগদ্ধাত্রী।

বারাণসীর মণিকর্ণিকা যেভাবে হয়ে উঠেছিলেন ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাঈ

ঝাঁসির রাজা গঙ্গাধর রাও পাঁচ বছরের একটি শিশুকে দত্তক নেওয়ার অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। তারিখটা ছিল ১৮৫৩র ২০ নভেম্বর। শিশুটির নাম ছিল দামোদর রাও। ওই অনুষ্ঠানে তিনি ব্রিটিশ সরকারের রাজনৈতিক প্রতিনিধি মেজর এলিসকেও আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। অনুষ্ঠানের পরে মেজর এলিস

রেহান ফজল
প্রাবন্ধিক

ইংরেজিতে বক্তৃতা দেন। সেখানে হাজির বেশিরভাগ মানুষই সেই বক্তৃতার মানে বুঝতে পারে নি।

বক্তৃতার শেষ বাক্যটি ছিল এরকম, 'ইয়োর হাইনেস, ব্রিটিশ সরকার যাতে আপনার ইচ্ছাকে সম্মান দেয়, তার জন্য আমি সবরকম চেষ্টা করব। পরের দিন ভোর সাড়ে ৪টায় ঝাঁসির সপ্তম রাজা গঙ্গাধর রাও মারা যান।

প্রায় চার মাস পরে ১৮৫৪ সালের ১৫ মার্চ বেলা ১১টার দিকে মেজর এলিস ঝাঁসি দুর্গের ফটকে পৌঁছে রানি লক্ষ্মীবাঈয়ের সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

তিনি রানিকে অনুরোধ করেছিলেন যাতে ওই বৈঠকে তার মন্ত্রীরাও উপস্থিত থাকেন।

ক্রিস্টোফার হিবার্ট তার 'দ্য গ্রেট ইন্ডিয়ান মিউটিনি ১৮৫৭' বইতে লিখেছেন, মেজর এলিস তার গলা পরিষ্কার করে বললেন যে তিনি কলকাতা থেকে একটি বার্তা পেয়েছেন। রাজা গঙ্গাধর রাওয়ের দত্তক নেওয়া উত্তরাধিকারী হিসাবে দামোদর রাওকে ঝাঁসির রাজা হিসাবে মেনে নিতে অস্বীকার করেছেন ভারতের গভর্নর জেনারেল। ফলে ব্রিটিশ সরকার ঝাঁসি রাজ্য অধিগ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

এখন থেকে ঝাঁসি রাজ্যের নাগরিকরা ব্রিটিশ সরকারের অধীনে থাকবে এবং সব পাওনা কর সরকারকে দেবে, মেজর এলিসকে উদ্ধৃত করে লিখেছেন মি. হিবার্ট।

একজন অনুবাদক অ্যালিসের বক্তব্য মারাঠি ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন।

মেজর এলিসের কথা শুনে রানি লক্ষ্মীবাঈ তার আসন থেকে ওঠার চেষ্টা করলেন। তার এক সহকারী তার হাতটা আলতো করে ধরে তাকে থামালেন। রানি আবারও বসলেন নিজের আসনে।

কিছুক্ষণ নীরবতার পরে দৃপ্ত গলায় রানি বললেন, আমার ঝাঁসি আমি দেব না।

মেজর এলিস তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করলেন, ইয়োর হাইনেস, আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব যাতে আপনাকে পর্যাপ্ত অর্থ দেওয়া যায়। এটাও নিশ্চিত করব যাতে ব্রিটিশ সরকার আপনার সঙ্গে ভাল আচরণ করে। আমি ব্যক্তিগতভাবে এই সিদ্ধান্তের নিন্দা জানাই। আমি খুবই দুঃখিত যে আমাকে এই সিদ্ধান্ত জানানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

রানি তার সমস্ত মন্ত্রী, আত্মীয় এবং সহকারীকে চলে যেতে বললেন এবং নিজে একটি ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলেন।

সন্ধ্যের মধ্যেই ঝাঁসির দুর্গে দলে দলে মানুষ জড়ো হয়ে গিয়েছিল। ব্রিটিশদের ঝাঁসি দখলের খবর আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়েছিল।

দোকানপাট বন্ধ করে দিয়েছিল ব্যবসায়ীরা। ব্রিটিশ সরকারের ওই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে সেদিন কেউ ঘরে বাতি জ্বালাবে না বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।

পুরো শহর জুড়ে অন্ধকার নেমে এসেছিল।

রানি তার বাবার মাধ্যমে প্রজাদের কাছে বার্তা পাঠালেন, তোমরা শান্তিতে ঘরে যাও। এখনও সব শেষ হয়নি। আমরা কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি কিন্তু তোমাদের রানি একটা পথ খুঁজে বার করবেন।

এর পর রানি লক্ষ্মীবাঈ তার বিশেষ উপদেষ্টা দিওয়ান নরনসেন, কাশ্মীর মল এবং নিজের বাবা মরোপন্ত তাম্বেকে তার ঘরে ডেকে বললেন, আমি এর বিরোধিতা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমাদের সেনাবাহিনী আছে এবং ঝাঁসির মানুষ আমার সঙ্গে আছে। আমি তাদের নেতৃত্ব দেব এবং ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়াই করব।

আমরা হেরে যেতে পারি কিন্তু অপমানিত হওয়ার থেকে তো বাঁচব।

রানি লক্ষ্মীবাঈয়ের ছোটবেলার নাম ছিল মণিকর্ণিকা। তিনি বারাণসীতে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা মরোপন্ত তাম্বে ছিলেন পদচ্যুত মারাঠা পেশওয়াদের উপদেষ্টা।

লক্ষ্মীবাঈ যখন খুব ছোট ছিলেন তখন তার মা মারা যান।

ছোটবেলা থেকেই তিনি ঘোড়ায় চড়া আর তলোয়ার চালানো শিখেছিলেন।

ইরা মুখৌটি তার 'হিরোইনস, পাওয়ারফুল ইন্ডিয়ান উইমেন অফ মিথ অ্যান্ড হিস্ট্রি' বইতে লিখেছেন, রাজা গঙ্গাধর রাওয়ের সাথে বিয়ের সময় রানির নাম মণিকর্ণিকা থেকে পরিবর্তন করে লক্ষ্মীবাঈ করা হয়েছিল।

গঙ্গাধর রাওয়ের জীবৎকালে, প্রায় ১০ বছর ঝাঁসির রানি ছিলেন তিনি। রাজার প্রথম স্ত্রী আগের বছরই গত হয়েছিলেন।

মণিকর্ণিকার বাবা মরোপন্ত তাম্বে বিয়ের পরে মেয়ের সঙ্গেই তার শ্বশুর বাড়িতে এসেছিলেন এবং ঝাঁসিতেই থাকতে শুরু করেছিলেন।

ঝাঁসির রাজা গঙ্গাধর রাওয়ের সঙ্গে লক্ষ্মীবাঈয়ের বিয়ে হয় মাত্র ১৫ বছর বয়সে, ১৮৪৩ সালে। তাদের একটি পুত্রসন্তান হলেও মাত্র চার মাস বয়সে শিশুটির মৃত্যু হয়েছিল। সেজন্য রাজা গঙ্গাধর রাও মারা যাবার আগে দামোদর রাওকে দত্তক নিয়েছিলেন।

ভারতের গভর্নর জেনারেল বা বড়লাট হিসেবে আসেন লর্ড ডালহৌসি ⁻ মাত্র ৩৬ বছর বয়সে। তিনিই 'ডকট্রিন অফ ল্যাপস' চালু করলেন, যে নিয়ম অনুযায়ী কোনও রাজা সন্তানহীন অবস্থায় মারা গেলে তার দত্তক নেওয়া কোনও উত্তরাধিকারীকে রাজত্ব দিয়ে যেতে পারবেন না এবং রাজ্যটি ব্রিটিশ সরকারের হাতে চলে যাবে। এইভাবেই ব্রিটিশরা পাঞ্জাব, সিকিম, আওধ এবং উদয়পুর দখল করেছিল।

ঝাঁসিকেও এই ডকট্রিন অনুযায়ী ব্রিটিশ রাজের অংশ হিসাবে ঘোষণা করা হলে রানি গভর্নর জেনারেলকে চিঠি লিখে এক মাসের সময় চেয়েছিলেন।

কিন্তু ব্রিটিশরা তা প্রত্যাখ্যান করে এবং তাদের রাজপ্রাসাদ ছেড়ে তিনতলা ভবন 'রানি মহলে' যেতে বাধ্য করে।

রাজা গঙ্গাধর রাওয়ের একটা অদ্ভুত শখ ছিল। তিনি নারীদের মতো করে সাজতে ভালবাসতেন। বিষ্ণু ভট্ট গডসে তখন ঝাঁসিতে থাকতেন। তাঁর আত্মজীবনী 'মাই ট্রাভেলস, দ্য স্টোরি অফ দ্য ১৮৫৭ মিউটিনি'তে লিখেছেন, 'গুজব ছড়িয়েছিল যে গঙ্গাধর রাও নাকি কখনও কখনও নারীদের মতো আচরণ করতে শুরু করেছেন।

তিনি হঠাৎ প্রাসাদের ছাদে চলে যেতেন, পুরুষদের পোশাক বদলিয়ে শাড়িচোলি পরতেন। হাতে চুড়ি, গলায় মুক্তোর মালা, নাকছাবি, পায়ে মলও পরতেন তিনি, লিখেছেন বিষ্ণু ভট্ট গডসে। লক্ষ্মীবাঈ তার স্বামী সম্পর্কে কী ভাবতেন, সে সম্পর্কে কোন প্রামাণিক প্রমাণ বা দলিল নেই।

কেমন দেখতে ছিলেন রানি লক্ষ্মী বাঈ?

রানি লক্ষ্মীবাঈ তখন সে যুগের বিখ্যাত আইনজীবী জন ল্যাংয়ের পরামর্শ করেন।

মি. ল্যাং অস্ট্রেলিয়ার বাসিন্দা ছিলেন এবং ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে একাধিক মামলা জিতেছিলেন। তিনি মিরাটে থাকতেন আর সেখান থেকে 'মুফাসসিল' নামে একটি পত্রিকা বের করতেন। তিনি ফারসি ও হিন্দুস্তানি বলতে জানতেন।

রানি তাকে ঝাঁসিতে ডেকে গোটা বিষয়টি ব্যাখ্যা করেন। রীতি অনুযায়ী রানি পর্দার আড়ালেই ছিলেন, কিন্তু ঘটনাচক্রে মি. ল্যাং রানিকে দেখে ফেলেন।

জন ল্যাং তার বই 'ইন দ্য কোর্ট অফ রানি অফ ঝাঁসি'তে লিখেছেন, 'রানির পুত্র হঠাৎই পর্দাটা সরিয়ে ফেলেছিল আর আমি কয়েক মুহূর্তের জন্য রানিকে দেখার সুযোগ পেলাম। তিনি ছিলেন মাঝারি উচ্চতার এক নারী, মুখটা গোলাকার। গায়ের রং ছিল গমের মতো। একটি সোনার কানের দুল ছাড়া আর কোনও গয়না ছিল না। তার পরনে ছিল সাদা মসলিনের শাড়ি।

'তার গলার আওয়াজ খুব কর্কশ ছিল। ছেলে পর্দা সরিয়ে দিতেই তিনি একটু রেগে গেলেন, তারপর হাসতে হাসতে বললেন, 'আশা করি আমাকে দেখার পরে আমার প্রতি তোমার সহানুভূতি কমে যাবে না।'

এর জবাবে আমি বলেছিলাম, 'গভর্নর জেনারেল যদি আমার মতো তোমাকে দেখার সুযোগ পেতেন, তিনি অবিলম্বে তোমাকে ঝাঁসি ফিরিয়ে দিতেন।'

মি. ল্যাংয়ের সঙ্গে রানির কয়েক ঘন্টা ধরে পরামর্শ চলল। মি. ল্যাংয়ের সাহায্যে গভর্নর জেনারেল ডালহৌসির কাছে আবেদন করেন রানি।

তাকে ১৮০৪, ১৮১৭ এবং ১৮৩২ সালের চুক্তির কথা মনে করিয়ে দিয়ে রানি লক্ষ্মীবাঈ লিখলেন, যে ওইসব চুক্তিতেই রামচন্দ্র রাও এবং তার উত্তরাধিকারীদের ঝাঁসির শাসনের অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছিল।

কিন্তু ডালহৌসি সেই আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন। ব্রিটিশরা ঝাঁসি দখল করল ১৮৫৪ সালে। ক্যাপ্টেন আলেকজান্ডার স্কিনকে ঝাঁসিতে সুপারিন্টেনডেন্ট হিসাবে নিযুক্ত করা হয়।

রানির পেনশন নির্ধারিত হয় এবং ব্রিটিশরা কৃষকদের কাছ থেকে জমির কর আদায় শুরু করে।

এক সময় রানিও বারাণসীতে ফিরে যাওয়ার জন্য মনস্থির করে ফেলেছিলেন কিন্তু তার উপদেষ্টারা ফিরে যেতে নিষেধ করেছিলেন।

তখনই লক্ষ্মীবাঈ আবার ঘোড়ায় চড়া শুরু করেন। তাকে ঝাঁসির চারপাশে ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে দেখা যেত।

তখন যদিও তিনি আর রানি ছিলেন না, তবুও প্রতি সন্ধ্যায় নিয়ম করে তার দরবার বসত।

তিনি প্রায়ই সাদা রঙের চান্দেরি শাড়ি পরতেন কিন্তু কখনও আবার পুরুষদের মতো ঢোলা পায়জামা, আঁটোসাটো কোটও পরতেন, মাথায় থাকত পাগড়ি।

ঝাঁসি দখলের বিরুদ্ধে বারে বারেই তিনি ব্রিটিশ সরকারের কাছে আবেদন করতে থাকেন ১৮৫৬ সাল পর্যন্ত।

কিন্তু ব্রিটিশরা তার কথা শোনেনি।

১৮৫৭'র বিদ্রোহ

মিরাটে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু হয় ১৮৫৭ সালের মে মাসে।

খুব দ্রুতই উত্তর ভারতে ছড়িয়ে পড়ে বিদ্রোহ। ঝাঁসিতে অবস্থানরত ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর অধিকাংশ সৈন্যই ছিল ভারতীয়।

দ্বাদশ নেটিভ ইনফ্যান্ট্রির সৈন্যরা ৫ জুন, ১৮৫৭ ঝাঁসি দুর্গ দখল করে কারাগারে থাকা সব বন্দীদের মুক্তি দিয়ে দেয়।

ঝাঁসিতে যেসব ব্রিটিশরা ছিলেন, তারা প্রাণ বাঁচাতে দুর্গে আশ্রয় নেন আর তাদের রক্ষা করার জন্য রানি লক্ষ্মীবাঈকে বার্তা পাঠান।

কিন্তু রানি কোনও জবাব দেন নি।

তিনদিনের মধ্যেই সেখানে বসবাসকারী সব ব্রিটিশ নারীপুরুষ আর শিশুকে হত্যা করা হয়। ব্রিটিশরা পরে দাবি করেছিল যে ওই হত্যাকাণ্ডের পিছনে রানির সমর্থন ছিল, তবে এর পক্ষে কোনও জোরদার প্রমাণ নেই। বিদ্রোহী সৈন্যরা দিল্লির দিকে রওনা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রানি ঝাঁসির নিরাপত্তার দিকে মনোযোগ দিলেন।

তিনি ততদিনে 'রানি মহল' থেকে দুর্গের ভেতরে তার প্রাসাদে ফেরত চলে এসেছেন, প্রতিদিন নিয়ম করে দরবারও বসাচ্ছেন।

ঝাঁসিতে আবারও শুরু হয় অস্ত্র, বন্দুক, গুলি আর বারুদ তৈরি। লক্ষ্মী বাঈ একটি টাকশালও চালু করেছিলেন।

গরীবদের মধ্যে খাবার আর বস্ত্র বিতরণ করা হত।

ওই সময়েই তিনি সৈন্যদের মতো পোশাক পরতে শুরু করেন।

বিষ্ণু ভট্ট গডসে লিখেছেন, 'দুটি রৌপ্য পিস্তল এবং রত্নখচিত একটি তলোয়ার তার কোমরবন্ধ থেকে ঝুলত। তিনি চুলে একটি বড় খোঁপা করতে শুরু করলেন। তাকে অনেকটা দেবীর মতো দেখতে লাগত সেই সময়ে। ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়াই করার সিদ্ধান্ত ততদিনে নিয়েই ফেলেছিলেন রানি লক্ষ্মীবাঈ।

দুর্গে আটা, ঘি আর চিনি মজুত করা শুরু হয়। ব্রিটিশরা আক্রমণ করলে যাতে তারা প্রচণ্ড গরমে গাছের ছায়াও না পায়, তাই তিনি দুর্গের আশেপাশের সব গাছ কেটে ফেলার আদেশ দেন।

ঝাঁসির রানির বিদ্রোহ দমন করতে যুক্তরাজ্য থেকে সৈন্য আনা হয়। তাদের নেতৃত্বে ছিলেন জেনারেল হিউজ রোজ।

যুদ্ধের ময়দানে ততদিনে বেশ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তিনি।

ঝাঁসি দুর্গের প্রাচীর ভেঙ্গে ফেলার জন্য ব্রিটিশ সেনাবাহিনী ১৮ পাউন্ড ওজনের তোপ দাগতে লাগল, অন্যদিকে রানি আর তার সৈন্যরা ব্রিটিশ সেনার বিরুদ্ধে কঠোর প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন।

তাদের প্রতিরোধ দেখে জেনারেল রোজ এতটাই বিস্মিত হয়েছিলেন যে এম. ম্যান্সফিল্ডকে পাঠানো একটি চিঠিতে সম্ভ্রমের সঙ্গে তিনি লেখেন, 'বিদ্রোহীদের গোলন্দাজ দলের প্রধান গোলাম ঘৌস খান একজন দুর্দান্ত গোলন্দাজ।

নিজেদের ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে নিয়ে তিনি যেভাবে আমাদের মোকাবিলা করেছেন আর পাল্টা আক্রমণ করেছেন বারবার গোলা বর্ষণ করে, তা দেখার মতো। অনেক জায়গায় তাকে আমাদের সঙ্গে সমান তালে লড়াই করতে দেখা গেছে।'

যুদ্ধের মধ্যেই প্রতিদিন বিকেলে রানি ঘোড়ায় চড়ে তার ঘাঁটি পরিদর্শন করতেন, আর সৈন্যদের উৎসাহ দিতেন।

তবে রানির সেনাবাহিনী বেশিদিন ব্রিটিশদের চাপ সহ্য করতে পারেনি।

ব্রিটিশ সৈন্যরা ৩ এপ্রিল, ১৮৫৮ সালে ঝাঁসি দুর্গের প্রাচীর লঙ্ঘন করতে সফল হয়। সেটা ছিল ৩ এপ্রিলের মাঝরাত। রানি লক্ষ্মীবাঈ তার কয়েকশ সৈন্যকে দুর্গের চত্বরে জড়ো হওয়ার নির্দেশ দেন।

ইরা মুখৌটি লিখেছেন, 'রানি তার ঘোড়সওয়ার সৈন্যদের নিয়ে দুর্গ থেকে নেমে এসে একটা খোলা মাঠে হাজির হলেন। একটি রূপালী রঙের ঘোড়ায় চড়েছিলেন তিনি। হাতে ছিল রূপার হাতল দেওয়া একটি তলোয়ার। রানি পরের কয়েক সপ্তাহ বুন্দেলখণ্ডের গ্রামীণ এলাকায় কাটিয়েছেন। সেখানে তখন এত গরম ছিল যে হাতিদের চোখ থেকেও জল বেরিয়ে আসত। রানি এবং তার সৈন্যরা প্রায় ১৫০ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে কাল্পিতে পৌঁছান। ১৮৫৭'র মহাবিদ্রোহের অন্যতম নেতা তাঁতিয়া টোপি আর তার সহযোগীরা আগেই সেখানে পৌঁছে গিয়েছিলেন। সেই সময়ে বিষ্ণু ভট্ট গডসে রানির সঙ্গে দেখা করার সুযোগ পান। তিনি তার আত্মজীবনীতে লিখেছেন, 'রানি একজন পাঠান পুরুষের মতো পোশাক পরেছিলেন। তার মুখ ধুলোয় ঢেকে গিয়েছিল, খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছিল।

গ্রিসের প্রিন্স মিশেলের 'দ্য কুইন অফ ঝাঁসি' বইয়ে রানির শেষ মুহূর্ত বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রিন্স মিশেল লিখেছেন, 'রানির সৈন্যরা তাকে তুলে নিয়ে আসে পাশের একটা মন্দিরে। সেখানকার পুরোহিত গঙ্গার জল দিয়ে রানির শুকনো ঠোঁট ভিজিয়ে দেন। রানি তখন শেষ নিঃশ্বাস নিচ্ছেন। ভাঙ্গা গলায় তিনি বললেন, আমি দামোদরকে তোমাদের দায়িত্বে রেখে যাচ্ছি। রানি লক্ষ্মীবাঈয়ের স্বামী, রাজা গঙ্গাধর রাও মৃত্যুর ঠিক আগের দিন দামোদর রাওকে দত্তক পুত্র হিসাবে অনুষ্ঠান করে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। গলা থেকে মুক্তার মালাটা খোলার চেষ্টা করলেন রানি। তারপর কোনওমতে বললেন, আমি চাই না যে ব্রিটিশরা আমার মৃতদেহটা পাক।

এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই রানি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

সেখানে উপস্থিত রানির সৈন্যরা কিছু কাঠ জড়ো করে তার মৃতদেহ জ্বালিয়ে দেয়। যখন রডরিক ব্রিগস মন্দিরে পৌঁছলেন, সেখানে সবকিছু একেবারে শান্ত ছিল।

রানির অনেক সৈন্যদের রক্তাক্ত মৃতদেহ পড়ে ছিল সেখানে। তখনই তার চোখে পড়ে একটি চিতা। চিতাটা তখন প্রায় নিভে আসছে।

বুট দিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন মি. ব্রিগস। তখনই তিনি দেখতে পান পোড়া দেহাবশেষ। হাড়গুলো প্রায় ছাই হয়ে গিয়েছিল।'

সাময়িকী

জার্মানির সেরা গন্তব্য কোলনের ক্যাথিড্রাল

ভ্রমণের গন্তব্য হিসেবেও জার্মানির গুরুত্ব বাড়ছে। গোটা দেশজুড়ে নানা দর্শনীয় স্থান থাকলেও পর্যটকরা বিশেষ কিছু জায়গায় বেশি ভিড় করছেন। সেরা পাঁচটি জনপ্রিয় গন্তব্যের দিকে নজর দেওয়া যাক।

কেয়ার্স্টিন স্মিট
কলামিস্ট

জার্মানি ভ্রমণের পরিকল্পনা করছেন এবং ভাবছেন, কোন কোন জায়গা দেখা উচিত? ২০২২ সালের পরিসংখ্যানের উপর চোখ বোলালে পাঁচটি সেরা জনপ্রিয় গন্তব্য চোখে পড়বে। পঞ্চম স্থানে রয়েছে এসেন শহরে সলফ্যারাইন কয়লাখনি কমপ্লেক্স। গত বছর প্রায় ১৬ লাখ মানুষ সেখানে গিয়েছিলেন। সেটি এককালে বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম কয়লাখনি ছিল। আজ জায়গাটি এক শিল্পসৌধ এবং ইউনেস্কোর ঐতিহ্য তালিকার অন্তর্গত। বিশাল এলাকা জুড়ে কনসার্ট, উৎসব ও চলচ্চিত্র প্রদর্শন করা হয়। শিল্পক্ষেত্রের ইতিহাসও সেখানে চোখে পড়ে। সেখানকার বিশাল টাওয়ারকে 'রুয়র অঞ্চলের আইফেল টাওয়ার' বলা হয়। সবাই সেটির ছবি তুলতে ভালোবাসেন।

এবার বার্লিনে ফেরা যাক। চতুর্থ স্থানে রয়েছে 'টোপোগ্রাফি অফ টেরর'। পট্সডামার প্লাৎসের কাছে জায়গাটি ১৮৩৩ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত নাৎসি আমলের কুখ্যাত গেস্টাপো, এসএএস বাহিনী ও রাইশ সিকিউরিটির সদর দপ্তর হিসেবে কাজে লাগানো হয়েছিল।

সেখানেই নাৎসিদের অনেক কুকীর্তির পরিকল্পনা ও ব্যবস্থপনা করা হয়েছে। এখন সেই জায়গায় জার্মান ইতিহাসের নৃশংস সেই অধ্যায়ের স্মৃতি অমর করে রাখা হয়েছে। অপরাধী ও অপরাধের শিকার হয়েছেন যে সব মানুষ, তাদের সম্পর্কে তথ্য সেখানে পাওয়া যায়।

তৃতীয় স্থানে রয়েছে বার্লিনের 'মিউজিয়াম দ্বীপ' বলে পরিচিত এলাকা। ইউনেস্কোর ঐতিহ্য তালিকাভুক্ত সেই জায়গায় বছরে প্রায় ২২ লাখ মানুষ ঢুঁ মারেন। সেখানে মোট পাঁচটি মিউজিয়াম রয়েছে। সেই সব মিউজিয়ামে মানবজাতির প্রায় ৬,০০০ বছরের ইতিহাসের অনেক নিদর্শন দেখা যায়। প্রাচীন মিশরের রানি নেফারতিতির বিশ্ববিখ্যাত আবক্ষ মূর্তি ও প্যার্গামন অল্টার বিশেষ আকর্ষণ। মাসের প্রথম রোববার বার্লিনের অনেক মিউজিয়ামে বিনামূল্যে প্রবেশ করা যায়। মিউজিয়াম দ্বীপও সেই তালিকায় রয়েছে।

দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে হামবুর্গ শহরের এলবে ফিলহার্মোনি কনসার্ট হল। বছরে প্রায় ২৮ লাখ মানুষ সেই জায়গা দেখতে আসেন। বন্দর এলাকায় পুরানো এক ইটের তৈরি গুদামের ভিত্তির উপর চমকপ্রদ সেই ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। ছাদের উপর এলোমেলো কাচের কাঠামো সমুদ্রের ঢেউয়ের কথা মনে করিয়ে দেয়। হামবুর্গের মতো বন্দর শহরে এমন ভবন বেশ মানানসই, তাই না?

এখন এলবে ফিলহার্মোনি ভবনটির বয়স প্রায় ছয় বছর। কিন্তু এখনো সেখানে কনসার্টের টিকিট পাওয়া বেশ কঠিন। তবে সেই স্থাপত্য ঘুরে দেখার অন্য উপায়ও রয়েছে। কোনো প্রবেশমূল্য ছাড়াই ভিজিটর প্ল্যাটফর্মের উপর থেকে শহরের অসাধারণ দৃশ্য দেখা যায়। এবার প্রথম স্থানের নাম জানতে ইচ্ছে করছে তো? জার্মানির সবচেয়ে জনপ্রিয় গন্তব্য হচ্ছে কোলোন শহরের ক্যাথিড্রাল। ২০২২ সালে প্রায় ৪৩ লাখ মানুষ সেখানে পা রেখেছেন। সেই চমকপ্রদ গির্জার বৈশিষ্ট্য কম নয়। ১৫৭ মিটার উচ্চতার এই ভবনটি বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম গির্জা। কেন্দ্রীয় অংশটি প্রায় ১৪৪ মিটার দীর্ঘ। সেখানে প্রায় ৪,০০০ মানুষের সমাগম সম্ভব। ৫৩৩টি সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠলে কোলন শহরের অসাধারণ দৃশ্য দেখা যায়। গথিক যুগের মাস্টারপিস হিসেবে পরিচিত কোলোন ক্যাথিড্রাল ইউনেস্কো ঐতিহ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত।

পাঠকের চিঠি

হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে জি.ডির ব্যাবস্থা করা হোক

করোনা সংক্রমণ বাড়তে থাকার কারণে কলকাতা পুলিশ জিডি করার অভিনব উদ্যোগ নিয়েছে । থানার নির্দিষ্ট মোবাইল নম্বরে ফোন করে, ভিডিও কল করে জিডি করার অভিনব প্রয়াস প্রশংসনীয় । তবে ফোন কলের মাধ্যমে জি.ডি করতে সমস্যাও হবে যেমন ঃ যিনি জি.ডি করার জন্য ফোন করবেন সেই ফোন অন্য ফোনকলে ব্যস্ত থাকলে অপরজনকেও ফোনে ব্যস্ত বলবে । তাই জিডি করতে অভিযোগ বা সমস্যা দরখাস্ত আকারে লিখে থানার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য বলা হোক । যাঁরা দরখাস্ত লিখতে পারবেন না তাঁরা অন্য কোনো শিক্ষিত মানুষের কাছে দরখাস্ত লিখে নিতে পারেন কিম্বা কিছু ক্ষেত্রে ফোনেও জিডি করা যাবে । যাঁদের নিজস্ব হোয়াটসঅ্যাপ নেই তাঁরা অন্য কোনো সচেতন ব্যাক্তির হোয়াটসঅ্যাপের সুযোগ নিতে পারেন জি.ডি করার ক্ষেত্রে । হোয়াটসঅ্যাপে মাধ্যমে জিডি করা সুবিধাজনক হবে । দরখাস্ত হোয়াটসঅ্যাপ থেকে ডাউনলোড, প্রিন্ট আউট করে থানার পুলিশকর্তারা জেনারেল ডায়রিতে এন্ট্রি করতে পারবেন । হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে দরখাস্তের প্রতিলিপি নেওয়া হোক । করোনা পরিস্থিতিতে জি.ডি করতে থানাতে ভিড় না করে মোবাইলে হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে জি.ডি করার ব্যবস্থা চালু করলে কলকাতা পুলিশের সুবিধা হবে । শুধু কলকাতা পুলিশের ক্ষেত্রে নয় রাজ্য পুলিশের ক্ষেত্রেও রাজ্যের প্রতিটি থানাতেই জিডি করার জন্য এমন ব্যবস্থা চালু করতে পারলে প্রতিটি থানার ক্ষেত্রেই সুবিধা হবে । এখন সর্বক্ষেত্রেই অনলাইনের কাজ মোবাইলের মাধ্যমে করা যায় । পুলিশের কর্মকর্তা, সাধারণ মানুষ সহ সব ধরনের মানুষের এতে সুবিধার্থে থানাতে জিডি করা হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে প্রক্রিয়াকরণ শুরু হোক ।

মহম্মদ ওয়াশিম, কাজীপাড়া, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌন্দী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জ্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফ্যাক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

ইউনাইটেড আদিবাসী সামাজিক সংগঠন হুল দিবসে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছে

বাইক রোড শো বের করে সিভিল কোডের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাই

সুধীর গোরাই

জামশেদপুরঃযৌথ আদিবাসী সামাজিক সংগঠন চান্ডিল মহকুমা শুক্রবার শহীদ বিরসা মুন্ডা সেতু কামারগৌড়া থেকে শহীদ গঙ্গানারায়ণ সিং চক পুন্ডিশিলি, শহীদ সিদো কানহু চক চান্ডিল গোলচক্কর, শহীদ ফুলো ঝাঁনো চক পর্যন্ত একটি বিশাল বাইক রোডশো বের করে। এ উপলক্ষে একে একে ফুল দিয়ে সকল শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়। অভিন্ন সিভিল কোড আইনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাতে একটি বিশাল রোডশো বের করা হয়। রোড শো শেষে গৌরাঙ্গকোচায় আযোজিত জনসভায় অংশ নেন । এই উপলক্ষে, ইউনাইটেড ট্রাইবাল সোশ্যাল অর্গানাইজেশন চান্ডিল মহকুমার মুখপাত্র সুধীর কিস্কু বলেছেন যে অভিন্ন নাগরিকত্ব কোড আইন আদিবাসী সমাজের গলায় ফাঁস। এই আইন কার্যকর হলে আদিবাসী সমাজের পরিচয় ও অস্তিত্ব শেষ হয়ে যাবে। আদিবাসী সমাজের মৌলিক পরিচয় শেষ হয়ে যাবে। উপজাতীয় সমাজের কাস্টোমারী আইনের অবসান ঘটবে। ইউনাইটেড ট্রাইবাল সোশ্যাল অর্গানাইজেশনের মানিক সিং সরদার তার বিবৃতিতে বলেন, আদিবাসী সমাজ তার অধিকার, পরিচয় ও ইতিহাস রক্ষায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কোনো মূল্যে আমরা আমাদের ইতিহাস, অধিকার ও পরিচয় মুছে যেতে দেব না। তিনি আরও বলেন, ইউনিফর্ম সিভিল কোড আইন আদিবাসী সমাজের জন্য একটি কালো আইন। আদিবাসী সমাজ যে কোনো মূল্যে তা ব্যর্থ করবে। সিএনটিএসপিটি আইন, পেশা আইন, পঞ্চম তফসিল এবং ষষ্ঠ তফসিল এই আইনের সাথে শেষ হবে। এই উপলক্ষ্যে শ্যামল মারডি, পরগনা রামেশ্বর বেসরা, শ্যাম সিং সর্দার, সুখরাম হেমব্রম, চারুচাঁদ কিস্কু, রবিন্দর সর্দার, জগদীশ সিং সর্দার, ভদ্রু সিং সর্দার, লক্ষন সিং, সুরেন্দর সিং জ্যোতিলাল বেসরা, ধনেশ্বর মুর্মু, ভাদুডিহ মাঝি বাবা বুদ্ধেশ্বর মার্ডি, ডোমেন মারডি, ডোমেন মারডি , জগন্নাথ কিস্কু, রবীন্দ্রনাথ সিংহ, বধূসূদন হেমব্রম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

ভারতীয় সেনাবাহিনীর তেজপুর ভিত্তিক গজরাজ কর্পস পরিদর্শন রাজ্যপাল গুলাব চাঁদ কাটারিয়ার

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ শোনিতপুর জেলার ভারতীয় সেনাবাহিনীর তেজপুর ভিত্তিক গজরাজ কর্পস পরিদর্শন করেছেন রাজ্যপাল গুলাব চাঁদ কাটারিয়া। বৃহস্পতিবার গজরাজ কর্পস পরিদর্শনকালে রাজ্যপাল বীরদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে কর্পস হেডকোয়ার্টার্সে যুদ্ধ স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

ভারতীয় সেনাবাহিনীর তেজপুর ভিত্তিক গজরাজ কর্পসের সৈন্যদের উদ্দেশে ভাষণ দেওয়ার সময় রাজ্যপাল গুলাব চাঁদ কাটারিয়া ভারতীয় সেনাবাহিনীর অবদান এবং গজরাজ কর্পসের সৈন্যদের নিষ্ঠা ও নিঃস্বার্থ নিষ্ঠার প্রশংসা করেছেন। ভারতীয় সেনাবাহিনী জাতিকে রক্ষা করতে এবং কয়েক দশকের সহিংসতার পর অসমে শান্তি ফিরিয়ে আনতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। উল্লেখ্য তেজপুর মিলিটারি স্টেশনের আলবার্ট এক্কা অডিটোরিয়ামে ভাষণ দেওয়ার পর চা খাওয়ার সময় সৈন্যদের সাথে অনানুষ্ঠানিকভাবে মতবিনিময় করেন রাজ্যপাল গুলাব চাঁদ কাটারিয়া। ভারতীয় সেনাবাহিনীর গুয়াহাটি স্থিত পিআরও লেফটেন্যান্ট কর্নেল মহেন্দ্র রাওয়াত এক প্রেস বিবৃতির মাধ্যমে এই তথ্য প্রকাশ করেছেন।

মাধ্যমিক পরীক্ষার খাতা পুনর পরীক্ষণ করার পর দশম স্থান দখল নলবাড়ির জেসিকা মেজবিনের

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ চলতি বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষার খাতা আরটিআইয়ের মাধ্যমে পুনঃ পরীক্ষণ করার পর অবশেষে দশম স্থান দখল করেছে নলবাড়ির পূব কালাকুচি গ্রামের জেসিকা মেজবিন। মারোয়া শংকরদেব শিশু নিকেতনের ছাত্রী জেসিকা মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফলে মোট ৫৩৮ নম্বর নম্বর দখল করেছিল। তবে এই নম্বরে সন্তুষ্ট না হয়ে আরটি এর মাধ্যমে মাধ্যমিক পরীক্ষার খাতা পুনর পরীক্ষনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এই ছাত্রী। অবশেষে মেট্রিক পরীক্ষার পুনঃ পরীক্ষণের ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এই ফলাফল অনুসারে জেসিকা মেজবিন ৫৮৫ নম্বর পেয়ে সারা রাজ্য ভিত্তিতে দশম স্থান দখল করতে সক্ষম হয়েছে। পুনঃ পরীক্ষণ এর মাধ্যমে গণিত বিষয়ে ৯৯ নম্বর পেয়েছে এই ছাত্রী। সারা রাজ্য ভিত্তিতে দশম স্থান দখল করতে সক্ষম হওয়া জেসিকা মেজবিন অত্যন্ত খুশি বলে মন্তব্য করেছে। প্রসঙ্গত ২০২৩ সালের ৩ মার্চ রাজ্যে শুরু হওয়া মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছিল গত ২২ মে। এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁসসহ নানা বিতর্কে সৃষ্টি হয়েছিল। এক্ষেত্রে পুলিশ তথা সিআইডিতে মামলা পর্যন্ত রজ্জু করা হয়েছে। ইতিমধ্যে সিআইডি এই বিষয়ে আদালতে অভিযোগনামা দাখিল করেছে। তবে মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের ক্ষেত্রেও ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ব্যাপক উৎকণ্ঠা পররক্ষিত হয়েছিল। অবশেষে আগাম কোন ধরনের ঘোষণা ছাড়াই গত ২২ মে সকাল দশটা নাগাদ আচমকা মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছিল।

'বিদেশিরা কখনোই আমাদের সমস্যার সমাধান দিতে পারেনি'

ঢাকা ঃ আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন ঘিরে বিদেশিদের নানা ধরনের তৎপরতা শুরু হয়েছে। আমার ব্যক্তিগত মত হল, এটা নিদারুন অপছন্দ। এটা যে নতুন কিছু তা না। এটা হচ্ছে, মাঝখানে ছিল না, আবার শুরু হয়েছে। এটা আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। আমাদের প্রধান দুই রাজনৈতিক দল তো ইতিমধ্যে বিদেশিদের কাছে দৌঁড়ঝাপ শুরু করেছে। অনেকগুলো বৈঠকও হয়েছে। তাহলে আমরাই কী তাদের হস্তক্ষেপের জন্য ডেকে আনছি না? এ কথার মধ্যে অনেকটা সত্যতা আছে। এক সময় বাংলাদেশের সব রাজনৈতিক দলই কখনও না কখনও বিদেশি দূতাবাসে গেছে। বিদেশিরা তাদের পক্ষে কিছু বললে খুশি হয়েছে। এটা আমি ইতিহাসের ছাত্র হিসেবে অস্বীকার করতে পারব না। কিন্তু কখনই আমাদের কাছে, ব্যক্তিগতভাবে আমার কাছে এটা গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি। কারণ আমরা বঙ্গবন্ধুর সময়ের জেনারেশন। আমরা ওই সময় তো এতো নিদারুন কষ্ট দেখিনি যে, বিদেশিরা কখনও কোন কথা বলার সাহস পেয়েছে। এটা সঠিকভাবে আমি বলতে পারব না। তবে একটা কথা বলতে পারি, বঙ্গবন্ধুর অনেক সমালোচনা আমরা করতে পারি, তার আত্মমর্যাদা জ্ঞান এখন প্রখর ছিল যে, কোন বিদেশি এখানে কিছু বলবে সেই সাহস কারও ছিল না। এখানে ব্যক্তিত্বের ব্যাপারও আসে। আমার মনে হয়, খুব সম্ভবত জিয়াউর রহমানের আমলের শেষের দিকে বা এরশাদ সরকারের সময়। আমরা তখন স্বৈরশাসন থেকে মুক্তি পেতে বিদেশিদের কাছে ধরণা দেওয়া শুরু করেছিলাম। সেই ধারা এখনও চলছে। এটার অবসান হওয়া বাঞ্ছনীয়। কখনই পাইনি। কোন সময় ঠিক খেয়াল নেই, বিএনপির সময় বা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় জাতিসংঘ থেকেও দূত প্রেরণ করা হয়েছিল, তখনও কোন কাজ হয়নি। আমার মনে হয়, মূল সমস্যাটা অন্যখানে। সারাবিশ্বের মধ্যে বাংলাদেশ একমাত্র দেশ যেখানে স্বাধীনতার পক্ষের এবং স্বাধীনতার বিপক্ষের শক্তি আছে। পৃথিবীর কোন দেশে তা নেই। ভারতেও নেই। সব যদি স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি হয় তাহলে একটা মীমাংসায় পোঁছানো যায়। কিন্তু বিপরীত দিকে যদি একটা অবস্থান থাকে তাহলে তো মিলতে পারে না। সংকটটা এখানেই তৈরি হয়েছে। আমরা সর্বশেষ যেটা দেখলাম বিএনপি ৩৩ জন পুলিশ কর্মকর্তাসহ ৪৩ জনের একটি তালিকা বিভিন্ন দূতাবাসে জমা দিয়েছে। অন্যদিকে আওয়ামী লীগ নেতা মোহাম্মদ এ আরাফাত মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ব্লিংকেনকে বিএনপির নির্বাচন বিরোধী বক্তব্য সম্বলিত অডিও ভিডিও দিয়ে চিঠি লিখেছেন। তাহলে তারা হস্তক্ষেপ কেন করবে না? আমরা তাদের প্রশ্রয় দিচ্ছি। দুই নম্বর হচ্ছে, মার্কিন ভিসানীতি নিয়ে অনেক কথা হচ্ছে, কিন্তু এর কারণটা আমি বুঝে উঠতে পারছি না। বাংলাদেশের সবাই কী যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার জন্য ভিসার আবেদন করেছে? তা তো করেনি। এলিট শ্রেনীর জন্য এটা একটা বিপদ হতে পারে। কিন্তু অন্য শ্রেনীর যারা আছেন তাদের জন্য এই ভিসানীতি কী সমস্যার সৃষ্টি করবে সেটা আমি বুঝতে অক্ষম। মার্কিন ভিসানীতি যে শুধু আওয়ামী লীগের জন্য তা তো নয়। এখানে বলা হয়েছে, যে কেউ। এটা বিএনপি হতে পারে, জাতীয় পার্টি হতে পারে, আওয়ামী লীগও হতে পারে। আমি মনে করি, এগুলো রাজনৈতিক ইস্যু হওয়া উচিৎ নয়। তবে বিএনপি কিছু একটা করলে, আওয়ামী লীগকে পাল্টা কিছু একটা করতে হবে, আবার আওয়ামী লীগ কিছু একটা করলে বিএনপিকে পাল্টা কিছু একটা করতে হবে, সেই সংস্কৃতি থেকে আমরা তো এখনও মুক্ত হইনি। সুতারাং আমরা কী চাচ্ছি বা না চাচ্ছি তাতে কিছু যায় আসে না। তারা তাদের মতো করবে। আরাফাতের চিঠির বিষয়টি আমি শুনিনি। তারা কোন ভূমিকাই রাখতে পারেন না। তারা পক্ষ নিয়ে বলতে পারেন, আকার ইঙ্গিতে বলতে পারেন, চাপ সৃষ্টি করতে পারেন এবং অনেক কিছু দাবি করতে পারেন। একটা বিষয় মনে রাখতে হবে, রাশিয়াকে কী আমেরিকা এই কথা বলবে? বলবে না। ইংল্যান্ডকে কী বলবে, জার্মানিকে কী বলবে? বলবে না। কিন্তু গরীব দেশগুলোর উপর আমেরিকা সব সময় প্রভুত্বকারী এসব কথা বলে যাবে। আমাদের যেহেতু বাজার দরকার, আমাদের অর্থনীতি যেহেতু আমেরিকার সঙ্গে যুক্ত ফলে এটা আমাকে সহ্য করে যেতে হবে। যে যত সমালোচনাই করুক না কেন, আমি মনে করি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এখনও আত্মমর্যাদার সঙ্গে এগুলো সামলাচ্ছেন। এক্ষেত্রে তাকে সমর্থন দেওয়া আমি মনে করি কর্তব্য। এখানে আওয়ামী লীগ বা বিএনপি প্রশ্ন না, তিনি এখনও আত্মমর্যাদার সঙ্গে কথা বলছেন। যেদিন আমরা এসব কথা বলতে ব্যর্থ হবো সেদিন আমাদের সার্বভৌমত্ব নিয়ে প্রশ্ন উঠবে। অবশ্যই করে। কিন্তু আমি যেটা বুঝতে অক্ষম, আমাদের দেশে নির্বাচন কী ভারত করে দেবে? আমেরিকা করে দেবে? তারা কি প্রার্থী ঠিক করে দেবে? তারা কি এসে ভোট দেবে? নাকি তারা এসে ধানমন্ডিতে বসে প্রচার করবে ওমুককে ভোট দিন? তা তো না। তাহলে কেন বিষয়টি বারবার আসছে। আমাদের নির্বাচন নিয়ে আমেরিকা নানা কথা বলতে পারে। আমরাও আমেরিকার নির্বাচন নিয়ে নানা কথা বলতে পারি। কিন্তু আমরা সেটা বলতে পারব না। যেহেতু আমরা আমেরিকার উপর অনেক ক্ষেত্রে নির্ভরশীল। যদি নির্ভরশীল না হতাম তাহলে আমাদের জনগন বলত, আমেরিকার নির্বাচন কতটা যুক্তিযুক্ত হয়েছে? যেটা প্রকাশ্যে দেখা যাচ্ছে। এখানে গরীব ধনীর সম্পর্ক। আমাদের বাজার দরকার, ডলারে আমরা ব্যবসা করি, এসব মাথায় রেখেই সরকার হয়ত অনেকটা সংযত। বিএনপি যেটা বুঝতে পারছে না, ভবিষ্যতে তাকেও এই ধরনের অবস্থায় পরতে হতে পারে। আপনি বলছেন, বিএনপি বলছে তারা অনেকের তালিকা তৈরি করেছে। কিন্তু আমি গয়েশ্বরের বক্তব্য দেখলাম, সেখানে বলা হচ্ছে এই ধরনের কোনো তালিকাই তৈরি হয়নি। তাহলে কোথায় আমরা যাব সেটা আমি ঠিক জানি না। আমি তো আসলে বিষয়টি বুঝতে পারছি না। কানাডা তো ভিসা দিচ্ছে প্রচুর। তারা যাকে অবাঞ্ছিত মনে করবে ভিসা দেবে না। ভারতও অনেক ক্ষেত্রে দিচ্ছে না। বাংলাদেশও তো অনেককে দিচ্ছে না। আমি ভারতের ভিসার জন্য আবেদন করেছিলাম, আমাকে জিজ্ঞাসা করা হল ২০ বছর আগে আমি পাকিস্তান গেছি, কেন গেছি? আমি বলেছি, আমি তো কয়েকদিন আগেও ভারতে গেছি, এইভাবে প্রশ্ন তো হয় না। আমি পাকিস্তান যাওয়ার কারণে যদি ভিসা দিতে না চান তাহলে ভিসা দেবেন না। কিন্তু এই ধরনের প্রশ্ন করবেন না। আপনাদের দেশেরও তো অনেকে পাকিস্তান যাচ্ছে, তাদের এই প্রশ্ন করা হয়? আমি যদি কোন দেশে যেতে ইচ্ছুক হই সে দেশের জনগন আমাকে যেতে দিতেও পারে, নাও পারে। কিন্তু আমি যদি না যেতে চাই তাহলে সমস্যাটা কোথায়? আমার মনে হয়, এটার কোন সমাধান হবে না। দু'টি দল ইতিহাস, ঐতিহ্যগতভাবে অনেক বেশি পরস্পরবিরোধী। এর মধ্যে আবেগ আছে, প্রতিহিংসা আছে, অনেক কিছু আছে। সুতারাং আমি মনে করি, কোনোভাবেই সমাধান সম্ভব নয়। এইভাবেই হবে, নির্বাচনও হবে। নির্বাচন আমাদের মতোই হবে, বাকিটা আমি বলতে পারব না।

গুয়াহাটি লোকসভা কেন্দ্র ভিত্তিতে জ্যৈষ্ঠ নাগরিক সম্মেলন আযোজন রাজ্য বিজেপির

দলের নানা খামতি তুলে ধরার পাশাপাশি নানা পরামর্শ প্রদান সিনিয়র নাগরিকদের

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ আসন্ন ২০২৪ লোকসভা নির্বাচন এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের নবম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে অব্যাহত থাকা বিজেপির মহা জন সম্পর্ক অভিযানের অংশ হিসেবে জ্যৈষ্ঠ নাগরিকদের সঙ্গে মত বিনিময় অনুষ্ঠান আযোজন করা হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে সিনিয়র নাগরিকরা বিজেপির নানা খামতি সম্পর্কে উল্লেখ করার পাশাপাশি ভবিষ্যতের কর্মপন্থার জন্য দলটিকে বহু ইতিবাচক পরামর্শ দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নেতৃত্বে সরকারের নানা সফলতা এবং যাবতীয় পদক্ষেপ সম্পর্কে বিস্তারিত অবগত করিয়েছেন সাংসদ কুইন ওজা।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকারের নবম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে দীর্ঘদিন ধরে মহা জন সম্পর্ক অভিযান অব্যাহত রেখেছে বিজেপি। সারা দেশের পাশাপাশি রাজ্য বিজেপি এক্ষেত্রে ইতিমধ্যে নানা অনুষ্ঠান পালন করেছে। বৃহস্পতিবার মহানগরের বৈশিষ্ট স্থিত রাজ্য বিজেপির মুখ্য কার্যালয় অটল বিহারী বাজপেয়ী ভবনে দলের মহা জন সম্পর্ক অভিযানের অংশ হিসেবে গুয়াহাটি লোকসভা কেন্দ্রের বিশিষ্ট তথা জ্যৈষ্ঠ নাগরিক সম্মেলন আযোজন করা হয়েছিল। গুয়াহাটি লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত দশটি বিধানসভা কেন্দ্রের ১০০র অধিক সমাজের বিশিষ্ট নাগরিকদের সংবর্ধনা জানানোর পাশাপাশি তাদের সঙ্গে মতবিনিময় করা হয়েছে। বিজেপির আমন্ত্রণে অনুষ্ঠানে উপস্থিত সমাজের বিশিষ্ট তথা জ্যৈষ্ঠ নাগরিকরা দলের নানা নেতিবাচক দিক তুলে ধরেছেন। তারা বলেন বর্তমান একাংশ বিজেপির নেতাদের মধ্যে অহংকারের সৃষ্টি হয়েছে। ফলে ভবিষ্যতে দলের উন্নতির স্বার্থে বিজেপি নেতাদের এই অহংকার ত্যাগ করতে হবে। তাছাড়া দলের নেতাকর্মীদের মধ্যে যে গ্যাপ তৈরি হয়েছে সে বিষয়েও উল্লেখ করেছেন সিনিয়র নাগরিকরা। বিজেপি নেতাদের প্রযোজনের সময় যোগাযোগ করতে না পারার বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ বলে উল্লেখ করেছেন জ্যেষ্ঠ নাগরিকরা। তাদের কথায় দলের নেতাকর্মী ঐক্যবদ্ধভাবে দলের স্বার্থে কাজ করতে হবে। প্রতিটি দিকে সমানভাবে নজর দেওয়ার জন্য বিজেপি নেতাকর্মীদের পরামর্শ দিয়েছেন তারা। তাছাড়া প্রত্যেককে সমানভাবে গুরুত্ব দেওয়ার প্রতি মনোনিবেশ করার জন্য দলীয় নেতা কর্মীদের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। অন্যথা ভবিষ্যতে দলের জন্য বিপদের সৃষ্টি হতে পারে বলে আশঙ্কা ব্যক্ত করেছেন জ্যৈষ্ঠ নাগরিকরা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে গুয়াহাটি লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ কুইন ওজা বলেন দেশের জনপ্রিয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সবল নেতৃত্বে দেশ উন্নয়নের নতুন শিখরে উপনীত হয়েছে। সারা বিশ্বজুড়ে ভারতের চর্চা চলছে। বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে ভারত। বর্তমান প্রতিটি ক্ষেত্রে ভারত এগিয়ে যাচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। একইভাবে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নেতৃত্বে অসম সরকার সমাজের প্রতিটি স্তরে ইতিবাচক পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। মুখ্যমন্ত্রীর নানা ইতিবাচক পদক্ষেপ এর ফলে রাজ্যের আম জনতা অধিক শক্তিশালী হয়ে উঠেছেন। বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নয়নের দিকে তীব্র গতিতে এগিয়ে চলেছে অসম। মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে রাজ্যের প্রত্যেক শ্রেণীর সাধারণ জনতা ব্যাপকভাবে উপকৃত হয়েছেন বলেও অনুষ্ঠানে উপস্থিত জ্যৈষ্ঠ তথা বিশিষ্ট নাগরিকদের অবগত করিয়েছেন গুয়াহাটি লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ কুইন ওজা।এদিনের এই অনুষ্ঠানে রাজ্য বিজেপির গুয়াহাটি জেলা সভাপতি তপন চন্দ্র দাস, সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ শর্মা, জ্যৈষ্ঠ নাগরিক পরিষদের অধ্যক্ষ ড০ প্রদীপ ঠাকুরিয়া, অসম ফাইন্যান্স কর্পোরেশনের অধ্যক্ষ বিজয় গুপ্তা, গুয়াহাটি মহানগর জেলার প্রাক্তন সভাপতি বিচিত্র নারায়ণ কলিতা প্রমুখ দলের জ্যৈষ্ঠ কার্যকর্তা এবং কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

সারা দেশে জুড়ে কঠোর জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ আইন প্রবর্তনের দাবিতে সরব জনসংখ্যা সমাধান ফাউন্ডেশন

আগামী ১১ জুলাই রাজ্যের প্রত্যেক জেলা থেকে প্রধানমন্ত্রীকে স্মারকপত্র প্রদানের সিদ্ধান্ত

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ আগামী ১১ জুলাই বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস পালন করা হবে। দেশের জনসংখ্যা বিস্ফোরণের বিরুদ্ধে সর্বদা তৎপর হয়ে থাকা জনসংখ্যা সমাধান ফাউন্ডেশন এই দিবসকে কেন্দ্র করে নানা কার্যসূচি গ্রহণ করেছে। বিশেষ করে সেই দিন রাজ্যের প্রতিটি জেলার জেলা শাসকের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদিকে স্মারকপত্র পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মূলত দেশে একটি কঠোর জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ আইন প্রণয়ন করার দাবি জানিয়ে এই স্মারকপত্র প্রদান করা হবে বলে জানিয়েছেন জনসংখ্যা সমাধান ফাউন্ডেশনের অসমের অধ্যক্ষ পঙ্কজ তালুকদার। দেশে ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে জনসংখ্যা। ইতিমধ্যে প্রতিবেশী দেশ চীনকে অতিক্রম করে ভারত সারা বিশ্বের সর্ববৃহৎ জনসংখ্যা থাকা দেশ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। ভারতে হু হু করে জনসংখ্যা বাড়ার ফলে এর নেতিবাচক প্রভাব ইতিমধ্যে পরিলক্ষিত হচ্ছে। জনসংখ্যা বিস্ফোরণের ফলে ভবিষ্যতে সারা দেশ জুড়ে এক বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে বলে আশঙ্কা ব্যক্ত করেছে জনসংখ্যা সমাধান ফাউন্ডেশন। সংগঠনটির অসমের অধ্যক্ষ পঙ্কজ তালুকদার জানান সরকার এক্ষেত্রে অতি শীঘ্র পদক্ষেপ না নিলে এর ভবিষ্যৎ পরিণতি ভয়াবহ রূপ নেবে। ফলে সরকারকে শীঘ্রই একটি কঠোর জনসংখ্যার নিয়ন্ত্রণ আইন প্রণয়ন করার প্রযোজনীয়তা রয়েছে। এক্ষেত্রে তৎক্ষণাৎ ভাবে সিদ্ধান্ত নিতে হবে বলে মনে করছেন তিনি।

জনসংখ্যা বিস্ফোরণের বিষয়টি দীর্ঘদিন ধরে সরকারের কাছে উত্থাপন করেছে জনসংখ্যা সমাধান ফাউন্ডেশন। সংগঠনের অসম রাজ্য কমিটির অধ্যক্ষ পঙ্কজ তালুকদার জানান আগামী ১১ জুলাই বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস উদযাপন করা হবে। উপলক্ষে রাজ্যের প্রতিটি জেলাতে গুরুত্বপূর্ণ নানা কার্যসূচি পালন করবে জনসংখ্যা সমাধান ফাউন্ডেশন। তাছাড়া গুয়াহাটি মহানগরে কেন্দ্রীয়ভাবে এক্ষেত্রে বিশেষ অনুষ্ঠান আযোজনের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। তিনি জানান আগামী ১১ জুলাই অসমের প্রতিটি জেলার জেলাশাসকদের মাধ্যমে দেশের প্রধানমন্ত্রীকে স্মারক পত্র প্রদান করা হবে। মূলত দেশে একটি কঠোর জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ আইন প্রণয়ন করার দাবিতে এই স্মারক পত্র পাঠানো হবে বলে উল্লেখ করেছেন তিনি।

জনসংখ্যা সমাধান ফাউন্ডেশন অসমের অধ্যক্ষ পঙ্কজ তালুকদার বলেন সম্প্রতি সংগঠনের মহিলা শক্তি অসম এবং যুবশক্তি অসমের এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত করা হয়েছে। এই বৈঠকে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জনসংখ্যা সমাধান ফাউন্ডেশন এর বিভিন্ন জেলা কমিটি প্রধানমন্ত্রীকে স্মারক পত্র প্রদান কার্যসূচি সফলভাবে উদযাপন করার জন্য আগামী ১৫ দিনের মধ্যে প্রতিবেশী জেলাগুলোর সঙ্গে আলোচনা করে সংগঠনটির রাজ্য কার্যকর্তার উপস্থিতিতে সম্মিলিত প্রভাস কার্যসূচি আযোজনের জন্য নির্ধারিত দিন বারের সিদ্ধান্ত নেবে। তাছাড়া রাজ্য পর্যায়ের পাশাপাশি জেলা কমিটিগুলো নিজের নিজের জেলার শর্মা সংবাদ কর্মীদের সঙ্গে জনসংখ্যা সমাধান ফাউন্ডেশন অসমের যাবতীয় কার্যসূচি গুলো প্রচার করার ক্ষেত্রে গুরুত্ব প্রদান করার জন্য আলোচনা করবেন।

রাজ্যে প্রচারিত বিভিন্ন সংবাদপত্র তথা প্রচার মাধ্যমকে জনসংখ্যা বিস্ফোরণের ভয়াবহতার উপরে লেখা তথা আর্টিকেল প্রচার করার জন্য অনুরোধ জানানো হবে। জনসংখ্যা সমাধান ফাউন্ডেশনের প্রত্যেক কর্মী সংগঠনের লোগো সহ জনসংখ্যার নিয়ন্ত্রণ আইনের সমর্থনে একটি ব্যতিক্রমী স্লোগান প্রচার মাধ্যমে অহরহ ভাবে প্রচার করতে হবে। আগামী ১১ জুলাই প্রধানমন্ত্রীকে স্মারক পত্র প্রদানের পরেই গুয়াহাটি মহানগর এবং অসমের প্রতিটি জেলা সদরে একটি করে সাংবাদিক সম্মেলন আযোজন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে সংগঠনের কার্যকর্তাদের আগের থেকে আলোচনা করে যাবতীয় প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন জনসংখ্যা সমাধান ফাউন্ডেশনের অসমের অধ্যক্ষ পঙ্কজ তালুকদার।

জনসংখ্যা সমাধান ফাউন্ডেশন অসমের প্রচার সম্পাদক পিনাকী ধর বলেন জনসংখ্যা বিস্ফোরণ ভবিষ্যতে ভারতবর্ষের প্রতিটি রাজ্যে সমানভাবে প্রভাবিত করবে। ফলে এক্ষেত্রে একটি কঠোর জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ আইন প্রণয়ন করার ক্ষেত্রে প্রতিটি রাজ্য সমানভাবে তৎপর হয়ে উঠতে হবে। জনসংখ্যা বিস্ফোরণের ভয়াবহতা সমাজে বসবাস করি প্রত্যেক শ্রেণীর নাগরিকদের সম্মুখীন হতে হবে বলেও আশঙ্কা ব্যক্ত করেছেন তিনি। প্রচার সম্পাদক পিনাকী ধর জানান সময়ের প্রযোজন অনুসারে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ আইন বর্তমান সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ফলে এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের পাশাপাশি রাজ্য সরকার গুলোকেও গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে। সমাজ ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হওয়ার জন্য জনসংখ্যার ব্যালেন্স অত্যন্ত প্রযোজন। অন্যথা ভয়াবহ পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ার পাশাপাশি সমাজে বিশৃঙ্খলতা গড়ে ওঠার সম্ভাবনা থেকে যায়। ফলে এই সংক্রান্তে গভীরভাবে চিন্তা করে বিষয়টিকে অত্যাধিক গুরুত্ব দিয়ে সারা দেশ জুড়ে এক কঠোর জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ আইন প্রণয়ন করা অতি আবশ্যক বলে মন্তব্য করেছেন জনসংখ্যা সমাধান ফাউন্ডেশন অসমের প্রচার সম্পাদক পিনাকী ধর।

শ্রীলঙ্কাকে ডাকছে বিশ্বকাপ, এক ম্যাচ জিতলেই টিকিট

নেদারল্যান্ডসঃ প্রায় একাই চেষ্টা করে গেলেন স্কট এডওয়ার্ডস। এর আগে যেমনটা করেছিলেন শ্রীলঙ্কার ধনাঞ্জয়া ডি সিলভা। তবে রান তাড়ায় নেদারল্যান্ডস অধিনায়ক লম্বা সময় সঙ্গ দেওয়ার মতো কাউকে পেলেন না। উইকেটের এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে থেকে সতীর্থদের বিদায়ই দেখে গেলেন এডওয়ার্ডস। দেখলেন অল্পের জন্য জয়ের সুযোগ হাতছাড়া হতে।

হাতছাড়াই বটে!

২১৪ রান তুললেই শ্রীলঙ্কাকে হারাতে পারত নেদারল্যান্ডস। সম্ভাবনা জাগিয়েও ডাচদের দৌড় থেমে গেল ১৯২ রানে। উত্থানপতনের লড়াইয়ে শ্রীলঙ্কার জয় ২১ রানে। এই জয়ের সুবাদে ওয়ানডে বিশ্বকাপের মূল পর্বের পথে এক পা এগিয়ে গেছে শ্রীলঙ্কা।

হাতে থাকা দুই ম্যাচের একটিতে জিতলেই নিশ্চিত বিশ্বকাপের টিকিট। একই সমীকরণের সামনে দাঁড়িয়ে আছে জিম্বাবুয়েও। বাছাইপর্বের সর্বোচ্চ পয়েঃটধারী দুই দল জায়গা করে নেবে ভারতে অনুষ্ঠেয় ওয়ানডে বিশ্বকাপে। শ্রীলঙ্কা ও জিম্বাবুয়ের এগিয়ে যাওয়ার অর্থ সাবেক বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিশ্বকাপে ওঠার সম্ভাবনা প্রায় শেষ। সুপার সিক্সে তিন ম্যাচ জিততে তো হবেই, শ্রীলঙ্কা ও জিম্বাবুয়ে যেন নিজেদের পরের দুটি ম্যাচে হারে, সেই আশায়ও থাকতে হবে।

টানা ৫ জয়ে এক ধাপ দূরে জিম্বাবুয়ে

বুলাওয়ের কুইন্স স্পোর্টস ক্লাব মাঠে শ্রীলঙ্কার দিনটা শুরু হয়েছিল প্রথম বলেই পাতুম নিশাঙ্কার উইকেট হারিয়ে। যার পরপর ফেরেন কুশল মেন্ডিস, সাদিরা সামারাবিক্রমা ও চারিত আসালাঙ্কাও। ৩৪ রানের মধ্যে ৪ উইকেট হারিয়ে শ্রীলঙ্কা তখন রীতিমতো কাঁপছে। সেই কাঁপাকাঁপিতে উদ্ধারকর্তা হয়ে মাঠে নামেন ধনাঞ্জয়া ডি সিলভা। আরেক প্রান্তে দিমুথ করুনারত্নে, দাসুন শানাকা ও ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গারা খুব বেশি সময় সঙ্গ দিতে না পারায় একপর্যায়ে ১৩১ রানে সপ্তম উইকেট হারায় শ্রীলঙ্কা। সেখান থেকে মহিশ তিকশানাকে সঙ্গে নিয়ে শ্রীলঙ্কার রান ২০০ পার করান ধনাঞ্জয়া। ৮০ বলে ৭৭ রানের জুটিতে তিকশানার অবদান ২৮, বাকিটা ধনাঞ্জয়ার।

নবম ব্যাটসম্যান হিসেবে আউট হওয়ার আগে ১১১ বলে ৯৩ রান করে যান ধনাঞ্জয়া। দলকে চ্যালেঞ্জিং সংগ্রহে নিয়ে যাওয়া ইনিংসটিতে ছিল ৮টি চার ও ২টি ছয়। স্বল্প রানের তাড়ায় নেদারল্যান্ডসের শুরুটাও ছিল শ্রীলঙ্কার মতোই, দ্বিতীয় বলেই আউট বিক্রমজিৎ সিং। একপর্যায়ে ১৩৩ রানে পতন হয় সপ্তম উইকেটের। সেখান থেকে দলকে জয়ের দিকে নিয়ে যান এডওয়ার্ডস। এর মধ্যে ১১ নম্বর ব্যাটসম্যান আরিয়ান দত্তকে নিয়ে গড়েন ১৬ রানের জুটি। শানাকার বলে আরিয়ান বোল্ড হলে অপর প্রান্তে ৬৮ বলে ৬৭ রানের লড়াকু ইনিংস নিয়ে মাঠ ছাড়তে হয় ডাচ অধিনায়ককে।

গ্রুপ পর্ব থেকে নিয়ে আসা ৪ পয়েন্টের সঙ্গে সুপার সিক্স পর্বের প্রথম ম্যাচে জয় মিলিয়ে শ্রীলঙ্কার পয়েন্ট দাঁড়িয়েছে ৬। সমান ম্যাচে সমান পয়েন্ট জিম্বাবুয়েরও।

সংক্ষিপ্ত স্কোর ঃ

শ্রীলঙ্কা ঃ ৪৭.৪ ওভারে ২১৩ (ধনঞ্জয়া ৯৩, করুনারত্নে ৩৩, তিকশানা ২৮, হাসারাঙ্গা ২০ ফন বিক ৩২৬, ডি লিডি ৩৪৩)।

নেদারল্যান্ডস ঃ ৪০ ওভারে ১৯২ (এডওয়ার্ডস ৬৭, বারেসি ৫২, ডি লিডি ৪১ তিকশানা ৩৩১, হাসারাঙ্গা ২৪৬)।

ফল ঃ শ্রীলঙ্কা ২১ রানে জয়ী।

বর্ণবাদ ও মুসলিমভীতির অভিযোগে আটক পিএসজি কোচ

প্যারিস (ওয়েবডেস্ক) ঃ সামনের মৌসুম কোন দলের ডাগআউটে থাকবেন, সেটি এখনো অনিশ্চিত। ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তার মধ্যে ক্রিস্তফ গালতিয়েরের জীবনে এবার নতুন মোড়। পিএসজিতে কোচের পদ হারাতে যাওয়া গালতিয়েরকে ধর্ম, বর্ণ ও জাতিগত বৈষম্যের অভিযোগে আটক করেছে পুলিশ। তাঁর সঙ্গে ছেলে ভ্লাহোভিচকেও আটক করা হয়েছে। দুজনকে আটকের বিষয়টি বার্তা সংস্থা এপিকে নিশ্চিত করেছেন নিসের প্রসিকিউটর হ্যাভিয়ের বনহম্মি। গালতিয়েরের বিরুদ্ধে এ অভিযোগ অবশ্য পিএসজিতে দায়িত্ব পালনের সময়ের ঘটনার জন্য নয়। ২০২০-২১ মৌসুমে নিসের কোচের দায়িত্বে থাকার সময়ের। এ বছরের শুরুতে নিস মালিকের উদ্দেশে পরিচালক জুলিয়ান ফরনিয়েরের পাঠানো একটি মেইল ফাঁস হয়ে যাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে গালতিয়েরের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলো সামনে আসে।

ফাঁস হওয়া সেই ইমেইলে গালতিয়েরের সঙ্গে কাজ করা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করতে দেখা যায় জুলিয়ানকে। যেখানে তিনি গালতিয়েরের বিরুদ্ধে কৃষ্ণাঙ্গ ও মুসলিম খেলোয়াড়দের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের অভিযোগ আনেন। সেই মেইলে জানা যায়, গালতিয়ের নাকি বলেছিলেন, দলে অনেক বেশি মুসলিম ও কৃষ্ণাঙ্গ খেলোয়াড়।

মেইল ফাঁস হওয়ার পর গত বছরের ১৩ এপ্রিল বর্ণ ও জাতিভিত্তিক বৈষম্য নিয়ে পুলিশি তদন্ত শুরু হয়। গালতিয়ের অবশ্য শুরু থেকেই এই অভিযোগ অস্বীকার করে আসছেন। এপ্রিলে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেছিলেন, 'আমাকে নিয়ে যে দাবি করা হয়েছে, তা আমাকে স্তব্ধ করেছে। দায়িত্বহীনভাবে এমন অভিযোগ করা হয়েছে।'

সাফাই দিয়েও অবশ্য শেষ রক্ষা হয়নি, আজ শেষ পর্যন্ত আটকই হলেন গালতিয়ের। নিয়মানুযায়ী, আটকের পরবর্তী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে গালতিয়ের ও তাঁর ছেলের বিরুদ্ধে হয় অভিযোগ গঠন করে গ্রেপ্তার দেখাতে হবে, নয়তো ছেড়ে দিতে হবে। শুক্রবার স্থানীয় সময় সকাল ৮টা ৪৫ মিনিটে থানায় আসেন গালতিয়ের ও তাঁর ছেলে। ধারণা করা হচ্ছে, যাঁরা গালতিয়েরের বর্ণবাদী আচরণের শিকার হয়েছেন, তাঁদের অনেককে সামনের দিনগুলোতে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে কিংবা অনেককে এরই মধ্যে তা করা হয়েছে। পাশাপাশি এ ঘটনা গালতিয়েরের ক্যারিয়ারকেও সংকটে ফেলতে পারে বলে মনে করছেন অনেকে। এরই মধ্যে পিএসজিতে গালতিয়েরের কোচিং অধ্যায় একরকম শেষই হয়ে গেছে। ২০২২ সালে দুই বছরের চুক্তিতে প্যারিসে এলেও এক বছর পরই তাঁকে বিদায় করে দেওয়ার কথা শোনা যাচ্ছে। পিএসজির নতুন কোচ হিসেবে বার্সেলোনার সাবেক কোচ লুইস এনরিকেকে নিয়োগ দেওয়ার জোর সম্ভাবনা আছে।

সেসির সেই গোলটাই চ্যাম্পিয়নস লিগের মৌসুম সেরা

প্যারিস ঃ লিওনেল মেসির চ্যাম্পিয়নস লিগ অধ্যায় অনানুষ্ঠানিকভাবে শেষই ধরে নেওয়া যায়। দলবদলে এবার পিএসজি ছেড়ে যুক্তরাষ্ট্রের ক্লাব ইন্টার মায়ামিতে যাচ্ছেন মেসি। যার ফলে ইউরোপিয়ান শ্রেষ্ঠত্বের আসরে আর অংশ নেওয়া হচ্ছে না মেসির। ভবিষ্যতে দল বদলে ইউরোপে ফিরে চ্যাম্পিয়নস লিগে খেলার সম্ভাবনাও নেই বললে চলে। বয়স ও পরিস্থিতিই এখানে মূলত বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তবে যাওয়ার বেলায়ও আরেকটি স্বীকৃতি নিজের করে নিয়েছেন মেসি। গত মৌসুমে চ্যাম্পিয়নস লিগের সেরা গোল নির্বাচিত হয়েছে তাঁরটাই। সেই গোলে সহায়তা করেছিলেন নেইমার।

চ্যাম্পিয়নস লিগে মেসির সর্বশেষ কয়েক মৌসুম খুব একটা ভালো কাটেনি। ২০১৪-১৫ মৌসুমের পর আর কোনো চ্যাম্পিয়নস লিগ জেতা হয়নি আর্জেন্টাইন মহাতারকার। ২০২১ সালে বার্সেলোনা ছেড়ে পিএসজিতে যাওয়ার পরও ভাগ্য বদলায়নি। প্যারিসের ক্লাবটির হয়ে দুই মৌসুম খেলেও ফিরতে হয়েছে ব্যর্থতা নিয়ে। গত মৌসুমে পিএসজির দৌড় থেমেছে দ্বিতীয় রাউন্ডে বায়ার্ন মিউনিখের কাছে হেরে।

তবে এমন ব্যর্থতার পরও মৌসুমের সেরা গোলের স্বীকৃতিটা পেলেন মেসিই। বেনফিকার বিপক্ষে গ্রুপ পর্বের ফিরতি লেগের ম্যাচে ২২ মিনিটে করা মেসির গোলটিকেই মৌসুমের সেরা গোল নির্বাচন করেছেন সমর্থকেরা। দ্বিতীয় সেরা গোলের স্বীকৃতি পেয়েছে ভিনিসিয়ুস জুনিয়রেরটা। সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে ম্যানচেস্টার সিটির বিপক্ষে সেমিফাইনালের প্রথম লেগে গোলটি করেছিলেন রিয়াল মাদ্রিদ উইঙ্গার। আর সাবেক ক্লাব বরুসিয়া ডর্টমুন্ডের বিপক্ষে গ্রুপ পর্বে অ্যাক্রোবেটিক ভঙ্গিতে করা আর্লিং হলান্ডের গোলটি পেয়েছে তৃতীয় সেরার স্বীকৃতি। ফুটবল বিশ্লেষকেরা অবশ্য হলান্ডের গোলটিকেই নিজেদের সেরা নির্বাচিত করেছেন।

গত বছরের ৫ সেপ্টেম্বরের সেই ম্যাচে প্রথমার্ধের ২২ মিনিটে আক্রমণে যাওয়ার চেষ্টায় ছিল বেনফিকা। তবে পর্তুগিজ ক্লাবটির এক আগুয়ান খেলোয়াড়ের কাছ থেকে বল নিজের দখলে নেন সের্হিও রামোস। সাবেক স্প্যানিশ অধিনায়ক বল বাড়ান আশরাফ হাকিমিকে। বেনফিকার দুই খেলোয়াড়ের ফাঁদ এড়িয়ে হাকিমি বল বাড়ান ভিতিনিয়াকে। পর্তুগিজ মিডফিল্ডার আলতো করে বল বাড়ান সামনে থাকা মেসিকে। বল পেয়ে আর্জেন্টাইন অধিনায়ক একটু এগিয়ে গিয়ে পাস বাড়ান বেনফিকা ডিফেন্সের কাছাকাছি থাকা কিলিয়ান এমবাপ্পেকে। ফরাসি তারকার পায়ে বল পৌঁছানোর আগেই গতি বাড়ান মেসি।

এরপর এমবাপ্পে দেন তাঁর পাশে থাকা নেইমারকে। বল যখন নেইমারের পায়ে, অরক্ষিত মেসিও তখন ডি বক্সের কাছাকাছি জায়গায় চলে আসেন। সঙ্গে সঙ্গে নেইমার বল বাড়ান মেসিকে। দুই ডিফেন্ডারের ফাঁদ এড়িয়ে দুর্দান্ত এক বাঁকানো শটে বাঁ পাশের ওপরের কিনার দিয়ে জালে জড়ান মেসি। বলা যায়, 'এমএনএম' ত্রিফলার সমন্বয়ে দুর্দান্ত এক গোল পেয়েছিল পিএসজি। যদিও সেই ম্যাচে শেষ পর্যন্ত জিততে পারেনি পিএসজি। প্রথমার্ধের ৪১ মিনিটে ম্যাচে সমতা ফিরিয়ে ড্র করে বেনফিকা।

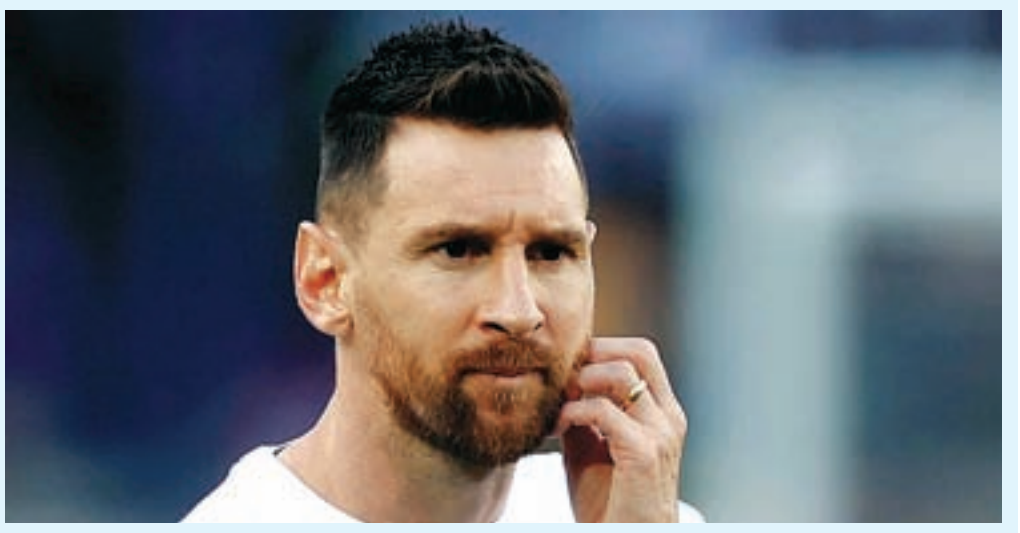

অনুশীলনে ফিরে সেমিফাইনালে খেলার আশা জাগিয়েছেন তারিক কাজী

ঢাকা (ওয়েবডেস্ক) ঃ লেবাননের বিপক্ষে তাঁর ভুলে প্রথম গোল খেয়েছে বাংলাদেশ। মালদ্বীপ ম্যাচে বাংলাদেশের জয়ে তারিক কাজী রাখেন বড় অবদান। বাংলাদেশের দ্বিতীয় গোলটি তাঁরই। চোটের কারণে ভুটান ম্যাচে খেলেননি বাংলাদেশ দলের নির্ভরযোগ্য এই সেঃটারব্যাক। ভুটান ম্যাচের আগের দুই দিন অনুশীলনও করেননি দলের সঙ্গে। তবে আগামীকাল কুয়েতের বিপক্ষে সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের সেমিফাইনাল সামনে রেখে আজ দলের সঙ্গে অনুশীলনে যোগ দিয়েছেন তারিক। আর এতেই সেমিফাইনালে তাঁর ফেরার একটা সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। কুয়েতের মতো শক্তিশালী দলের সঙ্গে লড়াই করতে বাংলাদেশের রক্ষণভাগকে দিতে হবে বড় পরীক্ষা। সেই পরীক্ষায় তারিকের মতো সেঃটারব্যাক যে দরকার, সেটা না বললেও চলছে। তারিক আর তপু বর্মণই মূলত খেলছেন বাংলাদেশ দলের দুই সেঃটারব্যাক পজিশনে। তপুর সঙ্গে আগামীকালের ম্যাচে তারিক ফিরলে পুরো শক্তির রক্ষণভাগ নিয়েই নামতে পারবে বাংলাদেশ। আর সেই সম্ভাবনাও দেখছেন বাংলাদেশ দলের ম্যানেজার আমের খান। বেঙ্গালুরুতে আজ বাংলাদেশ দলের অনুশীলন শেষে প্রথম আলোকে আমের জানিয়েছেন তারিকের সর্বশেষ অবস্থা, 'অনুশীলনে তারিকের অবস্থা ভালোই মনে হয়েছে। ওর পায়ে যে ব্যথা আছে, সেটা বোঝা যায়নি। আমার মনে হয়েছে, সেমিফাইনালে তারিকের খেলার সম্ভাবনাই বেশি। সামগ্রিকভাবে ওর অবস্থা ভালোই। ফিজিও ওকে দেখেছে। আজ ডিনারের পর কোচিং স্টাফের সঙ্গে বসে কোচ সিদ্ধান্ত নেবেন।' এর আগে আজই দুপুরে সেমিফাইনালপূর্ব সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশের কোচ হাভিয়ের কাবরেরা তারিক কাজী প্রসঙ্গে বলেছেন, 'তার পায়ের গোড়ালিতে চোট আছে। তবে সে আজ অনুশীলন করবে। অনুশীলনে দেখে বুঝব, তার শারীরিক অবস্থা কেমন। সে ফিট থাকলে খেলবে। নইলে ভুটান ম্যাচের মতো অন্য কেউ খেলবে। এটা নিয়ে আমি চিন্তিত নই। খেলার ব্যাপারে তার ইচ্ছার ওপর সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।' গত মার্চে সিলেটে সেশেলসের বিপক্ষে ফিফা প্রীতি ম্যাচে তারিক প্রথম গোল করেন বাংলাদেশের জার্সিতে। এবার সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে পেলেন দেশের হয়ে নিজের দ্বিতীয় গোল। রক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি তারিক আক্রমণেও সহায়তা করতে পারেন। আর তাই কুয়েতের বিপক্ষে সাফের ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে তারিককে একাদশে চাইছে বাংলাদেশ দল।

লংকা খেলে ঝাল লাগে কেন, ঝাল খাওয়ার ক্ষমতা বাড়াবেন কীভাবে

কলকাতা (ওয়েবডেস্ক)ঃ অনেকেই কাঁচা লংকা বা শুকনা লংকার ঝাল কিংবা অতিরিক্ত মশলাদার খাবার সহ্য করতে পারেন না। অল্প লংকার ঝালেই তারা গরম বোধ করতে থাকেন, জল বা মিষ্টি কিছু খাওয়ার জন্য অস্থির হয়ে পড়েন, অনেকে বিরক্তও হয়ে যান। এরকম কিছু কি আছে যা দিয়ে মশলাযুক্ত অথবা ঝাল খাবার সহ্য করা যায়? বিজ্ঞানী থেকে শুরু করে লংকা চাষীর মত বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে কথা বলে এই বিষয়ে জানার চেষ্টা করেছে বিবিসি।

আপনার বন্ধুরা যখন ঝাল খাবার খেয়ে সেটা উপভোগ করেন, তখন কি আপনার মনে হয় এই একই খাবার খেয়ে আপনার নাক ও মুখ জ্বলতে শুরু করবে? নাক কান দিয়ে ধোঁয়া বেরুবে? হতেই পারে।

তবে বিশেষজ্ঞদের মতে, আপনি যদি ঝাল খাবারের স্বাদ উপভোগ করতে চান তাহলে ভয় পেলে চলবে না আপনাকে জানতে হবে ও শিখতে হবে কীভাবে ঝাল খাবার সহ্য করা যায় এমনকি ভালোবেসে খাওয়া যায়।

একটি লংকা খামারের মালি ওয়েন রজারের সঙ্গে কথা বলেছে বিবিসি। তার খামারে প্রায় ১৫ ধরনের লংকা উৎপন্ন হয়। কিছু লংকার ঝাল কম আর কিছু লংকা ভয়াবহ ঝাল।

লংকার প্রতি তার আগ্রহ তৈরির পর থেকে কয়েক বছরের মধ্যে রজার প্রায় সব ধরনের ঝাল খাবারের স্বাদ নেয়া শিখে গেছেন।

যখন আমি এই ব্যবসা শুরু করি তখন ঝাল খাবার আমার একদমই পছন্দের ছিল না। কিন্তু কয়েক বছরে এটা পাল্টে গেছে।

অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করেন, সময়ের সাথে সাথে ঝাল খাবারের স্বাদ নেয়া ও এমন খাবার খেয়ে মানুষের যে প্রতিক্রিয়া, তাতে পরিবর্তন আসতে পারে।

কিন্তু কীভাবে এটা কাজ করে?

ঝালের অনুভূতি তৈরি করে ক্যাপসাইসিন ব্যাখ্যা করেছেন ইউনিভার্সিটি অব নটিংহ্যামের ফ্লেভার সায়েন্সের সহকারী অধ্যাপক ড. কিয়ান ইয়াং। লংকা বিভিন্ন প্রজাতির হয়, বিভিন্ন আকারের হয়। একেক ধরনের লংকার বৈশিষ্ট্য আলাদা হলেও যেটি প্রায় সব লংকার মধ্যেই থাকে - সেটা হলো ঝাল।

লংকা গাছের ভেতরে 'ক্যাপসাইসিন' নামে এক ধরনের রাসায়নিক উৎপন্ন হয়। লংকা ঝাল লাগার কারণ হলো ক্যাপসাইসিনের উপস্থিতি।

আমরা যখন ঝাল কোনও খাবার খাই, তখন লংকায় থাকা ক্যাপসাইসিন আমাদের মুখে থাকা 'পলিমোডাল' স্নায়ুকে (পলিমোডাল নসিসেপ্টর নার্ভস) উত্তেজিত করে তোলে।

এই পলিমোডাল স্নায়ুর কাজ হলো ব্যথা, তাপমাত্রা ও ঝাল শনাক্ত করা। এছাড়া এগুলো কত তীব্র সেই ধারণা সম্পর্কেও আমাদের মস্তিষ্কে সংকেত পাঠায় এই স্নায়ু।

ঝাল জাতীয় কিছু খাওয়ার সময় পলিমোডাল স্নায়ু উত্তেজিত হয় এবং দেহের কেন্দ্রীয় স্নায়ুর (সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম) মাধ্যমে মস্তিষ্কে সংকেত পাঠায়। আমাদের মস্তিষ্ক সেই সংকেত বিশ্লেষণ করে সেটা কোন ধরনের অনুভূতি, তা আমাদের জানিয়ে দেয়।

লংকায় থাকা ক্যাপসাইসিন যখন স্নায়ুকে উত্তেজিত করে তোলে, তখন মস্তিষ্ক ঝালের মাধ্যমে সৃষ্ট 'বার্নিং সেনসেশন' বা 'পুড়ে যাওয়ার মতো অনুভূতি' চিহ্নিত করে।

যখন খাবারের মাধ্যমে আমরা ক্যাপসাইসিন গ্রহণ করি, তখন সেটা আমাদের জিহ্বায় পেইন রিসেপ্টরগুলোর সাথে যুক্ত হয় , নির্দিষ্টভাবে বলা যায় টিআরপিভি ওয়ান রিসেপ্টরের সঙ্গে যুক্ত হয়। আর এটাই সেই জ্বলন্ত অনুভূতি তৈরি করে।

অধিকাংশ মানুষ মনে করেন, লংকার সবচেয়ে ঝাল অংশ হলো এর বীজ। প্রকৃতপক্ষে, লংকার আগা থেকে নিচের দিকে বর্ধিত সাদা স্পঞ্জি স্তর বা প্ল্যাসেন্টাতেই উৎপন্ন হয় ক্যাপসাইসিন, আর এটা খেয়েই ঝাল লাগে।

লংকা ঝাল লাগার কারণ হলো ক্যাপসাইসিন নামে একটি রাসায়নিকের উপস্থিতি।

বিভিন্ন ধরনের লংকায় বিভিন্ন ধরনের ক্যাপসাইসিন থাকে, আর তাতে এই ক্যাপসাইসিনের ঘনত্বও থাকে ভিন্ন ভিন্ন। কিছু লংকা একদম কম, আর কিছু লংকা তীব্র জ্বলন্ত অনুভূতি তৈরি করে।

এটা পরিমাপ করা হয় স্কোভিল স্কেল দিয়ে। এটা ঝাল পরিমাপের একটি জনপ্রিয় পদ্ধতি।

রসায়নবিদ উইলবার স্কোভিল ১৯১২ সালে একটি লংকার ঝালের উত্তাপ বর্ণনা করার জন্য যে পদ্ধতি গ্রহণ করেন, তাই স্কোভিল হিট ইউনিট হিসেবে পরিচিত।

এ পদ্ধতিতে লংকার ঝাল শনাক্ত না হওয়া পর্যন্ত জলেতে চিনি মিশ্রিত করা হয়, এর মান যত বেশি হবে, বুঝে নিতে হবে লংকার ঝালও তত বেশি।

বিশ্বের অন্যতম ঝাল লংকা, নাগার স্কোভিল স্কেলে ঝালের মাত্রা হয়ে থাকে ১.৩০ মিলিয়নেরও বেশি।

তবে ঝালের ক্ষেত্রে বিশ্বে সবচেয়ে এগিয়ে আছে ক্যারোলিনা রিপার, যার স্কোভিল হিট ইউনিট (এসএইচইউ) মাত্রা প্রায় ১.৬৪ মিলিয়ন।

কেন কিছু মানুষ অন্যদের তুলনায় বেশি ঝাল খেতে পারে?

একেক মানুষের ঝাল সহ্য করার ক্ষমতা বা ক্যাপসাইসিনের প্রতিক্রিয়া একেক রকম।

যেমন রজার ঝালের উত্তাপ সহ্য করতে পারতেন না, কিন্তু তার ব্যবসায়িক পার্টনার মিশেলের ছিল রজারের ভাষায় ঝাল সহ্য করার অসীম ক্ষমতা। সবসময়ই সে ঝাল সহ্য করতে পারতো।

কেন কিছু মানুষ অন্যদের তুলনা বেশি ঝাল বা মশলাদার খাবার সহ্য করতে পারে এ নিয়ে ভিন্ন কিছু তত্ত্ব রয়েছে।

মি. ইয়াং বলছেন ঝাল বা মশলাদার খাবারের জন্য সহনশীলতা আসে প্রকৃতি ও পরিবেশের সংমিশ্রণে।

যেসব দেশে উষ্ণ আবহাওয়া, যেমন ভারতের মতো আবহাওয়া যেসব দেশে আছে, সেসব দেশে লংকা খুব ভালোভাবে জন্মায় এবং এসব দেশের মানুষের মধ্যেও ঝাল সহ্য করার প্রবণতা বেশি, কারণ তরুণ বয়স থেকেই তারা উষ্ণ আবহাওয়ায় বসবাস করতে অভ্যস্ত - ফলে সময়ের সাথে সাথে তারা ঝাল বা মশলাদার খাবারে অভ্যস্ত হয়ে যায় এরকম একটি হাইপোথিসিস আছে।

তবে এই সম্পর্কটা পুরোপুরি বুঝতে আরও অনেক গবেষণা প্রয়োজন বলে মনে করছেন মি. ইয়াং।

এক্ষেত্রে জেনেটিক্সও একটি ভূমিকা পালন করে বলে মনে করা হয়। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে যে, একজন ব্যক্তির লংকার ঝাল সহ্য করার ক্ষমতার ১৮-৫৮ শতাংশ কারণ জেনেটিক্সের ওপর নির্ভরশীল। মানবদেহের স্নায়ুকোষগুলোর ক্যাপসাইসিন শনাক্ত করার মত রিসেপ্টর রয়েছে, যা আমাদের মস্তিষ্কে বিপদজনক সংকেত পাঠায়। আমাদের মস্তিষ্ক তাই বিপদের আশঙ্কা করে শরীরে এক ধরনের স্ট্রেস হরমোন নিঃসরণ করে। যার কারণে শরীর ঘামতে থাকে ও ত্বকে লালচে ভাব দেখা যায়।

বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক গবেষণায় বলা হচ্ছে যে, কিছু মানুষ কম রিসেপ্টর নিয়ে জন্মায়, ফলে তাদের ক্যাপসাইসিন শনাক্তের ক্ষমতা কম থাকে। অর্থাৎ ঝাল খেলে যে জ্বলন্ত অনুভূতি হয়, সেটার সম্ভাবনা কম থাকে। আর বিপরীত দিকে যাদের বেশি রিসেপ্টর থাকে, তারা ঝাল নিয়ে রীতিমতো 'স্ট্রাগল' করে। এছাড়া ভিন্ন আরেকটি গবেষণায় বলা হচ্ছে, ঝাল খাবার গ্রহণের ক্ষমতা নির্ভর করে মানুষের ব্যক্তিত্বের ওপর। এ নিয়ে গবেষণা করেছেন পেনসিলভানিয়া স্টেট ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক জন হেইস এবং ডাঃ নাদিয়া বায়ার্ন।

তাদের একটি গবেষণার ফলাফলে বলা হয়েছে, মেক্সিকোতে সুঠাম দেহের অধিকারী, সাহসী ও শক্তিশালী বৈশিষ্ট্যের ব্যক্তিত্বের ওপর নির্ভর করে লংকার ঝাল গ্রহণের ক্ষমতা।

অন্যদিকে, আমেরিকান কলেজ ছাত্ররা লংকা খাওয়ার বিষয়টাকে তুলনা করে রোমাঞ্চকর বা অ্যাডভেঞ্চারমূলক কার্যকলাপের সঙ্গে। যেমন রোলার কোস্টারে চড়া, জুয়া খেলা বা অ্যালকোহল খাওয়ার মতো বিষয়ের সঙ্গে মেলায় এটাকে।

গবেষকরা বলছেন, যারা রোমাঞ্চের খোঁজে থাকেন তারা হয়তো লংকার ঝালটাকে ভালোভাবে সামলাতে পারেন।

লংকার ঝাল কোনও স্বাদ নয়। গবেষকরা বলছেন - লংকা খাওয়ার পরে জ্বালা বা জ্বলন্ত ভাবটি আসে শরীরের ব্যথা প্রতিক্রিয়া থেকে। ক্যাপসাইসিন মানব কোষে টিআরপিভি ওয়ান নামক প্রোটিন সচল করে দেয়। এ প্রোটিনের কাজ হচ্ছে তাপমাত্রা শনাক্ত ও নিয়ন্ত্রণ করা। যখনই উত্তাপ অনুভূত হয় তখনই মস্তিষ্ককে সতর্ক করে দেয়, আর মস্তিষ্ক দ্রুত সাড়া দিয়ে সেই স্থানে ব্যথার সংকেত পাঠায়।

ঝাল লাগার পর মানুষ জল খেয়ে ঝাল কমানোর চেষ্টা করে কিন্তু জল কিন্তু কাজে আসে না।কারণ ক্যাপসাইসিন জল দ্রবণীয় না। এটা দুধ বা দুধজাতীয় খাবারে দ্রবীভূত হয়।

তাই ঝাল কমানোর জন্য বিশেষজ্ঞরা দুধ বা দুধজাতীয় খাবার - যেমন দই বা আইসক্রিম - খাওয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকেন।

তাদের মতে ধীরে ধীরে খাবারের মেনুতে ঝাল আইটেম যুক্ত করা হলে মানবদেহ সময়ের সাথে সাথে সেটাকে সহনীয় করে ফেলে।

ঝাল খাবার খেয়ে যে গরম অনুভূতি হয় তা সহ্য করার জন্য ধীরে ধীরে চেষ্টা করা যেতে পারে। আস্তে আস্তে সময়ের সাথে সাথে ডায়েটে ঝাল খাবার যুক্ত করলে একটা সময় ঝাল উপভোগ্য হয়ে ওঠে বলছেন মি. ইয়াং।

ধীরে ধীরে মানুষের রিসেপ্টরগুলো ঝালের তাপমাত্রার সঙ্গে মানিয়ে নেয়। একথা ভুলে গেলে চলবে না যে একেক রকম লংকার স্বাদে ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য আছে। সুতরাং, এগুলোর স্বাদ আস্তে আস্তে উপভোগ করার পরামর্শ দেন বিশেষজ্ঞরা।

কারণ লংকার উপাদানগুলো স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী।

ক্যাপসাইসিন বায়োঅ্যাকটিভ কম্পাউন্ড - এটি আমাদের লিভারে ও রক্তে কোলেস্টেরলের পরিমাণ কমাতে সাহায্য করে।এর প্রধান কাজ দেহের চর্বি কমানো।

অনেক গবেষণায় দেখা গেছে মানুষের দীর্ঘায়ুর পেছনে এই ক্যাপসাইসিনের ভূমিকা রয়েছে।

এছাড়াও এটি লিভারকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করে যে সেখানে কোলেস্টেরল সিনথেসিস কম হয়। অর্থাৎ অতিরিক্ত কোলেস্টেরলের উৎপাদনে এটি বাধার সৃষ্টি করে।

টুকরো খবর

মাইক্রোওয়েভ ওভেনে রান্না করবেন কীভাবে

কলকাতা (ওয়েবডেস্ক)ঃ রান্নাঘরের অতি প্রয়োজনীয় জিনিসের তালিকায় এখন অনেকেই হয়তো মাইক্রোওয়েভ ওভেনকে উপরের দিকে রাখবেন। আধুনিক বিশ্বে এই মাইক্রোওয়েভ এখন জীবনযাপনের গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হয়ে উঠেছে। এতে দ্রুত খাবার গরম করার পাশাপাশি বেশ কিছু রান্নাও করে ফেলা যায় অনায়াসে। পুরো খাবার রান্না করা এবং খাবার গরম করার পাশাপাশি, এই ওভেনের অনেকগুলো সহজ ব্যবহার রয়েছে যা রান্নাঘরে আপনার সময় এবং শ্রম বাঁচাতে পারে।

পেঁয়াজ নরম করা

চকলেট গলানো

শুকনো লতা বা গুল্মজাতীয় কিছু ঠিক করা (জল দিয়ে একটু ভিজিয়ে কয়েক সেকেন্ডের জন্য মাইক্রোওয়েভে রাখলে সতেজ হয়ে যায়। তবে নির্দিষ্ট কিছু খাবারের ক্ষেত্রে এমনটা সম্ভব)

মাখন গলানো

চালের পুডিং বানানো

ইত্যাদি কাজগুলো অনায়াসে মাইক্রোওয়েভ ওভেনে করা সম্ভব।

তবে মাইক্রোওয়েভ ওভেনে রান্নার আগে কয়েকটি বিষয় মনে রাখার পরামর্শ দেন বিশেষজ্ঞরা।

১. সবসময় ধাতু পরিহার করুন

মাইক্রোওয়েভ ওভেনে কখনোই ধাতুজাতীয় কিছু দেওয়া যাবে না। অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল বা ইস্পাত দিয়ে তৈরি কোনও কিছু ওভেনে দিলে আগুন ধরে যেতে পারে। কারণ এগুলো কারণ এগুলো সহজেই উত্তপ্ত হয় ফলে ঝুঁকি থাকে অনেক।

রান্নাঘরে আগুন লাগার অনেক ঘটনা ঘটেছে শুধুমাত্র এই কারণে। সুতরাং রান্না করার সময় মাইক্রোওয়েভ ওভেনের জন্য নিরাপদ পাত্র ব্যবহার করতে হবে।

সবসময় ওভেনপ্রুফ বাটি ব্যবহার করা উচিত। আর প্লাস্টিকের পাত্র ব্যবহার করতে চাইলে সেটা ওভেন প্রুফ কিনা তা জেনে ব্যবহার করার পরামর্শ দেন বিশেষজ্ঞরা।

২. রান্নার সময় অনুযায়ী খাবার আলাদা করুন

কিছু খাবার আছে যা একসাথে সিদ্ধ হয় না, কিছু খাবার বেশি সময় লাগে কিছু খাবার সিদ্ধ হতে কম সময় লাগে। এটা মাথায় রেখে মাইক্রোওয়েভ ওভেনে রান্না করতে হবে - যেন ওভারকুকিং এড়ানো যায়।

যেমন শক্ত সবজি আর বড় বড় টুকরার মাংস হতে বেশি সময় লাগবে। সুতরাং এসব আইটেম একসাথে রাঁধতে কোনটা আগে সিদ্ধ হবে কোনটা পরে এমনভাবে আইটেমগুলো আলাদা করতে হবে।

৩. রান্নার সময় কমাতে খাবারগুলো কেটে নিন

মাংসের বড় টুকরা বা বড় বড় সবজির টুকরা যেমন আলু এগুলো ছোট ছোট করে কাটার পরামর্শ দেন রন্ধন বিশেষজ্ঞরা। ছোট টুকরা হলে খুব তাড়াতাড়ি মাইক্রোওয়েভে রান্না করা সম্ভব।

৪. পাত্র অতিরিক্ত ভরে দেয়া যাবে না

মাইক্রোওয়েভ ওভেনে রান্নার সময় খাবার সিদ্ধ হয়ে জল উপচে পড়তে পারে, সুতরাং এদিকটা মাথায় রাখতে হবে। খাবার গরম করার সময়ও খেয়াল রাখতে হবে। কোনও পাত্র একেবারে পরিপূর্ণ করে মাইক্রোওয়েভ ওভেনে দেয়া উচিত নয়।

৫. ক্লিং র‍্যাপ দিয়ে খাবারের পাত্র ঢেকে রাখতে হবে

মাইক্রোওয়েভ ওভেনে খাবার গরম দেওয়ার সময় বা রান্না করার সময় খাবারের পাত্রটি ক্লিং র‍্যাপ দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। নয়তো খাবারের আর্দ্রতা নষ্ট হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। বিশেষ করে ভাত,পাস্তা বা স্যুপের মতো জলযুক্ত খাবারের জন্য এটি জরুরি।

ক্লিং র‍্যাপ দিয়ে না ঢাকলেও ওভেনপ্রুফ ঢাকনা ব্যবহার করার পরামর্শ দেন বিশেষজ্ঞরা। খাবারের জল শুকানোর ঝুঁকি যেমন এড়ানো যায় এর পাশাপাশি মসলাও ছিটে যাবার ভয় থাকে না। ফলে ওভেনের ভেতরটা নোংরা হবে না। তবে কেকের মতো শুকনা খাবার না ঢেকেই রান্নার পরামর্শ দেন বিশেষজ্ঞরা।

৬. নির্দিষ্ট সময় পর পর খাবার নাড়তে হবে

রান্না করার জন্য টাইমার দিয়ে ভুলে গেলে চলবে না। মাইক্রোওয়েভ ওভেনে রান্না করার সময় খাবারের দিকে খেয়াল রাখতে হবে এবং মাঝে মাঝে নাড়তে হবে। এতে তাপ সবখানে পৌঁছাতে পারবে এবং মাঝেমাঝে নাড়লে নির্দিষ্ট জায়গার খাবার আধা সেদ্ধ অবস্থায় থাকবে না। সবখাবারই সেদ্ধ হবে ঠিকমতো। টাইমার এমনভাবে সেট করতে হবে যেন খাবারটা নেড়ে আবার নতুন করে টাইমার সেট করা যায়।

৭. ডিম দিলে সাবধান থাকতে হবে

মাইক্রোওয়েভে যদি ডিম পোচ করতে চান তাহলে কাঁটাচামচ বা টুথপিক দিয়ে কুসুমটা একটু ছিদ্র করে দিতে হবে। আরও কিছু খাবার আছে যেগুলো মাইক্রোওয়েভ ওভেনে গরম করার সময় বা রান্না করার সময় টুথপিক বা কাঁটা চামচ দিয়ে একটু ফুটো করে দিতে হয়।

৮. রান্নার পর মাইক্রোওয়েভ পরিস্কার করতে হবে

রান্না করার সময় খাবারের ছিটা পড়তে পারে বা খাবার ছড়িয়ে পড়তে পারে ওভেনের ভেতরে। ঠিকঠাক পরিস্কার না করলে জীবাণুর আনাগোনা বাড়তে পারে। লেবুর রস এবং জল মিশিয়ে ওভেনের ভেতরের অংশ পরিস্কার করতে পারেন। এ ছাড়া বাজারে ওভেন পরিস্কারের জন্য লিকুইড সোপ, লিকুইড ক্লিনার পাওয়া যায়। এগুলো দিয়েও ওভেন পরিস্কার করে গন্ধমুক্ত করা যায়।

কতটা নিরাপদ এই নিয়ে বিতর্ক

মাইক্রোওয়েভ ওভেন ব্যবহার নিয়ে নানা ধরনের বিতর্ক আছে। কিন্তু এই ওভেনে খাবার গরম করা হলে বা খাবার তৈরি করা হলে রেডিয়েশন নিয়ে ঝুঁকি আছে বা মাইক্রোওয়েভ ওভেনে রান্না করা খাবার স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর - এরকম কোনও প্রমাণ এখন পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা পাননি।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
রাঁচি
শনিবার
৪
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
01:07:2023

'মাংস পামু কই? মাংস পাইলে কি আর তুলবার আইছি?'

ঢাকা (এজেন্সী) ঃ মাংস পামু কই? মাংস পাইলে কি আর তুলবার আইছি? গুলশানের রাস্তায় বসে কাঁদতে কাঁদতে একথা বলছিলেন মালেকা। কুড়িল বস্তিতে বাড়ি তার। ঈদউল আজহা উপলক্ষে বিলিয়ে দেয়া কোরবানির গরুর মাংস তুলতে এসেছেন তিনি। ঈদের সকালে ঝুম বৃষ্টির জেরে যখন রাস্তায় বের হওয়াটাই দায়, তখন এই বৃষ্টি মাথায় নিয়েও মালেকার মতো একদল মানুষ এক বাড়ি থেকে আরেক বাড়ির দরজায় গিয়ে জিজ্ঞেস করছেন, 'মাংস হইছে'? গেটের ওপার থেকে উত্তর আসে, 'হয় নাই', 'পরে', 'বিকেলে আসেন'। অবশ্য রাস্তার বৃষ্টিতে ভিজতে থাকা মানুষগুলো নিরাশ হলেও হাল ছাড়েন না। হাটতে শুরু করেন পরের বাড়ির গেটের উদ্দেশ্যে। হবেই বা না কেন? মূল্যস্ফীতির কারণে জীবন যাত্রার ব্যয় যেখানে আকাশ ছোঁয়া সেখানে ঈদউলআযহা উপলক্ষে কোরবানি দেয়া পশুর মাংসই অনেক নিম্ন আয়ের মানুষদের মাংস খাওয়ার একমাত্র উৎস। তাই এই লিমিটে বৈরী আবহাওয়া উপেক্ষা করেও মাংস তুলতে বের হন অনেকে। মালেকার এই যাত্রায় তার কাছে গিয়ে যখন বলি আমি আপনাদের সাথে ঘুরতে চাই কিছুক্ষণ, এটা শুনে বেশ আগ্রহের সাথেই রাজি হয়ে গেলেন। আমার ছাতার নিচে মালেকা আর আমি।

চীনের সন্দেহভাজন গুপ্তচর বেলুন কোন তথ্য সংগ্রহ করেনি, বলছে পেন্টাগন

নিউ ইয়র্ক (এজেন্সী) ঃ পেন্টাগন বলেছে, চীনা যে বেলুনটি গত ফেব্রুয়ারিতে আমেরিকা মহাদেশের আলাস্কা থেকে পূর্ব উপকূল অতিক্রম করেছিল সেটি কোনও তথ্য সংগ্রহ করেনি।

বৃহস্পতিবার মার্কিন কর্মকর্তারা বলেছেন, সন্দেহভাজন গুপ্তচর বেলুনটি যেসব গোপন তথ্য সংগ্রহ করতে পারতো বলে আশঙ্কা ছিল তা প্রশমিত করার জন্য পদক্ষেপ নিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। গুলি করে ভূপাতিত করার পর বেলুনের ধ্বংসাবশেষ বিশ্লেষণ করছে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থাগুলো। এই ঘটনা যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

পেন্টাগনের মুখপাত্র ব্রিগেডিয়ার জেনারেল প্যাট রাইডার বৃহস্পতিবার বলেছেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অবগত ছিল যে, বেলুনটির গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহের সক্ষমতা রয়েছে।

কিন্তু এখন আমরা এটা মূল্যায়ন করতে পেরেছি যে এটি যুক্তরাষ্ট্রের উপর দিয়ে উড়ে যাওয়ার সময় বা আমেরিকাকে স্থানান্তরের রূট হিসেবে ব্যবহারের সময় কোন তথ্য সংগ্রহ করেনি।

তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্র যেকোন ধরণের গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহকে প্রশমিত করার জন্য যে পদক্ষেপ নিয়েছিল তা বেলুনটিকে সংবেদনশীল তথ্য সংগ্রহে বাধা দিতে ভূমিকা রেখেছে। বেলুনটিতে আমেরিকার তৈরী সরঞ্জাম ব্যবহার করা হয়েছিল উল্লেখ করে ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল যে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছিল সে তথ্য নিশ্চিত না করলেও জেনারেল রাইডার বলেছেন যে, অতীতে চীনা ড্রোনগুলি চীনের জন্য তৈরি করা নয় এমন মার্কিন সরঞ্জাম ব্যবহার করেছে। প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের নির্দেশে আটলান্টিক উপকূলে একটি যুদ্ধবিমানের সাহায্যে গুলি করে ভূপাতিত করার আগে বেলুনটি ফেব্রুয়ারিতে আমেরিকা এবং কানাডার উপর দিয়ে এক সপ্তাহ ধরে উড়েছে। সন্দেহভাজন চীনা গুপ্তচর বেলুনটির সেন্সরগুলি পরে সমুদ্র থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল। আশঙ্কা করা হয়েছিল যে, বেইজিং হয়তো বেলুনটি মার্কিন সামরিক ঘাঁটির উপর দিয়ে যাওয়ার সময় তথ্য সংগ্রহের জন্য ব্যবহার করছে।

চীনা কর্মকর্তারা বলেছেন যে, এটি একটি আবহাওয়া সম্পর্কিত বেসামরিক বেলুন ছিল এবং আমরিকা এটিকে গুলি করে অতিমাত্রায় প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিল।

মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন এই ঘটনার জেরে বেইজিংয়ে কূটনৈতিক সফর পিছিয়ে দিয়েছিলেন। এই সফরটি পুনঃনির্ধারণ করে চলতি মাসের শুরুতে সম্পন্ন করা হয়েছিল।

বিক্ষোভের আগুনে জ্বলছে ফ্রান্স, জরুরি অবস্থা জারির জন্য চাপ

প্যারিস (এজেন্সী) ঃ ফ্রান্সে তৃতীয় রাতের মতো মারাত্মক দাঙ্গা, লুটপাট এবং সহিংসতার পর পুলিশ এপর্যন্ত সাড়ে ছয়শোর বেশি মানুষকে গ্রেফতার করেছে। প্যারিসের উপকণ্ঠে পুলিশের গুলিতে এক তরুণ নিহত হওয়ার পর ফ্রান্সে এই দাঙ্গা শুরু হয়। গত রাতে সর্বশেষ দফা গোলযোগের সময় প্যারিসে বহু দোকানপাট লুট হয়, অনেক গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়।

উত্তরাঞ্চলীয় খোঁবে শহরে একটি হোটেলে আগুন ধরিয়ে দেয়ার পর হোটেলের অতিথিদের রাস্তায় রাত কাটাতে হয়েছে।

এই দাঙ্গা মোকাবেলায় এরই মধ্যে পুরো ফ্রান্স জুড়ে ৪০ হাজারের বেশি পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। পরিস্থিতি মোকাবেলার উপায় নিয়ে আলোচনার জন্য প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল ম্যাক্রঁ এক জরুরী বৈঠক ডেকেছেন। আলজেরীয় এবং মরোক্কান বংশোদ্ভূত ১৭ বছর বয়সী তরুণ নাহেল এম গত মঙ্গলবার গাড়ি চালিয়ে যাওয়ার সময় পুলিশের গুলিতে নিহত হন।

যে পুলিশ অফিসারের গুলিতে নাহেল মারা যান, তিনি তার পরিবারের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন। এই পুলিশ অফিসারের বিরুদ্ধে 'ইচ্ছেকৃতভাবে খুনের' অভিযোগ আনা হয়েছে।

নাহেলের মৃত্যু ফ্রান্সে বর্ণবাদ এবং সংখ্যালঘু জাতিগোষ্ঠীর মানুষদের প্রতি পুলিশের বৈষম্যমূলক আচরণের ব্যাপারে ক্ষোভ উস্কে দিয়েছে। এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে পুরো ফ্রান্স সহিংস বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে ওঠে।

গতকাল বৃহস্পতিবার নাহেলের মায়ের নেতৃত্বে যে শোক মিছিল বেরিয়েছিল, সেখানেও পুলিশের সঙ্গে মিছিলকারীদের সংঘর্ষ হয়।

প্যারিসে কড়া পুলিশ পাহারা সত্ত্বেও বহু দোকানপাট লুট হয়েছে। রাস্তায় অনেক গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়েছে।

বৃহস্পতিবার স্থানীয় সময় রাত ন'টার পর হতেই প্যারিস এবং বৃহত্তর অঞ্চলে সব বাস এবং ট্রাম চলাচল বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। প্যারিসের কোন কোন উপশহরে কারফিউ জারি করা হয়েছিল।

প্রধানমন্ত্রী এলিজাবেথ বোর্ন বলেছেন, ১৭ বছর বয়সী নাহেলের মৃত্যুতে যে আবেগের বহিঃপ্রকাশ দেখা যাচ্ছে তা তিনি বুঝতে পারেন। তবে এই সহিংসতা কোন যুক্তিতেই মানা যায় না।

নাহেলের মৃত্যুর পর ফ্রান্সে পুলিশের ক্ষমতা এবং প্যারিসের উপশহরগুলোর মানুষের সঙ্গে এই বাহিনীর সম্পর্ক নিয়ে নতুন করে বিতর্ক শুরু হয়েছে। উপশহরগুলোতে যারা থাকেন, তারা অর্থনৈতিক বঞ্চনা এবং বৈষম্যের শিকার বলে মনে করেন।

প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল ম্যাক্রঁ আজ তার মন্ত্রিসভার যে জরুরী বৈঠক ডেকেছেন সেটি সংকট মোকাবেলায় গত কয়েকদিনের মধ্যে দ্বিতীয় বৈঠক। যেভাবে পরিস্থিতি মোকাবেলায় প্রশাসন হিমশিম খাচ্ছে, তাতে ডানপন্থী এবং কট্টর ডানপন্থী দলগুলো জরুরি অবস্থা ঘোষণার জন্য চাপ দিচ্ছে।

ফ্রান্সে জরুরি অবস্থা জারি করলে কর্তৃপক্ষ আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় বিশেষ ক্ষমতা পায়। এই ক্ষমতাবলে সরকার কারফিউ জারি করতে পারে এবং সভাসমাবেশ নিষিদ্ধ করতে পারে। তবে জরুরি অবস্থা তখনই জারি করা হয়, যখন দেশটির প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য কোন হুমকি তৈরি হয়েছে বলে মনে করা হয়।

তৃতীয় রাতের দাঙ্গার পর আজ প্যারিস এবং অন্যান্য শহরে যে ধরণের ধ্বংসের চিত্র দেখা গেছে, তারপর জরুরি অবস্থা জারির জন্য দাবি আরও জোরালো হবে।

এরকম রাস্তার বিক্ষোভ দমনের জন্য ফ্রান্সে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছিল ২০০৫ সালে প্রেসিডেন্ট জ্যাক শিরাকের আমলে।

এরপর ২০১৫ সালে প্যারিসে সন্ত্রাসবাদী হামলার পরও ফ্রান্সে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়। সেটি জারি ছিল দু'বছর।

যে অদ্ভূত উপায়ে বিদ্যুৎ দিয়ে ব্যথা কমাতো প্রাচীন গ্রিক ও রোমানরা

মিশর (এজেন্সী) ঃ আধুনিক চিকিৎসায় ইলেক্ট্রোথেরাপি হল মেডিকেল এবং ফিজিওথেরাপিউটিক কৌশলগুলোর একটি সমন্বিত পদ্ধতি - যেখানে বিভিন্ন আঘাত এবং রোগের চিকিৎসায় বিদ্যুৎ ব্যবহার করা হয়। পেশী পুনর্গঠন, দীর্ঘস্থায়ী ব্যথার চিকিৎসা, বিষণ্নতা এবং মস্তিস্কের কিছু ক্ষত সারাতে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়ে থাকে।

মানুষ এখন বিদ্যুতের প্রকৃতি বুঝতে শিখেছে এবং বিদ্যুৎকে কীভাবে কাজে লাগাতে হয় তা জানতে শিখেছে, তাই আধুনিক বিশ্বে ইলেক্ট্রোথেরাপিকে একটি বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি হিসাবে বিবেচনা করা হয়। কিন্তু প্রাচীন গ্রিক ও রোমান যুগে - যখন বিদ্যুতের অস্তিত্ব জানা ছিল না -তখনও মানুষ চিকিৎসার বিদ্যুৎকে কাজে লাগাতো, তবে এক অদ্ভূত উপায়ে।

প্রাচীন গ্রিক এবং রোমানদের এই বিদ্যুৎ ব্যবহারের অভিজ্ঞতা ছিল, এবং অসুস্থতা ও রোগের সমাধান হিসাবে এই বিদ্যুৎকে কাজে লাগানোর প্রস্তাব করা হয়েছিল।

কেউ প্রশ্ন করতে পারেন - তাদের কি বিদ্যুৎ উৎপন্ন করার এবং তা পরিচালনা করার মতো কোন যন্ত্র ছিল?

এর উত্তর হলো ঃ না, তবে তাদের বিদ্যুৎ পাওয়ার উৎস ছিল প্রাকৃতিক এবং তা হলো - মাছ।

মিশর, গ্রিস এবং রোমের বৈদ্যুতিক মাছ কিছু প্রজাতির মাছের বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতাকে বলা হয় বাযোইলেক্ট্রোজেনেসিস।

এই প্রাণীরা একে অপরের সাথে যোগাযোগ করতে, এবং সেইসাথে শিকার, আত্মরক্ষা, গতিপথ নির্ধারণ, পরিবেশের গতিপ্রকৃতি বুঝতে বা এমন আরও নানা কারণে বিদ্যুৎ ব্যবহার করে। কিছু ইলেক্ট্রোজেনিক প্রজাতির মাছ এমন জায়গায় পাওয়া যায়, যেখানে গুরুত্বপূর্ণ সভ্যতা গড়ে উঠেছে, যেমন টর্পেডো রে মাছ (অর্ডার টর্পেডিনিফর্মস) বা আফ্রিকার বৈদ্যুতিক ক্যাটফিশের (ফ্যামিলি ম্যালাপ্টেরুরিডেয়) - যার আবাসস্থল ভূমধ্যসাগর।

আমরা জানি যে মিশরীয়, গ্রিক এবং রোমানরা এসব বৈদ্যুতিক মাছের সাথে পরিচিত ছিল কারণ মিশরীয় স্মৃতিস্তম্ভ, গ্রিক সিরামিক এবং রোমান মোজাইকগুলোয় এগুলোর ত্রিমাত্রিক ছবি ফুটিয়ে তোলা হয়েছিল।

কিছু প্রজাতির মাছের বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতাকে বলা হয় বাযোইলেকট্রোজেনেসিস।

সক্রেটিসের সাথে কথোপকথন

এসব মাছের সংস্পর্শে এলে সাধারণত শারীরিক অসাড়তা দেখা দেয় - বিশেষ করে কেউ যদি তার কোন অঙ্গ দিয়ে এসব মাছ স্পর্শ করে।

সম্ভবত এই কারণেই তৎকালীন মেডিকেল গ্রন্থ বা হিপোক্র্যাটিক ট্রিটিজে তীব্র রোগ নিরাময়ের খাদ্যাভ্যাসে এক বিশেষ প্রজাতির মাছের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

হয়তো সেটি এক ধরণের ইলেক্ট্রোজেনিক মাছ ছিল, যার নাম ছিল নারকে। যেটা কিনা, 'নারকোসিস' শব্দের মূল উৎস বলে ধরা হয়। নারকোসিস হলো ওষুধ বা চেতনানাশক প্রয়োগের ফলে ব্যক্তির অর্ধচেতন অবস্থা।

নারকে নামে এই মাছটির এটাই প্রথম কোন লিখিত রেফারেন্স বলে ধরা হয়। নারকে মাছের এমন অসাধারণ বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা সত্ত্বেও, গ্রিক মেডিকেল গ্রন্থ কর্পাস হিপোক্র্যাটিকামে বিদ্যুৎ প্রযোগে করে কোনও চিকিৎসা দেয়ার কথা উল্লেখ নেই।

প্লেটো (৪২৭-৩৪৭ খ্রিস্টপূর্ব) মেনোতে তার সংলাপে এই প্রাণীদের স্পর্শ করার পরিণতি সম্পর্কে বলেছেন। তিনি একে তুলনা করেছেন সক্রেটিসের সাথে কথোপকথন থেকে উদ্ভূত মানসিক বিভ্রমের সাথে।

প্লেটোর 'মেনো' হল একটি সক্রেটিক সংলাপ যেখানে দুই প্রধান বক্তা, সক্রেটিস এবং মেনো কথোপকথনের মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান দিয়ে থাকেন। টর্পেডো রে যে উপায়ে তাদের খাদ্য অনুসন্ধান ও শিকার করে থাকে এর মাধ্যমে মাছটির ধূর্ত বৈশিষ্ট্যের কথা তুলে ধরেছিলেন এরিস্টটল (৩৮৪-৩২২ খ্রিস্টপূর্ব)।

তিনি প্রাণীদের উপর তার গবেষণায় উল্লেখ করেছেন যে, এই মাছগুলো সমুদ্রতটে লুকিয়ে থাকে এবং শিকারের কাছে এসে শিকারকে পঙ্গু করে দেয়।

তার শিষ্য থিওফ্রাস্টাস (৩৭১ - ২৮৭ খ্রিস্টপূর্ব) সতর্ক করেছিলেন যে টর্পেডো রে এর বৈদ্যুতিক নিঃসরণ, জল বা মাছ ধরার ধাতব বঁড়শিসহ আরও বিভিন্ন মাধ্যমে দূর থেকেও সঞ্চারিত হতে পারে। এভাবে, তিনি বৈদ্যুতিক পরিবাহী পদার্থের প্রাচীনতম ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন।

প্রেমময় আবেগ নিবৃত্তের চিকিৎসার জন্য অন্য অনেক প্রাচীন লেখক এই মাছের অসাধারণ ক্ষমতা সম্পর্কে একই রকম কথা বলেছেন।

যেমন সিসেরো (১০৬-৪৩ খ্রিস্টপূর্ব) বা কবি ওপিয়ানো ডি আনাজারবা, যিনি দ্বিতীয় শতাব্দীতে টর্পেডো রে মাছটির দেহের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সঠিক বর্ণনা দিয়েছিলেন বিশেষ করে যেখান থেকে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হতো।

রোমান লেখক প্লিনি দ্য এল্ডার (২৩-৭৯) তার বিশ্বকোষ ন্যাচারাল হিস্ট্রি বইয়ে ইলেকট্রোজেনিক মাছের কিছু থেরাপির কথা লিপিবদ্ধ করেছেন, যার মধ্যে আছে এই মাছ খাওয়া অথবা কিছু অংশ প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহার করার কথা।

যেমন, সন্তান প্রসবের উদ্দীপনা জাগানো বা কামার্ত আবেগ নিয়ন্ত্রণ করা।

যাইহোক, এতদিন অনেক তথ্য জানা থাকা সত্ত্বেও, ৪৬ খ্রিস্টাব্দের আগ পর্যন্ত কেউই এই প্রাণীদের বিদ্যুৎ নিঃসরণের বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে কোন চিকিৎসাপদ্ধতির কথা প্রস্তাব করেননি।

স্ক্রিবোনিয়াস লার্গো নামে একজন ডাক্তার যিনি সম্রাট ক্লডিয়াসের আদালতে কাজ করতেন, তিনি ৪৬ সালে প্রথমবারের মতো দীর্ঘস্থায়ী ব্যথা উপশমের জন্য টর্পেডো রে এর ক্র্যাম্প ব্যবহার করার প্রস্তাব করেন - যেটা সেসময় চিকিৎসা করা বেশ কঠিন ছিল।

তার শুধুমাত্র একটি কাজ আমাদের সামনে এসেছে, সেটি হল ডি কম্পোজিশন মেডিকারাম লিবার নামক একটি ফার্মাকোপিয়া অর্থাৎ যেখানে ওই রোগের চিকিৎসায় বিভিন্ন ওষুধের তালিকা ও ব্যবহারের নির্দেশাবলী আছে। এটাই প্রথম কোন বই যেখানে ইলেক্ট্রোথেরাপি সম্পর্কে উল্লেখ বলা হয়েছে। এই বইটিতে সম্রাট টাইবেরিয়াসের কবল থেকে মুক্তি পাওয়া আন্তেরোসের গল্প রয়েছে, যিনি পায়ের আঙ্গুল এবং পুরো এক পায়ে তীব্র ব্যথায় ভুগছিলেন। সমুদ্র সৈকতে হাঁটার সময়, তিনি দুর্ঘটনাক্রমে একটি টর্পেডো রে এর উপর পা রাখেন যা তার পাকে অসাড় করে দেয় এবং তার ব্যথা দূর করে।

ধারণা করা হয়, স্ক্রিবোনিয়াস এই অভিজ্ঞতা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে পায়ে তীব্র ব্যথার চিকিৎসায় টর্পেডো ব্যবহারের পরামর্শ দেন। তার মতে, আহত অঙ্গটি জীবন্ত টর্পেডো রে এর সংস্পর্শে আনতে হবে যতক্ষণ না ব্যথা অসাড় হয়ে যায়।

একইভাবে তিনি মাথাব্যথা উপশমেরও পরামর্শ দেন, যদিও এক্ষেত্রে রোগীদের মাথায় টর্পেডো স্ট্রাইপ লাগাতে হয়।

এসক্রিবোনিও এ নিয়ে আরও বিস্তারিত কাজ করেন। চিকিৎসক ডিওস্কোরাইডস (৫০-৯০) এসব চিকিৎসা পদ্ধতির প্রতি তার সমর্থন জানান এবং পায়ুপথের রোগ রেকটাল প্রল্যাপসের চিকিৎসার জন্য এসব পদ্ধতি সুপারিশ করেন।

গ্যালেন (১২৯-২০১২১৬) টর্পেডো রে এর উপকারিতা যাচাই করার জন্য কিছু পরীক্ষানিরীক্ষা করেছিলেন।

প্রথমে তিনি ইতিবাচক ফলাফল পাননি, এমনটা হয়তো জীবিত প্রাণীর পরিবর্তে মৃত প্রাণী ব্যবহারের জন্য হতে পারে। যন্ত্রণাদায়ক ব্যথা উপশম করতে এবং অসুস্থতার চিকিৎসার জন্য নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ প্রযোগের বুদ্ধিদীপ্ত ধারণা যারা সামনে এনেছেন তাদের ধন্যবাদ দিতেই হয়, কারণ এর ফলে কয়েক শতাব্দী ধরে হাজার হাজার মানুষ তাদের জীবনযাত্রার মান উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত হতে দেখেছে।

সুইডেনে কোরআন পোড়ানোর ঘটনায় নিন্দা, বাগদাদে বিক্ষোভ

বাগদাদ (এজেন্সী) ঃ সুইডেনে মুসলিমদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কোরআনের কপি পোড়ানোর এক ঘটনার প্রতিবাদে ইরাকের রাজধানী বাগদাদের সুইডিশ দূতাবাসে এক দল লোকের জোর করে ঢুকে পড়ার ঘটনা ঘটেছে। বুধবার স্টকহোম শহরের কেন্দ্রীয় মসজিদের বাইরে কোরআনের একটি কপিতে আগুন ধরিয়ে দেয় এক ব্যক্তি। তার নাম সালওয়ান মোমিকা এবং সে সুইডেনে বসবাসরত একজন ইরাকি বলে জানানো হয়েছে। তুরস্ক, ইরাক, ইরান, মিশর ও সৌদি আরব সহ বেশ কয়েকটি মুসলিমসংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ এ ঘটনার তীব্র নিন্দা করে। ইরাকের একজন ক্ষমতাধর ধর্মীয় নেতা মোকতাদা আলসদর এর প্রতিবাদ জানানোর ডাক দিলে বৃহস্পতিবার রাজধানী বাগদাদে সুইডিশ দূতাবাসের সামনে একদল লোক জড়ো হয়। সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশিত ভিডিওতে বেশ কিছু লোককে ভবনটির প্রাঙ্গণে হাঁটতে দেখা যায়। ঘটনাস্থলে থাকা এএফপির একজন ফটোসাংবাদিক বলেছেন, কিছু লোক দূতাবাস ভবনের ভেতরে ঢুকে পড়ে এবং প্রায় ১৫ মিনিট সেখানে অবস্থান করে। পরে স্থানীয় নিরাপত্তা বাহিনী আসার পর তারা সেখান থেকে চলে যায়। সুইডেনের কর্তৃপক্ষ বলছে, মি. মোমিকাকে দেশের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা সংক্রান্ত আইনের আওতায় মসজিদের বাইরে প্রতিবাদ করার অনুমতি দেয়া হয়েছিল। তবে কোরআন পোড়ানোর ঘটনা ঘটার পর পুলিশ বলছে যে তারা এখন ঘৃণা উস্কে দেবার দায়ে ঘটনাটির তদন্ত করছে। তুরস্ক এ ঘটনার তীব্র নিন্দা করে বলেছে, মতপ্রকাশের স্বাধীনতার নামে এ ধরনের ইসলামবিরোধী কর্মকান্ড অগ্রহণযোগ্য। তুর্কি প্রেসিডেন্ট রেচেপ তায়েপ এরদোয়ান বলেছেন, উদ্ধত পশ্চিমাদের আমরা একসময় শিক্ষা দেবো যে মুসলিমদের অপমান করা মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নয়। মরক্কো ও জর্ডান এ ঘটনার প্রতিবাদে স্টকহোম থেকে তাদের রাষ্ট্রদূতদের দেশে ফিরে আসতে বলেছে। মরক্কোর রাবাতে সুইডিশ রাষ্ট্রদূতকে তলবও করা হয়। মিশর বলেছে, যখন মুসলিমরা ঈদুল আজহা পালন করছে তখন এই লজ্জাজনক ঘটনা বিশেষভাবে উস্কানিমূলক। সুইডেনের প্রধানমন্ত্রী উল্ফ ক্রিস্টারসন বলেছেন এ ঘটনা আইনগতভাবে বৈধ হলেও অনুচিত ছিল। সুইডেনে কোরআন পোড়ানোর পরিকল্পনাকে কেন্দ্র করে এর আগে দাঙ্গা হয়েছে। নেটো সদস্য তুরস্ক এর আগে সুইডেনকে এ জোটের সদস্যপদ দেয়ার প্রস্তাব অনুমোদন করেনি এবং এর একটি কারণ হিসেবে এধরনের ঘটনার কথা উল্লেখ করেছে।